ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহায়।

সাংখ্যসারঃ।

বিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতঃ

(মূল ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

শ্রীশ্রীশ্রীপূজ্যপাদভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশত উপনিষদ্" "বেদান্তসার"
"পঞ্চদশী" এবং দর্শনশাস্ত্রাদি প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(যোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার ; রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, ৮৪ নং নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৬, আশ্বিন।

[ডাকমাশুল ৴০ আনা] [মূল্য ১৷৵০ আনা।]

সাংখ্যসার।

FITZ-EDWARD HALL, D. C. L., OXON. represents the book as follows :—"The *Sankhya-sara* by vijnana Bhikshu (বিজ্ঞানভিক্ষু) laysout the whole of the Sankhya system within a small compass, and yet perspicuously. * * * In the *Sankhya-sara* we have the best known existing treatise in which to study the system ascribed to Kapila."

Colebrooke represents the *Sankhya-sara* as being a "treatise on the attainment of beatitude in this Life." *Miscellaneous essay*. Vol. I., p. 131.

চতুর্ব্বেদান্তর্গত অষ্টোত্তরশত উপনিষৎ।

চতুর্ব্বেদান্তর্গত (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব) সমুদয়ে ১০৮ খানি উপনিষৎ মূল, ভাষ্য, টীকা ও দীপিকা (যে উপনিষদের যাহা আছে) এবং বঙ্গানুবাদ সহিত ক্রমান্বয়ে এক এক খানি উপনিষৎ সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। আপাততঃ ঋগ্বেদীয় "ঐতরেয়োপনিষৎ" শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষৎ" ও "মুক্তিকোপনিষৎ" কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় "কঠোপনিষৎ" "তৈত্তিরীয়োপনিষৎ" "তেজোবিন্দূপনিষৎ" "ধ্যানবিন্দূপনিষৎ" "অমৃতবিন্দূপনিষৎ" এবং অথর্ব্ববেদীয় "অথর্ব্বশির-উপনিষৎ" ও "অথর্ব্বশিখোপনিষৎ" মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এক্ষণে শাঙ্করভাষ্য সহিত "শ্রীগৌড়পাদীয়-কারিকা" সম্বলিত অথর্ব্ববেদীয় "মাণ্ডুক্যোপনিষৎ" মুদ্রাঙ্কিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আপাততঃ অগ্রিম মূল্যের হিসাবে ৮৲ আট টাকা জমা দিতে হইবে। পরন্তু এই ৮৲ আট টাকা মূল্যের অনুযায়ী উপনিষৎগুলি ক্রমান্বয়ে প্রেরিত হইলে পর, অর্থাৎ ঐ ৮৲ আট টাকা পরিশোধ হইলে, পুনরায় তাঁহাদিগকে ঐরূপ নিয়মে অগ্রিম মূল্যের হিসাবে প্রতিবারে ২৲ দুই টাকা করিয়া জমা দিতে হইবে।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে কোন গ্রাহক মহোদয়ের নিকট উপরি-উক্ত কোন পুস্তক প্রেরণ করা হয় না।

উপনিষৎ কার্য্যালয়। ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো; কলিকাতা।	শ্রীমহেশচন্দ্র পাল, সম্পাদক।

ওঁ
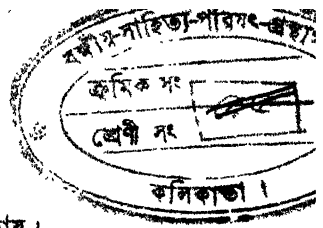
নমঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহায়।

সাংখ্যসারঃ।

বিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতঃ

(মূল ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশত উপনিষদ্" "বেদান্তসার"
"পঞ্চদশী" এবং দর্শনশাস্ত্রাদি প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(যোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা।)

কলিকাতা।
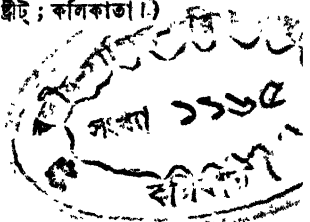
বাগবাজার ; রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, ৮৪ নং নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৬, আশ্বিন।

উৎসর্গ।

বিদ্যানুরাগ-প্রসূত-যশঃকুসুমসুরভীকৃত-দিঙ্মণ্ডল-শ্রীল
শ্রীযুক্ত রাজা শ্রীবাসুদেবাভিধেয় বামুণ্ডাভূপতে
সুঢল দেববাহাদুর ফিউডেটারি
চীফ্ অফ্ বামড়া

রাজন্!

আপনি প্রজারঞ্জক ও বৈষ্ণবচূড়ামণি; আপনার সনাতন ধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট আস্থা আছে, পরন্তু আমার উদ্দেশ্য সাধন ও উৎসাহবর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়ে এবং যাহাতে সজ্জন সমাজ উপনিষৎ সমূহের মহাত্ম্য ও গূঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া স্বীয় জীবনের সার্থকতা সাধন করিতে পারেন, এই নিমিত্ত আপনি আপনার নিজব্যয়ে আমাদিগের অনুবাদিত "মুক্তিকোপনিষৎ" খানি উৎকল ভাষায় অবিকল ভাষান্তরপূর্ব্বক বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। অতএব আমি যে সদাশয় করুণাসিন্ধু মহাত্মার শ্রীচরণের কৃপায় সদসদ্বস্তুর প্রকৃততত্ত্ব লাভকরিয়া দেবাদিদুর্ল্লভ অপার অচ্যুত প্রেমানন্দাদি প্রাপ্ত হইয়া সুখসাগরে সতত নিমগ্ন হইয়াছি, এক্ষণে তাঁহার সম্মতি অনুসারে এই "সাংখ্যসার" খানি অবদীয় উদার করকমলে অর্পণ করিলাম। আপনি ইহা সাদরে গ্রহণ করিলেই অত্যন্ত উৎসাহের সহিত চরিতার্থতা লাভ করিব। অলমিতি।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

ভূমিকা।

—oo—

অধুনা আমাদিগের গৌড়রাজ্যমধ্যে, যেস্থানে এক সময়ে সর্ব্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, এক্ষণে তথায় পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করিয়া অর্থকরী ভাষার আন্দোলনে ক্রমে ক্রমে সেই প্রতিষ্ঠা এককালে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে ; সুতরাং ঐ সঙ্গে সঙ্গে যে শাস্ত্রীয় চর্চ্চা ও ধর্ম্মান্দোলন ক্রমশঃ শিথীল এবং রূপান্তর হইয়া যাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি আছে ? এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ লোকে কেবল লোকপরম্পরায় শ্রুত হইয়া সনাতনধর্ম্ম এবং শাস্ত্রসমুদায়ের প্রকৃতমর্ম্ম সকলকে মনঃকল্পিত বাগ্‌জালে পরিপূর্ণ করিয়া শাস্ত্রীয় মীমাংসা এবং সত্য-সনাতনধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেহ ঈশ্বরকে সাকার, (নয়নের দৃশ্যপদার্থ), কেহ ঈশ্বরকে নিরাকার, (শূন্য আকাশবৎ) কেহ বা পৌত্তলিকতাস্বরূপে প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। পরন্তু কেহ বা ঈশ্বর প্রাপ্তির সার উপায় সমাজমধ্যে, কেহ বা ব্যক্তি বিশেষের বক্তৃতার মধ্যে, কেহ বা গ্রন্থাদি ও মাসিক পত্রিকার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু স্বরূপ কথা বলিতে হইলে, "পঞ্চদশী" দেখ, উপনিষদাদির শ্রুতি-প্রমাণ দেখ, দর্শনশাস্ত্রাদি দেখ। সকলেই একতানে ও এক

বাক্যে বলিতেছেন যে, কল্পতরুস্বরূপ সদ্‌গুরুর কৃপাভিন্ন সমস্ত ধন্ধ নিবারিত হইবার আর অন্য কোন প্রকার উপায় নাই। যাহাহউক, অধুনা অনেকেই দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে কি রত্ন আছে, তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা না করিয়াই কেবল "সাংখ্যা-নিরীশ্বরাঃ কেচিৎকেচিদীশ্বরদেবতাঃ।" এই শ্লোকের প্রমাণ দেখিয়াই কাহার বা পূজ্যপাদ আদি আচার্য্য শ্রীকপিল-দেব নাস্তিক, কাহার বা আস্তিক বলিয়া ধারণা আছে, এই ধারণার মীমাংসা কেবল তর্কদ্বারা নিষ্পন্ন করা দূরূহ বিবেচনায় এক্ষণে "সাংখ্যদর্শনের" ভাষ্যকর্ত্তা শ্রীবিজ্ঞান ভিক্ষুবিরচিত "সাংখ্যসার" গ্রন্থ খানি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গানুবাদ সহিত আপাততঃ প্রকাশিত করিলাম। ইহার আদ্যোান্ত পর্য্যালোচনা করিলেই সমস্ত সাংখ্য শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সাংখ্য শাস্ত্রের আচার্য্যদেব নাস্তিক কি আস্তিক ছিলেন, তাহা সহজেই পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

অতঃপর আস্তিকদর্শন কয়েকখানি, অর্থাৎ বাৎসায়ন-কৃতভাষ্য ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথকৃত বৃত্তি সহিত গৌতমের "ন্যায়", শ্রীশঙ্করমিশ্রের ভাষ্য সহিত কণাদের "বৈশেষিক", শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিত প্রবচনভাষ্য সহিত কপি-লের "সাংখ্য", মহর্ষি বেদব্যাসকৃত ভাষ্য ও মহামহো-পাধ্যায় শ্রীবাচস্পতিমিশ্র বিরচিত ব্যাখ্যা সহিত পতঞ্জ-লির "যোগ", শ্রীযুত আচার্য্যভট্ট শবরস্বামীকৃত ভাষ্য সহিত জৈমিনির "পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা" এবং শ্রীমচ্ছঙ্কর ভগবৎপাদকৃত ভাষ্য ও শ্রীগোবিন্দানন্দকৃত টীকা সহিত

মহর্ষি বেদব্যাসকৃত "শারীরিক মীমাংসা" যাহা "বেদান্তদর্শন" নামে প্রসিদ্ধ, এই ষড়্‌দর্শন কয়েকখানি বাঙ্গালা-অনুবাদ সহিত একত্রে প্রতিমাসে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত করিবার একান্ত ইচ্ছা রহিল। ভরসাকরি এই সকল গ্রন্থ প্রকাশ হইলেই সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম পরিজ্ঞানের সুযোগ হইতে পারে। এইরূপ মহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন করিতে হইলে কেবলমাত্র সজ্জনমহাত্মাদিগের আশীর্ব্বাদই আমার প্রধান সম্বল। কিমধিকমিতি।

উপনিষৎ কার্য্যালয়।
১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট;
যোড়াসাঁকো; কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

নির্ঘণ্ট পত্র।

পূর্ব্বভাগে—

পৃষ্ঠা।

প্রথম পরিচ্ছেদে পরম পুরুষার্থবিচার" ... ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিবেকজ্ঞানের স্বরূপনির্ণয় ... ১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রকৃত্যাদির স্বরূপ পরিজ্ঞান ... ২৫

উত্তরভাগে—

প্রথম পরিচ্ছেদে পুরুষ স্বরূপ বিচার .. ৫৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আত্মা ও অনাত্মার সত্যত্ব ও অসত্যত্ব নির্ণয় .. ৬০

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আত্মা ও অনাত্মার চিৎস্বরূপত্ব ও অচিদ্রূপত্ব পরিজ্ঞান ... ৬৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আত্মানাত্মার প্রিয়ত্বাপ্রিয়ত্ব নিরূপণ ... ৮১

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আত্মার বৈধর্ম্ম্য নির্ণয় ... ৮৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাজযোগ প্রকার নিরূপণ ... ১২১

সপ্তম পরিচ্ছেদে জীবন্মুক্তি ও পরমামুক্তি নিরূপণ ... ১২২
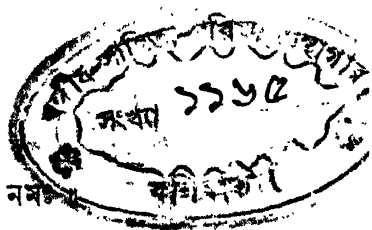
সমাপ্ত।

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

সাংখ্যসারঃ।

পূর্ব্বভাগঃ।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

মহদাখ্যঃ স্বয়ম্ভূর্যো জগদঙ্কুর-ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বাত্মনে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে ॥ ১ ॥

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থসমাপ্তির প্রতিবন্ধকীভূত দুরদৃষ্টবিনাশার্থ প্রাচীন আচার্য্যগণ আপন আপন অভিমত দেবতার নমস্কার করিয়াছেন, অতএব আমিও সেই পূর্ব্বতন গুরুগণের অবলম্বিত পথের পথিক হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তির অভিলাষে আপন ইষ্ট দেবতাকে নমস্কার করিতেছি। এই জগতে সর্ব্বদা নানাপ্রকার বিঘ্ন সঞ্চরণকরিতেছে, কখন্ কোন্ বিঘ্ন আসিয়া কার্য্যব্যাঘাত করে, তাহার নিশ্চয় নাই, অতএব কোনপ্রকার বিঘ্ন যেন আমার কার্য্যের বাধা না জন্মায়, ইহাই আমার এই নমস্কারের উদ্দেশ্য। যিনি মহান্, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি করকলিত কুবলয়ের ন্যায় অবলোকন করিতেছেন, যিনি স্বয়ম্ভু, যাঁহার উৎপাদন কর্ত্তা নাই, যিনি জগতের অঙ্কুর, এই জগদুৎপাদনের অদ্বিতীয় কর্ত্তা, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি জগতের আত্মস্বরূপ এবং সকলের জেতা, অর্থাৎ সর্ব্বাতীত, সেই বিষ্ণুরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

সাংখ্যকারিকয়া লেশাদাত্মতত্ত্বং বিবেচিতম্।
সাংখ্যসারবিবেকোঽতো বিজ্ঞানেন প্রপঞ্চ্যতে ॥ ২ ॥
প্রায়ঃ সঙ্কলিতা সাংখ্যপ্রক্রিয়া কারিকাগণে।
সাঽতোঽত্র বর্ণ্যতে লেশাত্তদনুক্তাংশমাত্রতঃ ॥ ৩ ॥
সাংখ্যভাষ্যে প্রকৃত্যাদেঃ স্বরূপং বিস্তরান্ময়া।
প্রোক্তং তস্মাৎ তদপ্যত্র সঙ্ক্ষেপাদেব বক্ষ্যতে ॥ ৪ ॥
আত্মানাত্মবিবেকসাক্ষাৎকারাৎ কর্ত্তৃত্বাদ্যখিলাভি-
মাননিবৃত্ত্যা তৎকার্য্যরাগদ্বেষধর্ম্মাদ্যনুৎপাদাৎ-
পূর্ব্বোৎপন্নকর্ম্মণাঞ্চাবিদ্যারাগাদিসহকার্য্যুচ্ছেদরূপ-

সাংখ্যকারিকাতে সবিস্তর আত্মতত্ত্ব বিবেচিত হইয়াছে, অতএব সেই সকল শাস্ত্র সহজে সাধারণের বোধগম্য হয় না। এই নিমিত্ত আমি সমুদয় সাংখ্যকারিকার সারসঙ্কলন করিয়া সাধারণের অবগতির নিমিত্তে "সাংখ্য-সার" নামে আত্মতত্ত্বনির্ণয় গ্রন্থ বিস্তারকরিতেছি। (এই গ্রন্থে সাংখ্যশাস্ত্রের সারার্থ বিবেচিত হইবে। ইহার পর্য্যালোচনা করিলে জ্ঞানের পরিপাক হইয়া আত্মতত্ত্বের উদয় হয়) ॥ ২ ॥

সাংখ্যকারিকাতে যে সকল সাংখ্যপ্রক্রিয়া বাহুল্যরূপে সঙ্কলিত আছে, সেই সমুদায় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইবে এবং সাংখ্যকারিকাতে যে অংশ অনুক্ত আছে, তাহাও এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত হইবে ॥ ৩ ॥

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে আমি প্রকৃত্যাদির স্বরূপ বলিয়াছি, কিন্তু সেই সকল গ্রন্থ অতিবিস্তৃত এবং সাধারণের অগম্য, অতএব সংক্ষেপতঃ সেই সকল প্রকৃত্যাদির স্বরূপ এই সাংখ্যসার গ্রন্থে বলিব। জ্ঞানিপ্রবর কপিলদেব স্বীয় সাংখ্যগ্রন্থে যে সকল উপদেশের প্রণালী বর্ণন করিয়াছেন, এই গ্রন্থে সেই সকল সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত উপদেশও বর্ণিত হইবে ॥ ৪ ॥

আত্মানাত্মবস্তুবিবেকের সাক্ষাৎকার হইলেই "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদি অভিমান নিবৃত্ত হইয়া যায়। আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইয়া আত্মভিন্ন বস্তুতে অসারত্ববোধ হইলে যখন "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা"

দাহেন বিপাকানারম্ভকত্বাৎপ্রারব্ধসমাপ্ত্যনন্তরং পুনর্জ্জন্মাভাবেন ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপো মোক্ষো ভবতীতি শ্রুতিস্মৃতিডিণ্ডিমঃ। তত্র শ্রুতয়ঃ "অথাঽকাময়মানো যোঽকামো, নিষ্কামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তীহৈব সমবলীয়ন্তে" ॥ ৫ ॥
"আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ ॥ ৬ ॥

ইত্যাদি অভিমানের নিবৃত্তি হয়, তখন সেই কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানের কার্য্যস্বরূপ রাগ ও দ্বেষ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব নিবারিত হইয়া থাকে। যাবৎ কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান থাকে, তাবৎই রাগদ্বেষাদি বর্ত্তমান থাকে। অভিমাননিবৃত্তি হইলে আর রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি হয় না এবং পূর্ব্বোৎপন্ন কর্ম্মের সহকারী অবিদ্যা ও রাগাদির উচ্ছেদ হইয়া থাকে। তখন আর কর্ম্মবিপাকের আরম্ভ হয় না, প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া যায়। প্রারব্ধ কর্ম্মের সমাপ্তি হইলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগের জন্যই পুনর্ব্বার জন্ম হয়। যদি সেই প্রারব্ধেরই ক্ষয় হইল, তবে আর জন্ম হইবে কেন? প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়। এইরূপে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হইলেই মোক্ষ হইয়া থাকে। শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতিতেও এইরূপ মুক্তির ঘোষণা আছে। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, কামনা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবে, যে নিষ্কামী হইয়া কার্য্য করে, তাহার প্রাণ সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইহকালেই ব্রহ্মতত্ত্বে লীন হয় ॥ ৫ ॥

যে পুরুষ "আমিই সেই আত্মা" এইরূপে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে, সেই পুরুষ আর কি কামনা করিয়া শরীরের অনুগমন করিবে? (আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেই সাধকের সমুদয় কামনা পরিপূর্ণ হয় এবং সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তখন তাহার কোনপ্রকার কামনা বা ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকে না; সুতরাং আর শরীরপরিগ্রহের প্রয়োজনও থাকে না ॥ ৬ ॥

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ৭ ॥
কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কর্ম্মভির্জ্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ” ॥ ৮ ॥
ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়শ্চ কৌর্ম্মাদ্যাঃ যথা কৌর্ম্মে।
“রাগদ্বেষাদয়ো দোষাঃ সর্ব্বে ভ্রান্তিনিবন্ধনাঃ ॥

যখন হৃদয়স্থিত কামনাসকল হৃদয় হইতে অন্তরিত হয়, তখন মরণশীল মনুষ্য অমৃতত্ব পায় এবং তখনই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। (মানবের অন্তর হইতে কামনা অন্তরিত হইলে সেই মানবের হৃদয়ে ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত হয়। তাহার হৃদয়ে কোনরূপ মায়ালেশও থাকে না, সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে লীন হইয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে, এই আনন্দের কদাচ হ্রাস হয় না) ॥ ৭ ॥

যাহারা সর্ব্বদা অভিলষিত দ্রব্যাদি কামনা করিয়া কার্য্য করে, তাহারা সেই কর্ম্মফলের উপভোগের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। (কামনাবান্ পুরুষের কখনও কামনা পরিপূর্ণ হয় না। কামী ব্যক্তি যতই কাম্যফল ভোগ করিতে থাকে, ততই তাহাদিগের কামনার বৃদ্ধি হয়। কামনাবান্ পুরুষ কাম্যবস্তু লাভ করিয়া কখনই কামনাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না।) আর যাহার কামনাপর্য্যাপ্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহার সর্ব্বপ্রকার কামনা লয় পাইয়া যায়। নিস্কামী ব্যক্তির কোনরূপ কামনা থাকে না এবং সেই সকল কামনার অসম্পূর্ণতানিবন্ধন কোনরূপ ক্লেশও হয় না ॥ ৮ ॥

কৌর্ম্মাদ্য স্মৃতিতে পূর্ব্বোক্তপ্রকার ভূরিভূরি কামনার দোষ ও নিষ্কামীর শুভফল বর্ণিত আছে। কৌর্ম্মস্মৃতিতে আরও জানা যায় যে, রাগ দ্বেষাদি সকল ভ্রান্তিজ্ঞানের ফল। (যাহারা ভ্রমজ্ঞানের বশীভূত, তাহাদিগেরই রাগ দ্বেষাদি নানাপ্রকার দোষ হইয়া থাকে।) পুণ্য এবং পাপ ইহারাও ভ্রান্তি-

কার্য্যোঽস্য ভবেদ্ দোষঃ পুণ্যাপুণ্যমিতি স্মৃতিঃ।
তদ্বশাদেব সর্ব্বেষাং সর্ব্বদেহসমুদ্ভবঃ” ইতি ॥ ৯ ॥
মোক্ষধর্ম্মে চ “ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ নোপসর্পন্ত্য-
তর্ষুলম্। হীনশ্চ করণৈর্দ্দেহী ন দেহং পুনরর্হতি।
তস্মাত্তর্ষাত্মকাদ্রাগাদ্বীজাজ্জায়ন্তি জন্তবঃ” ইতি ॥১০॥
নন্বু রাগাভাবেঽপি কেবলকর্ম্মবশান্নরকাদিপ্রাপ্তেঃ

জ্ঞান জন্য দোষের কার্য্য। (যাহারা ভ্রান্ত, তাহাদিগের কার্য্য বিশেষে রাগ ও কোন কোন কার্য্যে দ্বেষ হয়, তাহাতেই পাপ ও পুণ্য হইয়া থাকে।) সেই পাপপুণ্যবলে সকলেরই সর্ব্বপ্রকার দেহপ্রাপ্তি হয়। (পুণ্যসঞ্চয় থাকিলে দেব মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট দেহলাভ হয় এবং পাপবলে পশুতির্য্যগাদি অধম যোনিপ্রাপ্ত হয়। অতএব অজ্ঞানই সংসারের কারণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে) ॥ ৯ ॥

মোক্ষধর্ম্মে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় বিতৃষ্ণ ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিতে পারে না। (বিষয়ানুরাগশূন্য ব্যক্তি রূপদর্শনের জন্য ব্যস্ত হয় না, গীতাদি শ্রবণদ্বারা কর্ণকে পরিতৃপ্তকরিতে চাহে না, সদ্গন্ধাদি আঘ্রাণ করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিতে ব্যগ্র হয় না, কোমল স্পর্শাদি অনুভবদ্বারা ত্বগিন্দ্রিয়ের সাফল্য করিতে ধাবিত হয় না, এইরূপে তাহারা কোন ইন্দ্রিয়েরই বাধ্য নহে।) যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারে, তাহাদিগের আর দেহান্তর প্রাপ্তি হয় না। অতএব ইহাতে প্রতিপন্ন হই-তেছে যে, তৃষ্ণাত্মক বিষয়ানুরাগই এই সংসারের বীজ, সেই বীজ হইতেই প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়। চিত্তে বলবতী বিষয়বাসনা থাকিলেই জীবগণ শুভা-শুভ নানাপ্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং সেই সকল কর্ম্মফলভোগের নিমি-ত্তই জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ১০ ॥

যদি বল, অনুরাগ না থাকিলেও কেবল কর্ম্মবশতঃ নরকাদি ভোগ করিতে দেখা যায়। কেহ বা সৎকর্ম্ম করিয়া স্বর্গভোগ করে, কেহ বা অপ-

কথং রাগস্য কর্ম্মসহকারিত্বং, বিপাকারম্ভ উপপন্নম্। নরকাদৌ বিশেষতো রাগাভাবেঽপি, সামান্যতো রাগসত্ত্বাৎ। নিষিদ্ধস্ত্র্যাদিগামিনাং স্ত্র্যাদিরাগাদেব তপ্তলোহময়নারীসমালিঙ্গনাদিরূপনরকোৎপত্তেঃ ॥ ১১ ॥

যদ্যপ্যবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষভয়াখ্যং ক্লেশপঞ্চকমেব জন্মাদিবিপাকারম্ভে কর্ম্মণাং সহকারি ভবতি। "তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষিক্তমস্য।" ইতি শ্রুতাবভিমানরাগদ্বেষাদিজন্যস্য, বিষয়বাসনাখ্যসঙ্গসামান্যস্যৈব, জন্মাদিবিপাকারম্ভে কর্ম্ম-

---

কর্ম্মদ্বারা নরকে গমন করিয়া থাকে ; সুতরাং কিরূপে রাগ কর্ম্মের সহকারী হইতে পারে? অতএব এইক্ষণ কর্ম্মবিপাকের প্রারম্ভে রাগের সহকারিত্ব কোনরূপেও উপপন্ন হইতেছে না। ইহার উত্তর এই যে, যদিও কর্ম্মজন্য ফলভোগে বিশেষরূপে রাগের সহকারিত্ব না থাকুক, তথাপি সামান্যরূপে রাগের সহকারিত্ব আছে। যেহেতু যাহারা অগম্যা স্ত্রীতে অভিগমন করে, সেই স্ত্রীতে তাহাদিগের অনুরাগই সেই স্ত্রীসম্ভোগের কারণ এবং সেই অগম্যা স্ত্রীর অভিগমন জন্যই পাপের ভোগ হইয়া থাকে। তপ্ত লৌহময়ী স্ত্রীতে আলিঙ্গনরূপ নরকভোগই সেই অগম্যা নারীগমনের ফল। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ, কর্ম্মফলভোগের সামান্যরূপে রাগের সহকারিতা আছে কি না? ॥ ১১ ॥

যদি বল, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও ভয় এই পঞ্চবিধ ক্লেশই কর্ম্মের পরিণামস্বরূপ জন্মপরিগ্রহে কর্ম্মের সহকারী হয়। তথাপি "যে বিষয়েতে মনঃ আশক্ত হইলে যেরূপ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কর্ম্মের সহিত মনঃ আশক্ত থাকে" এই সকল শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা অভিমান ও রাগদ্বেষাদিজন্য বিষয়বাসনারূপ সামান্য অনুরাগই কর্ম্মবিপাকের পরিণামস্বরূপ জন্মপরিগ্রহে কর্ম্মের সহকারিত্বরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে। স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে,

সহকারিত্বসিদ্ধেঃ। "যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাঽপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্।" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ তথা চ "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ।" "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগা" ইতি যোগসূত্রাভ্যামপ্যদৃষ্টে তদ্বিপাকারম্ভে চ ক্লেশানাং হেতুত্ববচনাচ্চ। তথাঽপ্যবিদ্যাস্মিতাসত্ত্বে রাগস্যাবশ্যকত্বাদ্ দ্বেষভয়য়োশ্চ রাগমূলকত্বাদ্রাগ এব মুখ্যতো জন্মাদিহেতুতয়া যথোক্তবাক্যৈর্নির্দ্দিশ্যত ইতি ॥ ১২ ॥

নন্নু "ক্ষীয়ন্তেচাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" ইত্যাদিস্মৃতের্জ্ঞানস্য প্রাচীনকর্ম্মনাশকত্বমেবোচিতং

"দেহী ব্যক্তি যে যে বিষয়ে মনকে অনুরক্ত করে, সেই সেই বিষয়ে স্নেহ, দ্বেষ অথবা ভয়হেতু তত্তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।" যোগসূত্রে * লিখিত আছে যে, "ক্লেশই কর্ম্মাশয়ের কারণ, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও ভয় এই পঞ্চবিধ ক্লেশ কর্ম্মফল ভোগের কারণ" এবং "অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশের সত্তাতে জীবগণ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ এই সকল কর্ম্মবিপাকের পরিণাম। যোগসূত্রদ্বয়ের প্রমাণদ্বারা অদৃষ্ট কর্ম্মবিপাকের আরম্ভ বিষয়ে অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশের কারণতা জানাযায়। তথাপি ইহাও জানা যাইতেছে যে, জীবের অবিদ্যা ও অস্মিতার সমকালেই রাগের আবশ্যকত্ব, অর্থাৎ অবিদ্যা ও অস্মিতা সত্ত্বেই রাগের উৎপত্তি হয় এবং দ্বেষ ও ভয় ইহাদিগেরও কারণ রাগ। অতএব যথার্থ পক্ষে রাগই জন্মাদির কারণ, ইহাই যথোক্ত বাক্য দ্বারা নির্ণীত হইতেছে ॥ ১২ ॥

যদি বল, "সেই পরাপর পরমাত্মদর্শন হইলেই কর্ম্মফল ক্ষয় পায়" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, জ্ঞানই প্রাক্তনকর্ম্ম নাশ করে, অতএব জ্ঞানের

---

* পাতঞ্জল যোগসূত্র।

দাহকত্বং কথমিষ্যত ইতি চেন্ন। "জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।" ইত্যাদিবাক্যে-র্দাহস্যাপি শ্রবণেন লাঘবাদ্ দাহপরত্বস্যৈব নাশাদি বাক্যেষ্বপি কল্পনৌচিত্যাৎ। কর্ম্মণাং দাহশ্চ ক্লেশাখ্যসহকার্য্যুচ্ছেদেন নৈষ্ফল্যম্ ॥ ১৩ ॥

কর্ম্মণাং নাশস্তু প্রারব্ধভোগান্তে চিত্তনাশাদেব ভবিষ্যতি। অতো লোকসিদ্ধেনাবিদ্যানাশেনৈব দ্বারেণ কর্ম্মফলানুৎপত্তিসম্ভবান্ন জ্ঞানস্য কর্ম্মনাশকত্বং গৌরবাদিত্যাদিকং যোগবার্ত্তিকে প্রপঞ্চিতমস্মাভি-

---

কর্ম্মনাশকত্বই উচিত, তবে দাহকত্ব ইচ্ছা করি কেন ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু "জ্ঞানাগ্নি যাহাদিগের প্রারব্ধকর্ম্ম দগ্ধ করিয়াছে, সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা মনুষ্যকে পণ্ডিত বলা যায়" ইত্যাদি বাক্যে দাহশব্দের শ্রবণ আছে; সুতরাং নাশশব্দের দাহকত্ব অর্থের কল্পনা করাই উচিত বোধ হইতেছে। অতএব অবিদ্যাদি ক্লেশপঞ্চকস্বরূপ সহকারী কারণের উচ্ছেদ হইলে "কর্ম্ম সকলের দাহ" এই বাক্যের নিষ্ফলতা প্রতীয়মান হয় ॥ ১৩ ॥

প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগাবসানে চিত্তের ক্লেশ সকল বিনষ্ট হইলে কর্ম্মেরও বিনাশ হয়। যখন প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ শেষ হইয়া যায়, তখন আর কোন রূপ কর্ম্ম থাকে না। লোকপ্রসিদ্ধ কথা আছে যে, অবিদ্যার বিনাশ হইলে আর কর্ম্মফলের উৎপত্তির সম্ভব হয় না। অতএব কর্ম্মের বিনাশের প্রতি জ্ঞান কারণ হয় না, ইহা বার্ত্তিকসূত্রে আমরা সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছি। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিবেক উপস্থিত হইলেই অবিদ্যা, অস্মিতা, (আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞান) ও রাগাদি ক্লেশ সকলের নিবৃত্তি হয়, তাহাহইলেই আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ সেই ব্যক্তির মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। এই বিষয় পতঃ

রিতি দিক্। তস্মাদ্বিবেকসাক্ষাৎকারাদবিদ্যাস্মিতা-রাগাদিক্লেশনিবৃত্তৌ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপ-পরমপুরুষার্থঃ সিধ্যতীত্যুপপন্নম্। তথা চ যোগ-সূত্রদ্বয়ম্। "হেয়ং দুঃখমনাগতম্।" "বিবেকখ্যাতি-রবিপ্লবা হানোপায়" ইতি। ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতে সাংখ্যসারেঽভ্যর্হিত-ত্বাদাদৌ বিবেকখ্যাতিফলস্য পরমপুরু-ষার্থস্য প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

যোগসূত্রের দুইটি সূত্রদ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, যথা—"অনাগত দুঃখই পরিহার্য্য," (যে কার্য্য করিলে ভবিষ্যৎকালে দুঃখ হইতে পারে, সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। যে দুঃখ অতীতকালে ছিল, সেই দুঃখ অতিক্রান্ত হই-যাছে; সুতরাং অতীত দুঃখ পরিত্যাগের সম্ভব নাই এবং যে দুঃখ বর্ত্ত-মানকালে ভোগ হইতেছে, তাহা কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না, অতএব ভবিষ্যৎকালীন সংসারদুঃখই পরিহার্য্য)। পতঞ্জলিমুনি আরও বলিয়াছেন যে, "নিরন্তর বিবেকই সংসার দুঃখ পরিহারের কারণ," (যাহার অবিচ্ছিন্ন বিবেক উপস্থিত হয়, তাহার আর সংসার দুঃখ থাকে না, কিন্তু ক্ষণিক-বিবেকে সংসারদুঃখের শেষ হয় না, যে বিবেক সময় সময় উপস্থিত হইয়া পরক্ষণেই বিলয় পায়, সেই বিবেকে সংসারদুঃখের নিবৃত্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অবিদ্যার প্রতিবন্ধকস্বরূপ বিবেকের প্রাবল্যবশতঃ অবিদ্যার নাশ হইলে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অভিমান নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং বুদ্ধি হইতে রজঃ ও তমোরূপ মল অপনীত হইয়া চিৎশক্তির সংক্রমণ হয়, ইহাকেই বিবেক বলা যায়। সর্ব্ববিষয়ে এইরূপ বিবেক হইলেই ভোগ্য বস্তুর প্রতি আশক্তি নিবৃত্তি হইয়া কৈবল্যলাভ হয়) ॥ ১৪ ॥

ইতি সাংখ্যসারে প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথাত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানস্য কিং স্বরূপং তদুচ্যতে। আত্মা তাবৎ সুখদুঃখাদ্যনুভবিতেতি সামান্যতো-লোকপ্রসিদ্ধিঃ অনাত্মা চ প্রকৃত্যাদির্জ্জড়বর্গঃ তয়ো-রন্যোন্যবৈধর্ম্ম্যেণ পরিণামিত্বাপরিণামিত্বাদিরূপেণ দোষগুণাত্মকেন হেয়োপাদেয়তয়া পৃথক্ত্বেন জ্ঞানং বিবেকজ্ঞানম্। তথা চ স্মৃতিঃ স এষ নেতি নেত্যা-ত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্জতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতীত্যাদি ॥১॥

প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মানাত্মবিবেকের সাক্ষাৎকার হইলে কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানের নিবৃত্তি হয়। এক্ষণে সেই আত্মানাত্মবিবেকের স্বরূপ কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—সামান্যতঃ লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে, যিনি সুখদুঃখাদি অনুভব করেন, তিনিই আত্মা এবং প্রকৃতি প্রভৃতি জড়পদার্থ সকল অনাত্মা। পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্ব এই উভয় আত্মা ও অনাত্মা, এই উভয়ের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য, অপরিণামিত্ব আত্মার ধর্ম্ম এবং অনাত্মার বৈধর্ম্ম্য পরিণামিত্ব অনাত্মার ধর্ম্ম এবং আত্মার বৈধর্ম্ম্য। এই বৈধর্ম্ম্য ও সাধর্ম্ম্য ইহারা দোষ গুণস্বরূপ। অর্থাৎ যে যাহার বৈধর্ম্ম্য সেইটি তাহার দোষ এবং যেটি যাহার ধর্ম্ম, সেইটি তাহার গুণ। এই উভয়বিধ দোষ গুণদ্বারা হেয়োপাদে-য়ত্ব রূপে যে পৃথক্ জ্ঞান হয়, তাহাই আত্মানাত্মবিবেক। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, আত্মাকে প্রকৃতি প্রভৃতি জড়পদার্থ হইতে তন্ন তন্ন রূপে পৃথক্ করিতে হয়। আত্মা অগ্রাহ্য অতএব তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না।

স্মৃতিশ্চ "সোঽথ প্রতিনিবৃত্তাক্ষো গুরুদর্পণবোধিতঃ।
স্বতোঽন্যাং বিক্রিয়াং মৌঢ্যাদাশ্রিতামঞ্জসৈক্ষত ॥২॥
অথাঽসৌ প্রকৃতির্নাঽহমিয়ং হি কলুষাত্মিকা।
শুদ্ধবুদ্ধস্বভাবোঽহমিতি ত্যজতি তাং বিদন্ ॥ ৩ ॥
এবং দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যঃ শুদ্ধত্বেনাত্মনি স্মৃতে।
নিখিলা সবিকারেয়ং ত্যক্তপ্রায়াঽহিচর্ম্মবৎ" ইতি ॥ ৪ ॥
সূত্রঞ্চ "এবং তত্ত্বাভ্যাসান্ নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্ বিবেকসিদ্ধিরিতি।" তত্ত্বজ্ঞানস্য লক্ষণঞ্চ মাৎস্যে

তিনি অশীর্য্য এই নিমিত্ত কদাচ শীর্ণ হয়েন না এবং অসঙ্গ হেতু কখনও আশক্ত হয়েন না ও অসিত এই জন্য ব্যথিত হয়েন না ॥ ১ ॥

স্মৃতির মর্ম্মার্থ এই,—সেই আত্মা অতীন্দ্রিয়, চক্ষুঃ প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, ধরিতে পারে না, ইত্যাদি রূপে কখন তাঁহাকে কেহ সামান্য চক্ষুরাদিদ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; কেবল গুরুরূপ দর্পণে তিনি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন। গুরুদেবের উপদেশদ্বারাই তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। তিনিই প্রকৃতিকে দেখিতে পান, কিন্তু এই প্রকৃতি তাঁহা হইতে বিভিন্ন ॥ ২ ॥

সেই আত্মা প্রকৃতি নহে, যেহেতু প্রকৃতি জড়ত্বাদিগুণে কলুষিতা হয়, আত্মা শুদ্ধস্বভাব, সর্ব্বপ্রকার দোষবিহীন ও নির্ম্মল। এইরূপে আত্মা ও প্রকৃতি এই উভয়কে জানিয়া প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩ ॥

উক্ত প্রকারে বিশুদ্ধস্বভাব আত্মাকে ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্‌রূপে জানিবে। আত্মবোধ হইলে সবিকারা প্রকৃতি সর্পনির্ম্মোকের (সাপের খোলস) ন্যায় পরিহার্য্য বলিয়া বোধ হইবে এবং তখনই সেই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করা যায় ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থে জানা যায় যে, এই প্রকারে তত্ত্বাভ্যাসবশতঃ তন্ন তন্ন রূপে সমস্ত সংসার পরিত্যক্ত হইলেই বিবেকসিদ্ধি হইয়া থাকে। যখন আত্মা-

কৃতম্। "অব্যক্তাদ্যে বিশেষান্তে বিকারেঽস্মিংশ্চ বর্ণিতে। চেতনাচেতনান্যত্বজ্ঞানেন জ্ঞানমুচ্যতে" ইতি ॥ ৫ ॥

যদ্যপ্যন্যোন্যভেদজ্ঞানমেব বিবেকজ্ঞানং তথাঽপ্যাত্মবিশেষ্যকমেব তন্মোক্ষকারণং ভবতি আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ॥ ৬ ॥

নন্বনাত্মন্যাত্মবুদ্ধিরূপা যাঽবিদ্যা পাতঞ্জলাদিযুক্তা তস্যাঃ কথমাত্মবিশেষ্যকবিবেকজ্ঞাননাশ্যত্বং প্রকারাদিভেদাদিতি চেন্ন। তাদৃশাবিদ্যায়া অনাত্মবিশেষ্যকবিবেকজ্ঞান-দ্বারেণাত্ম-বিশেষ্যকবিবেক-জ্ঞাননাশ্যত্বাদিতি ॥ ৭ ॥

তিরিক্ত সকলই অসার বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন সংসারে বিবেক উপস্থিত হইয়া থাকে। মৎস্য সূক্তেও এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ উক্ত আছে যে, সেই অব্যক্ত সূক্ষ্ম আত্মা হইতে সবিকার স্থূল বিষয় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইলে চেতন, অচেতন এবং চেতনাচেতন ভিন্নরূপে নানাপ্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় ॥ ৫ ॥

যদিও আত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর বিভেদ জ্ঞানই বিবেক জ্ঞান, তথাপি আত্মজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, আত্মজ্ঞান না হইয়া কেবল বিবেক জ্ঞান হইলে মুক্ত হয় না। এই নিমিত্ত শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, সর্ব্বদা আত্মাকে দর্শন করিবে। আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে কদাচ মুক্তিলাভের প্রত্যাশা নাই ॥৬॥

এইক্ষণে এই মীমাংসিত হইল যে, আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ। পাতঞ্জলাদিদর্শনে উক্ত আছে যে, অনাত্মাতে যে আত্মজ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা এই অবিদ্যা অজ্ঞানজন্য, বিবেকদ্বারা কিরূপে তাহার বিনাশ পাইতে পারে। আত্মাতে যে, "এই আত্মা" এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহাই আত্মজ্ঞান এবং অনাত্মাতে যে "এই আত্মা" এই প্রকার জ্ঞান, তাহার নাম অবিদ্যা। এই উভয়

যচ্চ যোগেন নির্ব্বিকল্পকমাত্মজ্ঞানং জায়তে তদ্-বিবেকজ্ঞানদ্বারৈব মোক্ষকারণং ভবতি ন তু সাক্ষাদ বিদ্যানিবর্ত্তকত্বাভাবাৎ। অহং গৌরঃ কর্ত্তা সুখী দুঃখীত্যাদি জ্ঞানমেব হ্যবিদ্যা সংসারানর্থহেতুতয়া শ্রুতিস্মৃতিন্যায়সিদ্ধা তস্যাশ্চ নিবর্ত্তিকা নাহং গৌর ইত্যাদিরূপা বিবেকখ্যাতিরেব ভবতি। সমানে বিষয়ে গ্রাহ্যাভাবত্বপ্রকারকগ্রাহ্যাভাবজ্ঞানত্বেনৈব বিরোধাৎ। অন্যথা শুক্তিনির্ব্বিকল্পকস্যাঽপি ইদং রজতমিতি জ্ঞানবিরোধিত্বাপত্তেঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞান বিভিন্ন বিষয় বিধায় একের অপরের নাশকতা শক্তি নাই। ইহা বক্তব্য নহে, কারণ অনাত্মবস্তুতে বিবেক হইলে তদ্দ্বারা আত্মাতেও বিবেক উপস্থিত হয়, সুতরাং আত্মজ্ঞান হইলে অবিদ্যার বিনাশ হইতে পারে ॥৭॥

যোগদ্বারা যে নির্ব্বিকল্পক আত্মজ্ঞান হয় উক্ত আছে, তাহাও বিবেক জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষের কারণ হয়। যোগসাধন করিতে করিতে বিবেক উপস্থিত হয় এবং বিবেক উপস্থিত হইলেই মোক্ষ হইয়া থাকে। অতএব যোগসাধন পরম্পরারূপে অবিদ্যার বিনাশ করে, কিন্তু যোগসাধনের সাক্ষাৎ অবিদ্যা বিনাশের কারণতা নাই। আমি গৌর, আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞানই অবিদ্যা, এবং এই অবিদ্যা সংসারের অনর্থের-হেতু ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই অবিদ্যা "আমি গৌর নহি, আমি সুখী নহি, আমি দুঃখী নহি" ইত্যাদি জ্ঞানে নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু বিবেকজ্ঞানদ্বারাই সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি করিতে পারে। আমি গৌর এবং আমি গৌর নহি, এই উভয়ই অবিদ্যা অতএব সমান বিষয়ে একরূপ জ্ঞান হইতে পারে, বিভিন্ন জ্ঞানের পরস্পর বিরোধ হইয়া থাকে। আমি গৌর এবং আমি গৌর নহি, এই উভয়ই ভ্রমজ্ঞান; সুতরাং একরূপ জ্ঞানসত্ত্বে অন্যরূপ জ্ঞান হইতে পারে। অন্যথা "ইহা শুক্তি" এইরূপ জ্ঞান

কিঞ্চ যথোক্তাভাবজ্ঞানে গ্রাহ্যজ্ঞানবিরোধিত্বস্যাব-শ্যকতয়া নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানস্য ভ্রমনিবর্ত্তকত্বং ন পৃথক্ কল্প্যতে গৌরবাৎ। অপি চাহথাহত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তীত্যাদি-শ্রুত্যা বিবেকোপদেশাপেক্ষয়োত্তমোপদেশো নাস্তীত্যুচ্যতে ॥ ৯ ॥

"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা। ভূতপ্রকৃতি মোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥" ইতি গীতাদি-

---

সত্ত্বেও রজতের ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু শুক্তিরূপে জ্ঞান থাকিলে রজত জ্ঞানের বিরোধিতা আছে ॥ ৮ ॥

পক্ষান্তরে আমি গৌর নহি, এই জ্ঞানের প্রতি আমি গৌর, এই জ্ঞানই বিরোধী; যেহেতু নিশ্চয় জ্ঞান ভ্রমজ্ঞানের বিরোধী, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নিশ্চয় জ্ঞানের ভ্রম নিবর্ত্তকত্ব স্বীকার করিলে গৌরব হয়। কারণ একরূপ নিশ্চয় জ্ঞান যাবতীয় ভ্রম নিবারণ করিতে পারে না, নানাপ্রকার নিশ্চয় জ্ঞানের কারণতা কল্পনা করিতে হয়। বিবেক জ্ঞানের ভ্রম নিবারণের কারণতা স্বীকার করিলে সর্ব্বত্রই এক কারণ দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে পারে এবং শ্রুতিপ্রমাণেও জানা যায় যে, "ইহা আত্মানহে, ইহা আত্মানহে" ইত্যাদিরূপে সকল পদার্থের নিবৃত্তি হইয়া যখন আত্মাতে বুদ্ধি স্থির হয়, তখন এইরূপ জ্ঞান হইতে থাকে যে, অতঃপর আর কিছুই নাই। এইরূপে বিবেকশক্তিই আত্মজ্ঞান সমুৎপাদন করে, অতএব বিবেকজ্ঞান হইতে অবিদ্যানিবারণ ও আত্মজ্ঞান সাধনের প্রকৃষ্টতর উপায় আর নাই ॥ ৯ ॥

"যে ব্যক্তি জ্ঞান চক্ষুদ্বারা আত্মা ও অনাত্মা এই উভয় পদার্থের প্রভেদ এবং ভূত ও প্রকৃতির মোক্ষ জানিতে পারে, সেই ব্যক্তি পরমপদ অর্থাৎ কৈবল্যপদ লাভ করে" তাহার আর সংসারবন্ধন হয় না। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগ-

বাক্যৈশ্চ বিবেকজ্ঞানস্যৈব মোক্ষহেতুত্বমুচ্যতে। অতো বিবেকজ্ঞানমেব সাক্ষাদবিদ্যানিবৃত্ত্যা মোক্ষহেতুঃ ॥ ১০ ॥

যোগেন কেবলাত্মসাক্ষাৎকারস্তু যোগ্যানুপলব্ধিবিধয়োপাধ্যাদিগতধর্ম্মাভাবমুপাধ্যাদিভেদঞ্চ গ্রাহয়তি ততোঽবিদ্যানিবৃত্তিরিতি। এতেন সর্ব্বভূতেষু সমতাজ্ঞানমাত্মনঃ সর্ব্বাত্মকত্বাদিজ্ঞানঞ্চ শ্রুতিস্মৃত্যোর্গীয়মানং বিবেকজ্ঞানস্যৈব শেষভূতং সর্ব্বদর্শনেষু মন্তব্যম্। জ্ঞানান্তরাণাং সাক্ষাদভিমানানিবর্ত্তকত্বাৎ। ব্রহ্মমীমাংসায়াং ত্বয়ং বিশেষো-

---

বত বাক্যেও "বিবেকজ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তির প্রধান কারণ" ইহা উক্ত আছে; অতএব বিবেকজ্ঞান সাক্ষাৎ অবিদ্যা বিনাশ করে, এই নিমিত্ত বিবেকজ্ঞানই মোক্ষের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ১০ ॥

যোগদ্বারা কেবল আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে যোগসাধনবলে যাবতীয় পদার্থের উপাধিগত ধর্ম্ম. ভাব ও উপাধিভেদের জ্ঞান হয় এবং তাহা· হইলেই অবিদ্যা বিনাশ হইয়া যায়। সমস্ত পদার্থের উপাধিমাত্রই যে পদার্থমাত্রের পার্থক্য জ্ঞান জন্মায়, তাহা সবিশেষ বোধ হইয়া অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলেই সর্ব্বভূতে সমতা জ্ঞান হইয়া থাকে এবং তখনই আত্মা সর্ব্বময় বলিয়া বোধ হয়। অতএব শ্রুতিস্মৃতিতে যে বিবেক জ্ঞানকে অবিদ্যা বিনাশের ও তত্ত্বজ্ঞানের কারণ বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বপ্রকার দর্শনেই উপপন্ন হইয়াছে। যেহেতু অন্য প্রকার জ্ঞানে "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদিরূপ অভিমানকে সাক্ষাৎ নিবৃত্তি করিতে পারে না। ব্রহ্ম সংহিতায় এইমাত্র বিশেষ উক্ত আছে যে, আত্মজ্ঞান বিবেকসাপেক্ষ, বিবেক উপস্থিত না হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সাংখ্যশাস্ত্রেও সামান্য· রূপে বিবেকজ্ঞান আত্মজ্ঞানের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব বিবেক

যৎ পরমাত্মবিবেকশেষত্বম্। সাংখ্যশাস্ত্রে তু সামা ন্যাত্মবিবেকশেষত্বমিতিদিক্ ॥ ১১ ॥

ননু যথোক্তবিবেকখ্যাতিতোঽপ্যত্যন্তমবিদ্যো-চ্ছেদো ন ঘটতে। বিবেকখ্যাতেরবিদ্যাপ্রতিবন্ধ-কত্বমাত্রত্বেন বিবেকখ্যাতিনাশোত্তরং পুনরভিমান-সম্ভবাৎ। শুক্তিরজতবিবেকদর্শিনোঽপি কালা-ন্তরে শুক্তৌ রজতভ্রমবদিতি। নৈবম্ দৃষ্টান্তবৈষ-ম্যাৎ। শুক্ত্যাদিষু জাতেঽপি সাক্ষাৎকারে দূরত্বা-দিরূপবিষয়দোষাণাং পটলাদিরূপকরণদোষাণাং চোৎপত্তিসম্ভবেন পুনর্ভ্রমো যুক্তঃ। অনাত্মন্যাত্মা-

---

জ্ঞানই যে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান ও অবিদ্যা বিনাশের হেতু, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ১১ ॥

যদি বল, উক্তরূপ বিবেকজ্ঞান হইতে দৃঢ়তর অবিদ্যার উচ্ছেদ হইতে পারে না। বিবেক একবার অবিদ্যা বিনাশ করিলে যখন সেই বিবেকের বিনাশ হইবে, তখন পুনর্ব্বার অবিদ্যার উৎপত্তি হইতে পারে। যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রম হইয়া সেই ভ্রমের নিবৃত্তি হইলে কালান্তরে আবার সেই শুক্তিতে রজতভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ বিবেকের অবিদ্যা বিনাশকত্ব স্বীকার করিলে সেই বিবেকের বিনাশে পুনর্ব্বার অবিদ্যার উৎপত্তির সম্ভব আছে। ইহা বলিতে পার না, যেহেতু তুমি যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে, তাহার সহিত বিশেষ বৈষম্য আছে, একবার শুক্তিকাতে রজতভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া পুনর্ব্বার সেই শুক্তিকাতে যে রজতজ্ঞান হয়, তাহার প্রতি দূর-ত্বাদি বিষয় দোষ ও পটলাদি করণদোষই কারণ। শুক্তিকা দূরে থাকিলে তাহার প্রতি সম্যক্‌রূপ দৃষ্টি হইতে পারে না এবং চক্ষুতে পটল (ছানি) থাকিলে শুক্তিতে বিশেষরূপে অবলোকন করিতে পারে না, তাহাতেই সেই শুক্তিতে রজতজ্ঞানের সম্ভব। অতএব এইস্থলে ভ্রমযুক্ত বটে, কিন্তু অনা-

ভিমানে হ্যনাদিবাসনৈব দোষঃ সর্ব্বাস্তিকসম্মতঃ জাতমাত্রস্যাহংভিমানে দোষান্তরানুপলব্ধেঃ। সা মিথ্যাজ্ঞানবাসনা যদা বিবেকখ্যাতিপরম্পরাজন্যদৃঢ়-বাসনোন্মূলিতা তদৈব বিবেকসাক্ষাৎকারনিষ্ঠোচ্যতে তৎপূর্ব্বমবশ্যং বাসনালেশতো মিথ্যাংশস্য কস্যাহং-প্যাত্মনি ভাবাৎ তস্যাঞ্চ বিবেকখ্যাতিনিষ্ঠায়াং জাতায়াং ন পুনরভিমানঃ সম্ভবতি বাসনাখ্যদোষা-ভাবাদিতি তু মহদ্বৈষম্যম্॥ ১২॥

যদি তু বুদ্ধিপুরুষয়োরন্যোন্যপ্রতিবিম্বনাদিকমবিবেক কারণং দোষ ইষ্যতে তদা তু তদ্দোষং বাধিত্বৈব বিবেকসাক্ষাৎকার উদিত ইতি ন তস্য পুনর্ভ্রমহেতুত্বং ফলবলেন যোগজধর্ম্মাসহকৃতস্যৈব তস্য দোষত্ব-

---

ত্মাতে আত্মাভিমানকালে অনাদি বাসনাই যে অনাত্মাতে আত্মাভিমানের কারণ, ইহাই সর্ব্বপ্রকার আস্তিকদিগের মত; যেহেতু অনাত্মাতে আত্মাভি-মানে অন্য কোন দোষের উপলব্ধি হয় না। যখন বিবেকের উৎপত্তি হইলে দৃঢ় বাসনাদ্বারা সেই মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনার সমূলে উচ্ছেদ হয়, তখনই বিবেকের পরাকাষ্ঠা হয়। যাবৎ কাহারও চিত্তে বাসনার লেশমাত্র থাকে, তাবৎ তাহার মিথ্যাজ্ঞান থাকে, কিন্তু সেই বাসনার নিবৃত্তি হইয়া বিবেক-নিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে তাহার আর অভিমানের সম্ভব হয় না। অতএব বাসনারূপ দোষের অভাবহেতু আর অবিদ্যার উৎপত্তি হইতে পারে না, সুতরাং বিবেক অবিদ্যা বিনাশ করে, ইহাই স্থিরীকৃত হইল॥ ১২॥

যদি বল, বুদ্ধি ও পুরুষের যে পরস্পর প্রতিভাস, তাহাই অবিবেকের কারণ স্বরূপ দোষ, তথাপি বিবেক সেই দোষের বাধা করিয়া উদিত হয়; সুতরাং উক্ত দোষকে ভ্রমের কারণ বলা যায় না। অতএব তাহার

কল্পনাসম্ভবাদিতি। বিবেকখ্যাতিনিষ্ঠা চ গীতাদিষু লক্ষিতা ॥ ১৩ ॥

"প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ১৪ ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।"
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি ॥১৫॥

গুণাতীতো নিবৃত্তগুণাভিমানঃ। অধিকন্তু জ্ঞানিলক্ষণমগ্রে বক্ষ্যামঃ। নন্বেবমপি বিবেকপ্রতিযোগিপদার্থানামানন্ত্যেন প্রাতিস্বিকরূপৈঃ সর্ব্বপদার্থেভ্যো বিবেকগ্রহাসম্ভবাৎ কথং বিবেকখ্যাতের্মোক্ষহেতুত্বমিতি চেন্ন। দৃশ্যত্বপরিণামিত্বাদি-

---

দোষত্ব কল্পনার অসম্ভব হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে চতুর্দ্দশ অধ্যায়মধ্যে ২২ ও ২৩ শ্লোকে বিবেকখ্যাতিনিষ্ঠা লক্ষিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, হে পাণ্ডব! বিবেকী পুরুষের প্রকাশ (সত্ত্বগুণের কার্য্য) নাই, প্রবৃত্তি (রজোগুণের কার্য্য) নাই ও মোহ (তমোগুণের কার্য্য) নাই। সেই ব্যক্তি প্রবৃত্তবিষয়ে দ্বেষ করে না এবং নিবৃত্ত বিষয়েও আকাঙ্ক্ষা করে না ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি উদাসীনের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, কোনপ্রকার গুণ যাহাকে পরিচালিত করিতে পারে না এবং যিনি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মারম্ভ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাকে গুণাতীত বলা যায় ॥ ১৫ ॥

যিনি সর্ব্বপ্রকার গুণাভিমান নিবৃত্তি করিয়াছেন, তিনিই গুণাতীত ও জ্ঞানী। কিন্তু জ্ঞানীর বিশেষ লক্ষণ অগ্রে বিবৃত হইবে। ইতিপূর্ব্বে বিবেকের মোক্ষ হেতুত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে; এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, বিবেক প্রতিযোগী পদার্থ অনন্ত; সুতরাং জগতের যাবতীয় পদার্থ মধ্যে প্রত্যেক পদার্থে বিবেকের সম্ভব নাই। অতএব জগতের প্রত্যেক পদার্থে বিবেকও হইতে

সামান্যরূপৈর্ব্বিবেকগ্রহসম্ভবাৎ। তথা হি দ্রষ্টা স্বসাক্ষাৎপ্রকাশ্যেভ্যো ভিন্নঃ প্রকাশকত্বাৎ। যো যস্য প্রকাশকঃ স তস্মাদ্‌ভিন্নঃ যথা ঘটাদালোকো বৃত্তিপ্রকাশ্যাচ্চ বৃত্তিরিত্যনুমানেনাদাবন্তর্দ্দৃশ্যেভ্যো-বুদ্ধিবৃত্তিতদারূঢ়ার্থেভ্যো বিবেকতো বুদ্ধিসাক্ষী সিধ্যতি। কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধশ্চাঽনুকূলস্তর্কঃ। অত্র আত্মনি ব্যভিচারবারণায় সাক্ষাৎপদম্ বৃত্তিদ্বারৈ বাত্মনঃ স্ববিষয়ত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

নম্বত্রাঽনুমানে বুদ্ধিবৃত্তিমাত্রাদ্ বিবেকঃ সিধ্যতু।

পারে না এবং সামান্যতঃ কতিপয় পদার্থমাত্রে বিবেক হইলে সেই বিবেককে মোক্ষের কারণ বলা যায় না। এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু দৃশ্যত্ব ও পরিণামিত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা সামান্যরূপে সকল পদার্থের বিবেক হইতে পারে। দ্রষ্টাপুরুষ যে পদার্থকে প্রকাশ করে, সেই প্রকাশ্য পদার্থ দ্রষ্টাপুরুষ হইতে ভিন্ন, কারণ যে যাহার প্রকাশক, সে তাহাহইতে বিভিন্ন, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ অনুমান্। যেমন ঘট ও আলোক এই উভয়পদার্থমধ্যে পরস্পর পার্থক্য দেখা যায়। আলোক ঘটকে প্রকাশ করে বটে, কিন্তু ঘট ও আলোক এক পদার্থ নহে। অতএব দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয় পদার্থ কখনই এক হইতে পারে না। যেমন ঘট আলোক হইতে ভিন্ন, সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি যে সকল পদার্থ প্রকাশ করে, সেই সকল প্রকাশ্য পদার্থ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে পৃথক্। এই রূপে আদিতে অন্তর্গত পদার্থ ও তৎপ্রকাশক বুদ্ধিবৃত্তি এই উভয়ে বিবেকের উৎপত্তি হয়। এই বিবেকের প্রতি বুদ্ধিই সাক্ষীস্বরূপে বিদ্যমান আছে। যদি বল, সামান্যতঃ প্রকাশ্যপ্রকাশকভাবে যাবতীয় পদার্থের বিবেক স্বীকার করিলে কর্ম্মকর্ত্তৃত্ববিরোধ হয়, এই তর্ক আমার পক্ষেরই অনুকূল। কারণ স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মা যে সকল বস্তু প্রকাশ করেন, সেই সকল পদার্থ হইতে আত্মা বিভিন্ন এবং বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা স্বয়ংই প্রকাশ পায়েন ॥১৬॥

যে যাহার প্রকাশক, সে তাহাহইতে পৃথক্, এই অনুমানে বুদ্ধিবৃত্তির

তস্যা এব সাক্ষাদাত্মদৃশ্যত্বাৎ ন প্রকৃত্যাদিভ্য ইতি চেন্ন। বৃত্তীনামজ্ঞাতসত্ত্বাভাবেন ত্বত্রাঽনুমানে লাঘবাদ্ বক্ষ্যমাণতর্কগণাচ্চাঽখিলবৃত্তীনাং দ্রষ্টা বিভুকূটস্থনিত্যৈকজ্ঞানস্বরূপতয়ৈব সিধ্যতি। যথা নৈয়ায়িকানাং ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্য্যত্বাদিত্যনুমানে লাঘবাৎ কর্ত্তুরেকত্বনিত্যত্বাদিকং তদ্বৎ। তত্র বিভুত্বং পরিচ্ছিন্নভিন্নত্বং কূটস্থত্বাদিকত্বঞ্চ পরিণামিভিন্নত্বাদিকমতো বুদ্ধ্যাত্মনোর্দ্দৃগ্দৃশ্যরূপতোऽবিবেকগ্রহে সতি তদুত্তরানুমানেন পরিণামিত্বাপরিণামিত্বাদিরূপৈঃ সামান্যতোঽপ্যাত্মানাত্মবিবেকগ্রহো ঘটত ইতি। অতএব পাতঞ্জলে সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিরেব মোক্ষহেতুতয়া স্থলে স্থলে ব্যাস-

---

সত্তাবহেতু বিবেক সিদ্ধ হউক, যেহেতু বৃত্তিমাত্রই আত্মার দৃশ্য, অতএব বুদ্ধিবৃত্তিতে বিবেক হইতে পারে, কিন্তু কোনরূপেও প্রকৃত্যাদির বিবেক হইতে পারে না। এই আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে, বৃত্তি সকলের অজ্ঞাতসত্তাভাবহেতু পূর্ব্বোক্ত অনুমানে অনেক লাঘব দেখা যায়। বিশেষতঃ বক্ষ্যমাণ তর্কদ্বারা উক্ত সংশয় সম্যক্‌রূপে নিবারিত হইবে। ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বিভুকূটস্থ চৈতন্যই বৃত্তি সমুদায়ের দ্রষ্টা এবং তিনিই যে এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় কর্ত্তা, ইহাই অনুমিত হইতেছে, (এই বিষয়ে নৈয়ায়িকেরা একটি অনুমান করিয়া থাকেন যে, যেহেতু এই পৃথিবী কার্য্যস্বরূপ, অতএব ইহার অবশ্য কোন কর্ত্তা আছে, কদাচ কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না।) নৈয়ায়িকগণ যেমন উক্ত অনুমানদ্বারা জগতের কর্ত্তা স্বীকার করেন, সেইরূপ সেই জগৎকর্ত্তার নিত্যত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকৃত হয় এবং তাহার বিভুত্ব, পরিচ্ছিন্নভিন্নত্ব, কূটস্থত্ব ও পরিণামিভিন্নত্ব অনুমিত হইল, অর্থাৎ সেই আত্মাই এই জগতের অদ্বিতীয় কর্ত্তা, কোনরূপে

ভাষ্যে প্রোক্তা। সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিরূপদৃগ্দৃশ্য-বিবেকগ্রহোত্তরং যথোক্তরীত্যা প্রকৃত্যাদিবিবেক-গ্রহাৎ। তত্র চ সত্ত্বশব্দে বুদ্ধিস্থত্বেন বুদ্ধিসত্ত্বমুক্ত-মিতি। এবঞ্চ প্রকৃত্যাদিপদার্থানাং বিশিষ্যজ্ঞানা-ভাবেঽপি তদ্বিবেকজ্ঞানং ঘটতে। এতেন দৃগ্দৃশ্য-বিবেকাদবিদ্যানিবৃত্তিরিতি প্রাচাং প্রবাদোঽপ্যুপ-পাদিতঃ॥ ১৭॥

কিঞ্চাত্মা প্রকৃতিতৎকার্য্যেভ্যো ভিন্নোঽপরিণামি-ত্বাদিত্যাদ্যনুমানৈরপি সামান্যতো দৃশ্যবিবেকো দ্রষ্টরি সম্ভবতীতি। যত্ত্বাধুনিকা বেদান্তিব্রুবা

তাহার ইয়ত্তা করা যায় না এবং তাহার পরিণামে কোনরূপ অবস্থান্তর হয় না। এইক্ষণ এইরূপ অনুমান হইতেছে যে, আত্মা দ্রষ্টা এবং বুদ্ধি দৃশ্য। এই-রূপে বিবেকগ্রহ হইলে পর, অনুমানদ্বারা পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্বাদি-রূপে সামান্যতঃ আত্মানাত্মবিবেক হইয়া থাকে। অতএব পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতির "মোক্ষহেতুত্ব" উক্ত হইয়াছে। সত্ত্বপুরুষান্য-তাখ্যাতি এইরূপ, অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থের বিবেকজ্ঞান হইলে পূর্ব্বোক্ত রীতিতে প্রকৃত্যাদির বিবেক হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বশব্দে বুদ্ধিস্থ সত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব এইরূপে প্রকৃত্যাদি পদার্থের বিশেষজ্ঞান না থাকিলেও তাহাদিগের বিবেক হইতে পারে। ইহাদ্বারা এই জানা যায় যে, "দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থের বিবেক হইলেই অবিদ্যার বিনাশ হয়" এই প্রাচীনদিগের প্রবাদ উপপাদিত হইল॥ ১৭॥

পক্ষান্তরে জানা যায় যে, যেহেতু আত্মা অপরিণামী, অতএব সেই আত্মা প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্য হইতে বিভিন্ন। প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যভূত পদার্থ সকল পরিণামী। সর্ব্বদাই তাহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু যে অপরিণামী কখনও তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, সর্ব্বদা এক

দৃশ্যত্বেনৈব প্রকৃত্যাদীনাং দ্রষ্টৃত্বেন চ প্রকৃত্যাদ্যখিলজড়েভ্য আত্মবিবেকঃ মন্যন্তে। "ঘটদ্রষ্টা ঘটাদ্ভিন্নঃ সর্ব্বথা ন ঘটো যথা। দেহদ্রষ্টা তথা দেহো নাঽহমিত্যাদিরূপতঃ"। তন্ন "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্য" ইত্যাদিশ্রুতিভিরাত্মনোঽপি দৃশ্যত্বাৎ সাক্ষাদ্দৃশ্যত্ববিবক্ষয়া চ প্রকৃত্যাদেরসংগ্রহাৎ করণদ্বারৈব তদ্দর্শনাৎ ॥ ১৮ ॥

অথৈবং কল্পনীয়ং আত্মনো বৃত্তিব্যাপ্যত্বমেব দৃশ্যত্বং শ্রুত্যাদিভির্ব্বিধীয়তে ন তু প্রকাশ্যত্বরূপফলব্যাপ্যত্বম্। স্বয়ম্প্রকাশস্বরূপস্য প্রকাশাপেক্ষাবিরহাৎ।

রূপই থাকে, ইত্যাদি অনুমানদ্বারাও সামান্যতঃ দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থের বিবেকের সম্ভব হইয়া থাকে। যাহারা আধুনিক বেদান্তাভিমানী, বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্ম পরিজ্ঞাত নহে। তাহারা দৃশ্যস্বরূপে প্রকৃত্যাদি পদার্থের এবং দ্রষ্টাস্বরূপে প্রকৃত্যাদি জড়পদার্থ হইতে আত্মানাত্মবিবেক স্বীকার করে। যেমন যে ব্যক্তি ঘটদর্শন করে, সেই ব্যক্তি ঘট হইতে ভিন্ন, তাহাকে কোনরূপে ঘট বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। সেইরূপ যে দেহের দ্রষ্টা, সে দেহ নহে। ইহাদ্বারা জানা যায় যে, আত্মাই দ্রষ্টা, সেই আত্মা কখনও দৃশ্য হইতে পারে না; সুতরাং আত্মানাত্মজ্ঞান অসম্ভব হইয়া উঠিল, এ কথা বলিতে পার না। "আত্মাকে দর্শন করিবে" এই শ্রুতিবাক্যপ্রমাণে জানা যায় যে, আত্মাও দৃশ্য হইয়া থাকেন, অতএব আত্মদর্শন অসম্ভব হয় না। আত্মার সাক্ষাৎদৃশ্যত্ব বিবক্ষাদ্বারা প্রকৃতিপ্রভৃতির অসংগ্রহহেতু দর্শন প্রভৃতি করণদ্বারা আত্মার দর্শন সম্ভব প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৮ ॥

যদি এইরূপ কল্পনা করা যায় যে, "আত্মাবৃত্তি সকলের ব্যাপ্য হয়েন" বলিয়াই তাঁহাকে দৃশ্য বলা যায়, আত্মা প্রকাশ্যবিধায় দৃশ্য নহেন, কারণ যিনি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, তাহার প্রকাশকান্তরের অপেক্ষা নাই। আত্মা স্বপ্রকাশস্বরূপ, তাহার অন্যকর্ত্তৃক প্রকাশের অসম্ভব, অতএব যদি দৃশ্যত্বেই প্রকাশ্য

অতোঽত্র দৃশ্যত্বং প্রকাশ্যত্বং তচ্চাত্মনি নাস্তীতি তদপি তুচ্ছম্। যথা অহমিত্যনুভূয়মানোঽপ্যাত্মা চৈতন্যাখ্যফলব্যাপ্যো ন ভবতীতি ত্বয়োচ্যতে তথৈব বৌদ্ধৈরপীষ্যতে সুখদুঃখাদিমত্ত্বেনাঽপি বুদ্ধিঃ স্বপ্রকাশতয়া চৈতন্যব্যাপ্যা ন ভবতীতি। তথা চাত্মনীব বুদ্ধাবপি দৃশ্যত্বাসিদ্ধ্যা দৃশ্যত্বেন রূপেণ বুদ্ধিবিবেকোঽত্যন্তাপেক্ষিতোঽপি ন সিধ্যতীতি ভাষ্যাদিষু চাঽন্যান্যত্র দূষণান্যুক্তানীতি দিক্ ॥১৭॥ ননু সম্ভবত্বেবং সামান্যরূপেণ বিবেকগ্রহঃ। তথাঽপি সামান্যান্যেব বহূনি সন্তি পরিণামিত্বসংহত্য-

বল, তাহার আর সম্ভব নাই। যদিও এইমত শ্রুতি প্রভৃতির প্রমাণদ্বারা কথঞ্চিৎ প্রতিপাদিত হয় বটে, কিন্তু তাহা তুচ্ছ মত। যেমন তোমরা বলিতেছ যে, "আমি" এইরূপ অনুভবদ্বারাই আত্মা অনুভূত হয়, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতিদ্বারা কখন তাঁহার প্রকাশ হয় না। সেইরূপ বৌদ্ধমতাবলম্বীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আত্মাতে সুখদুঃখাদির বিদ্যমানতাহেতু সেই আত্মা বুদ্ধির ব্যাপ্য, কখনও চৈতন্যকর্ত্তৃক প্রকাশ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা এই-রূপ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন আত্মাতে দৃশ্যত্ব অসিদ্ধ হইল, সেই-রূপ বুদ্ধিতেও অদৃশ্যত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। এইরূপে বুদ্ধির বিবেক অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। উক্তপ্রকারে ভাষ্যাদিতে বুদ্ধি প্রভৃতির বিবেকবিষয়ে নানাবিধ দোষ উক্ত হইয়াছে। যদিও উক্তপ্রকারে সামান্য-রূপে বিবেকের সম্ভব হয় বটে, তথাপি সামান্যতঃ পরিণামিত্ব, বিনাশিত্ব, সুখ, দুঃখ, মোহ এবং অহঙ্কারাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ সামান্য পদার্থ আছে, তাহাদিগের বিবেকের পৃথক পৃথক মোক্ষকারণতা স্বীকার করিলে মোক্ষকারণ অননুগত হয়। যদি অনুগতরূপে বিবেকের মোক্ষকার-ণতা স্বীকার না কর, তাহা হইলে অনন্ত কারণতা দোষ ঘটে; কোন একটি

কারিত্বসুখদুঃখমোহাত্মকত্বচতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বত্বাদীন্য-তত্তৈস্তৈ রূপৈর্ব্বিবেকগ্রহাণাং মোক্ষহেতুত্বেঽননু-গমদোষ ইতি চেন্ন। অভিমানপ্রতিবন্ধকজ্ঞানত্বে-নৈবাঽনুগমাদিতি ॥ ২০ ॥

অথৈবং সামান্যরূপেণ বিবেকস্যৈব সর্ব্বাভিমান-নিবর্ত্তকতয়া নাঽহং দেহোনেন্দ্রিয়াণীত্যাদিপ্রত্যে-করূপৈর্ব্বিবেকগ্রহাণাং মোক্ষহেতুত্বং শ্রুতিস্মৃত্যো-রুচ্যমানং কথং ঘটেতেতি চেন্ন। অবান্তরবিবে-কানাং সামান্যবিবেকপ্রপঞ্চমাত্রত্বাদিতি ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতে সাংখ্যসারে মোক্ষ-হেতুবিবেকজ্ঞানস্য স্বরূপস্য দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

বিবেককে মোক্ষের কারণ বলা যাইতে পারে না, তথাপি অভিমানের প্রতি-বন্ধকত্বরূপে নিখিল বিবেকের মোক্ষের কারণত্ব বলিলে অননুগম দোষহইতে পারে না। যেরূপ বিবেক হউক না কেন, সকলেরই অভিমান নিবারণের শক্তি আছে, অভিমান নিবৃত্ত হইলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ॥ ১৯-২০ ॥

যদি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সামান্যতঃ সর্ব্বপ্রকার অভিমান নিবৃত্তি করে বলিয়া সাধারণ বিবেককে মোক্ষের কারণরূপে স্বীকার কর, তাহাহইলে শ্রুতিস্মৃতিতে যে "আমি দেহ নহি এবং আমি ইন্দ্রিয় নহি" ইত্যাদিরূপে বিবেকের প্রত্যেকে মোক্ষকারণতা উক্ত আছে, তাহা সুসঙ্গত হইতেছে, ইহা বলিতে পার না; যেহেতু অবান্তর বিবেক সামান্য বিবেকের অন্তর্গত। সামান্য বিবেকের মোক্ষকারণত্ব সিদ্ধ হইলে সেই সামান্য বিবেকের অন্তর্গত "আমি দেহ নহি এবং আমি ইন্দ্রিয় নহি" ইত্যাদি বিশেষ বিবেকেরও মোক্ষকারণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ২১ ॥

ইতি সাংখ্যসারে পূর্ব্বভাগে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথ কে তে প্রকৃত্যাদয়ো যেভ্যঃ পুরুষো বিবেচনীয় ইত্যুচ্যতে। "প্রকৃতির্বুদ্ধ্যহঙ্কারৌ তন্মাত্রৈকাদশেন্দ্রিয়ম্। ভূতানি চেতি সামান্যাচ্চতুর্ব্বিংশতিরেব তে" ॥ ১ ॥

এতেষ্বেব ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদেন গুণকর্ম্মসামান্যানামন্তর্ভাবঃ তত্র প্রকৃতিত্বং সাক্ষাৎপরম্পরয়াঽখিলবিকারোপাদানত্বং প্রকৃষ্টা কৃতিঃ পরিণামরূপা অস্যা ইতি ব্যুৎ-

---

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতি প্রভৃতি হইতে পুরুষের বিবেক হয়, সেই প্রকৃত্যাদি কি? এক্ষণে এই প্রশ্নে প্রকৃত্যাদি নিরূপণ করিতেছেন।—প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, (রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র) একাদশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ) এবং ক্ষিতি, জল, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত ইহারাই প্রকৃত্যাদি এবং ইহাদিগকে সামান্যতঃ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলা যায়। ১ ॥

ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদরূপে গুণ, কর্ম্ম ও সামান্য (পদার্থ বিশেষ) ইহারাও উক্ত প্রকৃত্যাদির অন্তর্ভূত। সাক্ষাৎ ও পরম্পরারূপে প্রকৃতিই অখিলবিশ্বের উপাদান কারণ। কোন কোন পদার্থ প্রকৃতি স্বয়ং উৎপাদন করে এবং অন্যান্য কোন কোন পদার্থ পরম্পরারূপে সৃষ্টি করিয়া থাকে। যিনি প্রকৃষ্টরূপে পদার্থ সকলের পরিণাম সাধন করেন, তাঁহার নাম প্রকৃতি। এইটি

পত্তেঃ। প্রকৃতিঃ শক্তিরজা প্রধানমব্যক্তং তমো মায়াঽবিদ্যেত্যাদয়ঃ প্রকৃতেঃ পর্য্যায়াঃ "ব্রাহ্মীতি বিদ্যাঽবিদ্যেতি মায়েতি চ তথা পরে। প্রকৃতিশ্চ পরাচেতি বদন্তি পরমর্ষয়ঃ" ইতি স্মৃতেঃ॥ ২॥

সা চ সাম্যাবস্থয়োপলক্ষিতং সত্ত্বাদিদ্রব্যত্রয়ম্। কার্য্যসত্ত্বাদিবারণায়োপলক্ষিতান্তম্। সাম্যাবস্থা চ ন্যূনাধিক্যভাবেনাঽসংহননাবস্থা অকার্য্যাবস্থেতি যাবৎ। মহদাদিকন্তু কার্য্যসত্ত্বাদিকং ন কদাঽপ্য-কার্য্যাবস্থং ভবতীতি তদ্ব্যাবৃত্তিঃ। বৈষম্যাবস্থায়া-

---

"প্রকৃতি" এই শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ; সুতরাং প্রকৃতি হইতেই সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রকৃতি, শক্তি, অজা, প্রধান, অব্যক্ত, তমঃ, মায়া ও অবিদ্যা ইত্যাদি শব্দে প্রকৃতিকে বোধ করে। কোন কোন মহর্ষিবর্গ ব্রাহ্মী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি ও পরা ইত্যাদি বহু বহু নামে প্রকৃতিকে উল্লেখ করিয়া থাকেন, ইহা স্মৃতি-প্রমাণে জানা যায়॥ ২॥

সাম্যাবস্থোপলক্ষিত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই প্রকৃতি, গুণত্রয়ের এই সাম্যাবস্থা সর্ব্বদা থাকে না, কখন কখন হইয়া থাকে। যখন এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হয়, তখন প্রকৃতির কোন কার্য্য থাকে না; সুতরাং তখনই প্রলয় উপস্থিত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের মধ্যে কোনটি প্রবল, অথবা কোনটি হীন হইয়া প্রবলগুণ হীনগুণকে বিনাশ করিতে পারে না, ইহাই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হইলে তখন আর কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। মহত্ত্বাদির কখনও অকার্য্যাবস্থা হয় না, তাহা-দিগের সর্ব্বদা কার্য্যাবস্থা আছে, অতএব মহত্ত্বাদিকে প্রকৃতি বলা যায় না। যখন গুণত্রয়ের বৈষম্যাবস্থা হয়, তখনই সেই গুণত্রয়কে প্রকৃতি বলা যায়। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সাম্যাবস্থোপলক্ষিত গুণত্রয়ই প্রকৃতি; সুতরাং সর্ব্বদা সাম্যাবস্থা না থাকিলেও প্রকৃতিত্বের হানি হয় না। গুণ-

মপি প্রকৃতিত্বসিদ্ধয়ে উপলক্ষিতমিত্যুক্তম্। অকার্য্য-মিতি তূপলক্ষিতান্তস্য নিষ্কৃষ্টার্থঃ॥ ৩॥

সত্ত্বাদিগুণবতী সত্ত্বাদ্যতিরিক্তা প্রকৃতিরিতি ন শঙ্কনীয়ম্। সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাদিতি সাংখ্য-সূত্রেণ সত্ত্বাদীনাং প্রকৃতিস্বরূপত্বহেতুনা প্রকৃতিধর্ম্মত্ব-প্রতিষেধাৎ। যোগসূত্রতদ্ভাষ্যাভ্যামপি গুণানা মেব প্রকৃতিত্ববচনাচ্চ। গুণেভ্য এব কার্য্যোৎপত্তৌ তদন্যপ্রকৃতিকল্পনাবৈয়র্থ্যাচ্চ। "প্রকৃতের্গুণা" ইত্যাদি বাক্যন্তু বনস্য বৃক্ষা ইতিবদ্বোধ্যম্॥ ৪॥

ত্রয়ের সাম্যাবস্থাতে প্রকৃতি কোন কার্য্য করে না, ইহাই "সাম্যাবস্থোপলক্ষিত গুণত্রয়" এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ। গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতির সাম্যাবস্থা হইলেই প্রলয় উপস্থিত হয়। যখন সত্ত্বঃ, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হয়, তখন আর সৃষ্টি হয় না সুতরাং প্রলয় হইয়া থাকে। ॥ ৩॥

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অতিরিক্ত এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয়বিশিষ্ট এমন যে কোন পদার্থ তাহাই প্রকৃতি, ইহাতে এই আশঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই প্রকৃতি, কিন্তু ঐ সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে। সাংখ্যসূত্রে এইরূপে সত্ত্বাদি গুণত্রয়েরই প্রকৃতিস্বরূপত্ব উক্ত আছে, অতএব সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে। পাতঞ্জলের যোগসূত্রেও উক্ত আছে যে, "সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই প্রকৃতি।" অতএব যখন সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে জগতের সমস্ত কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তখন আর গুণত্রয়ের অতিরিক্ত কোন পদার্থ বিশেষকে প্রকৃতি স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কে প্রকৃতি বলিলে "প্রকৃতির গুণ" এই কথা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ প্রকৃতিই যদি গুণস্বরূপ হইল, তবে প্রকৃতির গুণ এই কথা সম্ভব হইতে পারে না। ইহা বলিতে পার না, যেমন "বনস্থ-বৃক্ষ" এই কথাটি প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ প্রকৃতির গুণ এই কথাও অসঙ্গত

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ" ইতি।
সত্ত্বাদীনাং প্রকৃতিকার্য্যত্ববচনন্তু গুণনিত্যতাবাক্য-
বিরোধেন মহতত্ত্বকারণীভূত কার্য্যসত্ত্বাদিপরমেব।
মহদাদিসৃষ্টির্হি গুণবৈষম্যাৎ শ্রূয়তে। তচ্চ বৈষম্যং-
সজাতীয়সবলনেন গুণান্তরব্যাবৃত্তপ্রকাশাদিফলোপ-
হিতঃ সত্ত্বাদিব্যবহারযোগ্যঃ পরিণাম ইতি। এতেনা-
ষ্টাবিংশতিতত্ত্বপক্ষোঽপ্যুপপাদিতো মন্তব্যঃ ॥ ৫ ॥
বৈষম্য এব সত্ত্বাদিব্যবহারশ্চ শ্রুতৌ দৃশ্যতে। যথা

নহে। (যেমন বন-বৃক্ষ হইতে বিভিন্ন নহে, তথাপি "বনস্থ-বৃক্ষ" এইরূপ ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে। সেইরূপ প্রকৃতি গুণ হইতে পৃথক্ না হইলেও "প্রকৃতির গুণ" এইরূপ ব্যবহার বাক্যে কোন দোষ হইতে পারে না) ॥ ৪ ॥

"সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহারা প্রকৃতির কার্য্য" এই বাক্যদ্বারা গুণ সকলকে প্রকৃতির কার্য্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে মহত্তত্ত্বের কারণীভূত কার্য্য সত্ত্বাদিই প্রকৃতির কার্য্য। এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে গুণের নিত্যত্ববাক্যের ব্যাঘাত হয়। যদি গুণকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া স্বীকার কর, তবে আর গুণসকলকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পার না। অতএব মহত্তত্ত্বের কারণীভূত কার্য্যসত্ত্বই প্রকৃতির কার্য্য, এইরূপ অর্থ করিতে হয়। গুণের বৈষম্যবশতঃ মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি হয়, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। সজাতীয়ের বলই সেই গুণবৈষম্যের কারণ। এক গুণের আধিক্য হইলে গুণান্তরকে ব্যাবৃত্ত করিয়া সেই আধিক্যশক্তিসম্পন্ন গুণপ্রকাশ পায়। তাহাতেই সত্ত্বাদিগুণের ব্যবহার যোগ্য পরিণাম হইয়া থাকে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় এবং মহত্তত্ত্ব এই সকল লইয়া কেহ কেহ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব স্বীকার করেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং মহত্তত্ত্ব এই চারি তত্ত্ব, এইসকল অষ্টবিংশতিতত্ত্ব হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, গুণত্রয়ের শক্তির বৈষম্যই সত্ত্বাদিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগ্রে এক তমোগুণমাত্র উৎপন্ন হয়, পরে সেই

তম এবেদমগ্র আস তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ রজসো রূপং তদ্রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ সত্ত্বস্য রূপমিতি ॥ ৬ ॥

সত্ত্বাদিত্রয়ঞ্চ সুখপ্রকাশলাঘবপ্রসাদাদিগুণবত্তয়া সংযোগ-বিভাগাদিমত্তয়াঽন্যাশ্রিতত্বোপাদানত্বাদিনা চ দ্রব্যত্বেঽপি পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষবন্ধকত্বাচ্চ গুণশব্দেনোচ্যতে। ইন্দ্রিয়াদিবৎ গুণানাং সুখদুঃখমোহাত্মকত্বপ্রবাদস্তু ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদাৎ। মনসঃ সঙ্কল্পাত্মকত্ববৎ ॥ ৭ ॥

তত্র সত্ত্বং সুখপ্রসাদপ্রকাশাদ্যনেকধর্ম্মকং প্রাধান্যতস্তু সুখাত্মকমুচ্যতে। এবং রজোঽপি দুঃখকালুষ্যপ্রবৃত্ত্যাদ্যনেকধর্ম্মকং প্রাধান্যতস্তু দুঃখাত্মকমুচ্যতে।

তমোগুণ বৈষম্যবশতঃ রজোগুণরূপে পরিণত হয়, অনন্তর সেই রজোগুণ বৈষম্য ভাবপ্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বরূপে পরিণত হয় ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বাদি গুণত্রয় সুখপ্রকাশত্ব, লাঘব, প্রসাদাদি গুণবত্তাহেতু সংযোগ বিভাগাদিযুক্ত প্রযুক্ত অন্যান্য তত্ত্ব প্রভৃতি উপাদানদ্বারা দ্রব্যেতে বর্ত্তমান হইয়া পুরুষের উপকারসাধন করে এবং ঐ সত্ত্বাদিত্রয়ই পুরুষের বন্ধহেতু, অতএব তাহাদিগকে গুণশব্দে উল্লেখ করা যায়, যেমন ইন্দ্রিয় সকল পুরুষের আশ্রয়ে পুরুষের মহৎ উপকারসাধন করিয়া থাকে। সেইরূপ ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদ বিবক্ষাবশতঃ ঐ গুণত্রয়ের সুখদুঃখমোহাত্মকত্ব প্রবাদ হইয়াছে। যেমন মনঃ সঙ্কল্পাত্মক, সেইরূপ সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, রজোগুণ দুঃখাত্মক এবং তমোগুণ মোহাত্মক বলিয়া প্রবাদ আছে ॥ ৭ ॥

সত্ত্বগুণের সুখ, প্রসাদ ও প্রকাশাদি অনেক ধর্ম্ম আছে, তথাপি সুখই সত্ত্বগুণের প্রধান ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত সত্ত্বগুণকে সুখাত্মক বলা যায়। এইরূপ

তথা তমোঽপি মোহাবরণস্তম্ভনাদ্যনেকধর্ম্মকং প্রাধান্যতস্তু মোহাত্মকমুচ্যতে। ত এব ধর্ম্মাস্তেষাং লক্ষণানি ভবন্তি ॥ ৮ ॥

সত্ত্বাদিসংজ্ঞা চাঽন্বর্থা। সতো ভাবঃ সত্ত্বমুত্তমত্ব-মিতি ব্যুৎপত্ত্যা হি ধর্ম্মপ্রাধান্যেনোত্তমংপুরুষোপ-করণং সত্ত্বশব্দার্থঃ। মধ্যমঞ্চ রজঃশব্দার্থো রাগ-যোগাৎ। অধমঞ্চ তমঃশব্দার্থঃ। অধর্ম্মাবরণ-যোগাৎ ॥ ৯ ॥

তানি চ সত্ত্বাদীনি প্রত্যেকমসংখ্যব্যক্তয়ঃ। লঘু-ত্বাদিধর্ম্মৈরন্যোন্যসাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যঞ্চ গুণানামিতি সাংখ্যসূত্রাৎ। অত্র হি সূত্রে লঘুত্বাদিনা বহূনাং

রজোগুণের দুঃখ প্রবৃত্তি প্রভৃতি অনেক ধর্ম্ম আছে, তাহাদিগের মধ্যে দুঃখই রজোগুণের প্রধান ধর্ম্ম, এইহেতু রজোগুণকে দুঃখাত্মক বলে এবং তমোগুণের মোহ, আবরণ, স্তম্ভনাদি বহু ধর্ম্মসত্ত্বেও তাহার মোহরূপ ধর্ম্মই প্রধান, অতএব তমোগুণকে মোহাত্মক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। উক্ত ধর্ম্ম সকলই সত্ত্বাদিগুণের লক্ষণ ॥ ৮ ॥

গুণত্রয়ের যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি সংজ্ঞা হইয়াছে, তাহা সার্থক। সতের ধর্ম্মই সত্ত্ব এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থদ্বারা উত্তম পুরুষের ধর্ম্মই সত্ত্ব শব্দের অর্থ। রাগযোগহেতু মধ্যম পুরুষের ধর্ম্মই রজঃশব্দ-প্রতিপাদ্য এবং অধর্ম্মরূপ আবরণযোগহেতু অধর্ম পুরুষের ধর্ম্মই তমঃ-শব্দার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বাদিত্রয় প্রত্যেকেই অসংখ্যরূপ হইয়া থাকে। সাংখ্যসূত্রে জানাযায় যে, লঘুত্বাদি ধর্ম্ম সকল গুণের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য। একটি যে গুণের ধর্ম্ম, সেইটী অন্য গুণের বৈধর্ম্ম। উক্ত সাংখ্যসূত্রে আর জানা যায় যে,

সত্ত্বানাং সাধর্ম্ম্যং তেনৈব রজস্তমোভ্যাং বৈধর্ম্ম্যম্।
গুরুত্বাদিনা এবং চলত্বাদিনা চ বহূনাং রজসাং বহূনাং
চ তমসাং তদুভয়মুক্তমিতি ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ যদি সত্ত্বাদিত্রয়মেকৈকব্যক্তিরেব স্যাৎ তৎ
ত্রয়ং বিভ্বেব বক্তব্যম্। একদাঽনেকব্রহ্মাণ্ডাদি-
সৃষ্টিশ্রবণাৎ। তথা চ কার্য্যাণামনন্তবৈচিত্র্যং ন
ঘটতে ॥ ১১ ॥

ন চ সংযোগবৈচিত্র্যাদ্বৈচিত্র্যং স্যাদিতি বাচ্যম্।
বিভূনাং ত্রয়াণাং গুণানাং স্বতঃ সংযোগবৈচিত্র্যা-

লঘুত্বাদি বহু বহু ধর্ম্ম সত্ত্বগুণের সাধর্ম্ম এবং ঐ লঘুত্বাদি ধর্ম্ম সকল রজঃ ও তমোগুণের বৈধর্ম্ম। এইরূপ চলত্বাদি রজোগুণের সধর্ম্ম এবং সত্ত্ব ও তমো গুণের বৈধর্ম্ম এবং গুরুত্বাদি তমোগুণের ধর্ম্ম এবং সত্ত্ব ও রজোগুণের বৈধর্ম্ম ॥ ১০ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন, যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রত্যেকেই প্রধান হয়, তাহাহইলে ঐ গুণত্রয়কে প্রভু বলা যাইতে পারে। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রত্যেককে জগদুৎপত্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেই "একদা অনেক ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি হয়" এই বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। যদি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রত্যেককে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে, তবে জগতের কার্য্যে অনন্ত বৈচিত্র্য হইতে পারে না। এক এক গুণদ্বারা সৃষ্টি হইলে ঐ সকল কার্য্য এক এক রূপই হইতে পারে। এই ব্রহ্মাণ্ড সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্ট; সুতরাং জগতের কার্য্য সকল ভিন্ন প্রকারমাত্র হইতে পারে, কিন্তু আমরা যে সকল কার্য্য দেখিতেছি, তাহাতে কার্য্যের অনন্ত কৌশল দৃষ্ট হয়। এবং জগতের প্রত্যেক বস্তুই পৃথক্ পৃথক্ আকার বিশিষ্ট ॥ ১১ ॥

যদি বল, সংযোগের বিচিত্রতাবশতই জগতের কার্য্য সকলের অনন্ত বৈচিত্র্য

সম্ভবাৎ। দ্রব্যান্তরস্যচাঽবচ্ছেদকীভূতস্যাঽভাবাদিতি তস্মাৎ সত্ত্বাদীন্যসংখ্যব্যক্তিকান্যেব দ্রব্যাণি ॥ ১২ ॥

তেষু চিত্ত্ববচনন্তু সত্ত্বত্বাদিবিভাজকোপাধিত্রয়েণ বৈশেষিকাণাং নবদ্রব্যবচনবদিতি সিদ্ধম্ ॥ ১৩ ॥

তানি চ সত্ত্বাদীনি যথাযোগ্যমণুবিভুপরিমাণকানি। অন্যথা রজসশ্চলস্বভাবত্ববচনবিরোধাৎ। আকাশকারণত্বস্য চ বিভুত্বৌচিত্যাৎ। সর্ব্বেষাং কারণদ্রব্যাণাং বিভুত্বে কার্য্যাণাং পরিচ্ছিন্নত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ১৪ ॥

দেখাযায়, ইহা বলিতে পার না; যেহেতু কারণস্বরূপ গুণত্রয়ের স্বাভাবিক সংযোগের বৈচিত্র্য নাই। যদি কারণ স্বরূপ গুণত্রয়ের সংযোগের বৈচিত্র্য থাকিত, তাহাহইলে কার্য্যেরও বৈচিত্র্য সম্ভব বলিয়া বোধ হইত; সুতরাং গুণত্রয়ের বৈচিত্র্যবশতঃ যে দ্রব্যাদি কার্য্যের বৈচিত্র্য হয়, তাহা বলা যায় না এবং এমন কোন দ্রব্যারম্ভক অবচ্ছেদক নাই যে তদ্দ্বারা কার্য্য সকল অসংখ্য আকারবিশিষ্ট হইতে পারে। অতএব সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রত্যেককে এক এক ব্যক্তি বলিতে পার না, উহারা প্রত্যেকেই অসংখ্য বক্তি এই নিমিত্ত ঐ সকল গুণের কার্য্যস্বরূপ দ্রব্যও অনন্ত প্রকার দেখা যায় ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইল যে, সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রত্যেকে অসংখ্য। তবে বল দেখি, "সত্ত্বাদি গুণত্রয়" এই কথাটি কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বিভাজক ধর্ম্ম তিন বটে, অতএব "সত্ত্বাদি গুণত্রয়" এইরূপ ব্যবহার হইয়াছে। সত্ত্বত্ব, রজস্ত্ব ও তমস্ত্ব এই তিন ধর্ম্মই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বিভাজক। এই বিভাজক ধর্ম্মত্রয় অসংখ্য "সত্ত্বাদি গুণত্রয়" এইরূপ ব্যবহার প্রসিদ্ধির কোন দোষ নাই। এইক্ষণ এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে সত্ত্বাদি প্রত্যেকেই অসংখ্যরূপে অনন্ত দ্রব্য উৎপাদন করে, এই নিমিত্ত বৈশেষিকেরা নবদ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

উক্ত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের যথাযোগ্য অণুপরিমাণ ও মহৎপরিমাণ স্বীকার করিতে হয়। রজোগুণের চঞ্চল স্বভাবের বিরোধ হয়, আকাশের কারণ যে

নন্বেবং বৈশেষিকোক্তান্যেব পার্থিবাণ্বাদীনি প্রকৃতি-রিত্যায়াতমিতি। চেন্ন গন্ধাদিগুণশূন্যত্বেন কারণ-দ্রব্যেষু পৃথিবীত্বাদ্যভাবতোঽস্মাকং বিশেষাৎ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণাদিষু। "অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ। প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্॥" "শব্দস্পর্শবিহীনং তদ্রূপাদিভিরসংযুতম্। ত্রিগুণং তজ্জগদ্যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্" ইত্যাদিনা। বৈশেষিকাণাং কারণদ্রব্যেষু গন্ধাদ্যনুমানন্তু ভাষ্যেঽস্মাভির্নিরাকৃতম্॥ ১৫॥

সত্ত্বগুণ, তাহারও মহত্ত্ব কল্পনা উচিত এবং সর্ব্বপ্রকার কারণ দ্রব্যের মহৎ পরিমাণ হইতে পারে, পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ হইতে পারে না॥ ১৪॥

বৈশেষিকেরা পৃথিব্যাদির পরমাণুকে প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, পৃথিবী প্রভৃতির পরমাণু হইতেই এই ব্যক্ত পৃথিব্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে। বৈশেষিকের এই মত যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু কারণ দ্রব্যস্বরূপ পরমাণুর গন্ধাদি গুণ নাই, অতএব কারণ দ্রব্যস্বরূপ পরমাণুর পৃথিবীত্বও নাই; সুতরাং অতিরিক্ত কারণ স্বীকার করিতে হইল, তাহা হইতে আমাদিগের মতই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এই বিষয় বিষ্ণুপুরাণাদিতে লিখিত আছে যে, মহাত্মা ঋষিগণ যে অব্যক্ত কারণ উক্ত করিয়াছেন, তাহাকে সূক্ষ্মা প্রকৃতি বলা যায়। এই প্রকৃতিস্বরূপ কারণ নিত্য এবং সদসদাত্মক; উক্ত বিষ্ণুপুরাণাদিতে আরও উক্ত আছে যে, ঐ প্রকৃতিস্বরূপ কারণ শব্দস্পর্শাদিবিহীন, রূপরসাদি শূন্য এবং ত্রিগুণাত্মক। এই কারণ হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, উহার উৎপত্তি বা বিনাশ কিছুই নাই। এই সকল প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা জানাযায় যে, প্রকৃতিই জগদুৎপত্তির প্রতিকারণ; পরমাণু প্রভৃতি কারণ নহে। বৈশেষিকেরা যে পরমাণুস্বরূপ কারণদ্রব্যে গন্ধাদির অনুমান করেন, তাহা আমরা উক্তপ্রকার যুক্তিদ্বারা সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে নিরাকৃত করিয়াছি॥ ১৫॥

অথৈবমপি প্রকৃতেরণুবিভুসাধারণসত্ত্বাদ্যনেকব্যক্তিরূপত্বে-ঽপরিচ্ছিন্নত্বৈকত্বাক্রিয়ত্ব-সিদ্ধান্ত-ক্ষতি-রিতি চেন্নৈবম্। কারণদ্রব্যস্বরূপপ্রকৃতিত্বেনৈবাঽপরিচ্ছিন্নত্ব-বচনাৎ। গন্ধত্বেন গন্ধানাং পৃথিবীব্যাপকতাবৎ আকাশাদিপ্রকৃতীনাং বিভুত্বেনৈব প্রকৃতিবিভুত্ব-সিদ্ধান্তোপপত্তেশ্চ। তথা পুরুষভেদেন সর্গভেদেন চ ভেদাভাবস্তৈবৈকশব্দার্থত্বাৎ। অজামেকামিতি স্মৃতিস্তথাঽবগমাৎ। অথাধ্যবসায়াভিমানাদিক্রিয়ারাহিত্যস্তৈবাঽক্রিয়শব্দার্থত্বাৎ। অন্যথা শ্রুতিস্মৃতিযুক্তস্য প্রকৃতিক্ষোভস্যাঽনুপপত্তেরিতি। প্রকৃতিগতাশ্চাঽপরে বিশেষা ভাষ্যে দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ১৬ ॥

যদি প্রকৃতিকে যথাযোগ্য অণু ও মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট এবং সত্ত্বাদি প্রত্যেককে অনেক ব্যক্তিরূপে স্বীকার কর, তাহাহইলে সেই প্রকৃতির অপরিচ্ছিন্নত্ব, একত্ব ও অক্রিয়ত্ব সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইল। একথা বলিতে পার না, যেহেতু প্রকৃতির কারণ দ্রব্যস্বরূপে অপরিচ্ছিন্নত্ব আছে। বিশেষতঃ যেমন গন্ধগুণদ্বারা পৃথিবীত্বের অনুমান সিদ্ধ হয়, সেইরূপ আকাশাদি প্রকৃতির বিভুত্বগুণদ্বারা প্রকৃতির বিভুত্বসিদ্ধির উপপত্তি আছে। এক শব্দের অর্থ ভেদাভাব; যাহার তত্তৎ শক্তিরূপে ভেদ নাই, তাহাকেই এক বলাযায়, অতএব প্রকৃতির একত্ব কল্পনায় কোন দোষ নাই এবং "প্রকৃতি এক ও জন্য নহে" ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণেও তাহাই জানা যাইতেছে। অধ্যবসায় ও অভিমানাদি ক্রিয়া না থাকিলেই তাহাকে অক্রিয় বলা যায়। প্রকৃতির অধ্যবসায় ও অভিমান নাই, অতএব প্রকৃতিকে অক্রিয় বলিতে কোন দোষ দেখা যায় না। অন্যথা শ্রুতিস্মৃতিতে যে প্রকৃতির ক্ষোভ উক্ত আছে, তাহার অনুপপত্তি হইতে পারে। অন্যান্য প্রকৃতিগতবিশেষ ধর্ম্ম ভাষ্যগ্রন্থে দ্রষ্টব্য ॥ ১৬ ॥

প্রকৃত্যনুমানং চেদম্। সুখদুঃখমোহাত্মকং মহদাদিকার্য্যং সুখদুঃখমোহাত্মকদ্রব্যকার্য্যং সুখদুঃখমোহাত্মকত্বাৎ বস্ত্রাদিকার্য্যশর্য্যাদিবদিতি। শ্রুতিস্মৃতী চাত্রানুগ্রাহকস্তর্কঃ। এবং সামান্যতোঽনুমিতায়াঃ প্রকৃতের্ব্বিশেষাঃ শাস্ত্রাদ্ যোগাচ্চাবগন্তব্যাঃ। অনুমানস্য সামান্যমাত্রবিষয়কত্বাৎ ॥১৭॥ নন্বন্তরেব সুখাদিকমুপলভ্যতে বাহ্যবস্তুষু সুখাদৌ কিং প্রমাণং যেন দৃষ্টান্ততা স্যাদিতি। উচ্যতে অন্তঃকরণস্য সুখাদিহেতুতয়া বিষয়েষু সুখাদিকং সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

এইরূপে প্রকৃতির অনুমান হয় যে, সুখদুঃখমোহাত্মক মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্যই প্রকৃতির অনুমানের কারণ। যেমন বস্ত্রাদিদ্বারা রচিতশয্যা বস্ত্রাদি হইতে ভিন্ন নহে, তথাপি শয্যা বলিয়া পৃথক্ নাম হইয়াছে; সেইরূপ সুখদুঃখমোহাত্মক দ্রব্যাদি প্রকৃতির কার্য্য হইলেও তাহা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নহে, এই অনুমানে শ্রুতিস্মৃতিই অনুকূল। উক্তপ্রকারে প্রকৃতির সামান্যরূপে অনুমান হয়। অন্যান্য শাস্ত্র ও যোগ হইতে প্রকৃতির অনুমানের বিশেষে বিবরণ জানাযায়; এই অনুমানকে সামান্য অনুমান বলে ॥ ১৭ ॥

যদি বল, অন্তঃকরণই সুখদুঃখাদি লাভ করে, বাহ্যবস্তুতে সুখাদির প্রমাণ কি? যে সুখাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা প্রকৃতির অনুমানসাধন করিলে, বাহ্যবস্তুতে সেই সুখাদির কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইল এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেহেতু অন্তঃকরণই সুখাদির কারণ, অতএব বাহ্যবিষয়েতেও সুখাদি সিদ্ধ আছে। বাহ্যবিষয়কে আশ্রয় করিয়াই অন্তঃকরণে সুখাদি অনুভূত হয় ॥ ১৮ ॥

ন চ রূপাদিগতোত্তমত্বাদিকমেব সুখাদ্যুৎপাদনে নিয়ামকম্। উত্তমত্বাদের্জ্জাতিরূপত্বে নীলত্বপীতত্বাদিনা জাতিসাঙ্কর্য্যাপত্তেঃ। কালাদিভেদৈরেকস্যা এব রূপব্যক্তেঃ সুখদুঃখোৎপাদকত্বাচ্চ। অতঃ সুখাদিমত্ত্বমেবোত্তমত্বাদিকম্ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ ঘটরূপমিতি প্রত্যয়বৎ স্ত্রীসুখং চন্দনসুখমিত্যাদিপ্রত্যয়াদপি বিষয়ে সুখাদ্যুচিতম্। অধিকন্তু ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২০ ॥

তদেবং প্রকৃতির্নিরূপিতা। মহত্তত্ত্বং নিরূপ্যতে। প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ বুদ্ধ্যাখ্যং মহত্তত্ত্বং জায়তে। তস্য ধর্ম্মাদিরূপপ্রকৃষ্টগুণযোগান্মহৎসংজ্ঞা তদেব চ

রূপাদির উত্তমত্বাদিকে সুখাদির উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উত্তমরূপ দর্শনে ও উত্তম শব্দ শ্রবণেই সুখের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিলে উত্তমত্বাদির জাতিস্বরূপত্ব কল্পনায় নীলত্ব পীতত্বাদিদ্বারা জাতির সাঙ্কর্য্যাপত্তি হইতে পারে এবং কালবিশেষে কেবল রূপই সুখ ও দুঃখ উৎপাদন করিতে পারে। যেরূপ এক সময়ে সুখের কারণ হয়, সেইরূপই কালান্তরে দুঃখেরও কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অতএব যাহাতে সুখের উৎপত্তি হয়, তাহাই উত্তম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন।—যেমন ঘটাদির রূপপরিজ্ঞানে সুখ হয়, সেইরূপ স্ত্রী সম্ভোগে ও চন্দনাদি ব্যবহারে সুখ হইতে পারে; ইত্যাদিরূপে বিষয়েরও সুখজনকতা অনুমিত হইবে। এইরূপে প্রকৃতির স্বরূপ কথিত হইল, কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে ইহার বিশেষ দ্রষ্টব্য ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রকৃতির নিরূপণ করা গেল, এইক্ষণ মহত্তত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে।—প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, ইহারই নাম বুদ্ধি,

লক্ষণম্। মহান্ বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞেত্যাদয়শ্চ তস্য পর্য্যায়াঃ ॥ ২১ ॥

তথা চোক্তমনুগীতায়াম্।—"মহানাত্মা মতির্ব্বিষ্ণু-র্জিষ্ণুঃ শম্ভুশ্চ বীর্য্যবান্। বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞোপলব্ধিশ্চ তথা ব্রহ্মা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥ পর্য্যায়বাচকৈরেতৈর্মহা-নাত্মা নিগদ্যতে। সর্ব্বতঃ পাণিপাদশ্চ সর্ব্বতোঽ-ক্ষিশিরোমুখঃ ॥ সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাঁল্লোকে সর্ব্বং ব্যাপ্য স তিষ্ঠতি। অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিরীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ জ্ঞানবন্তশ্চ যে কেচিদলুব্ধা জিত-মন্যবঃ। বিমুক্তাঃ সর্ব্ব এবৈতে মহত্ত্বমুপয়ান্ত্যত। বিষ্ণুরেবাদিসর্গেষু স্বয়ম্ভূর্ভবতি প্রভুঃ" ইতি ॥২২॥

অত্র সত্ত্বাদ্যংশত্রয়েণ মহতো দেবতাত্রয়োপাধিত্বাৎ

ধর্ম্মাদি প্রকৃষ্ট গুণবশতঃই বুদ্ধির মহত্তত্ত্ব সংজ্ঞা হইয়াছে। মহান্, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি শব্দ মহত্তত্ত্বের বোধক ॥ ২১ ॥

অনুগীতায় লিখিত আছে যে, মহান্, আত্মা, মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু-বীর্য্যবান্, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, ব্রহ্মা, স্মৃতি ও ধৃতি; এই সকল মহত্তত্ত্ব পর্য্যায়বাচক শব্দে মহান্ আত্মাকে বোধ করে। সর্ব্বত্রই সেই পরমাত্মার পাণি ও পাদ বিদ্যমান আছে এবং সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষুঃ, শিরঃ ও মস্তক আছে। সর্ব্বত্র শ্রুতিমান এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সেই পরমাত্মা অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি প্রভৃতি শক্তিমান্, ঈশান, জ্যোতির্ম্ময় ও অব্যয়। যাঁহারা জ্ঞানবান্, অলুব্ধ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিষয়ে নিস্পৃহ এবং জিতক্রোধ, তাঁহারাই অনিত্যসংসার হইতে মুক্ত হইয়া মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। যিনি মহান্ তিনিই বিষ্ণু, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ম্ভু এবং তিনিই প্রভু ॥ ২২ ॥

যিনি মহান্, তিনিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা,

তদবিবেকেন ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্ববচনম্। তদুক্তং বিষ্ণৌ-
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্” ইতি।
মাৎস্যে চ—“সবিকারাৎ প্রধানাত্তু মহত্তত্ত্বমজায়ত।
মহানিতি যতঃ খ্যাতির্লোকানাং জায়তে সদা॥
গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমাণেভ্যস্ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে।
একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ” ইতি ॥২৩॥
অণিমেত্যাদিভাবনির্দ্দেশো ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদাৎ। ব্রহ্ম-
শঙ্করাপেক্ষয়াঽপ্যাদৌ বিষ্ণুরূপেণৈব মহানাবির্ভব-
তীতি বিষ্ণুরেবেত্যর্থেনোক্তম্ ॥ ২৪ ॥
ইদমেব মহত্তত্ত্বমংশতো রজস্তমঃসম্ভেদেন পরিণতং

বিষ্ণু ও শিব এই উপাধিত্রয় স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা এইরূপ পর-মাত্মার উপাধি জানেন না, তাহারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবতাত্রয় স্বীকার করিয়া থাকে। এই বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি সেই মহান্ পরমাত্মা, তিনিই সাত্ত্বিক,রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিধাবিভক্ত হইয়াছেন। মাৎস্যে লিখিত আছে যে, যিনি সেই প্রধানপুরুষ, তিনি সবিকার হইলেই তাহাহইতে মহত্তত্ত্বের জন্ম হয়। এই নিমিত্তই তাঁহাকে লোকে “মহান্” এই আখ্যাপ্রদান করিয়াছে। সেই প্রধান পুরুষের গুণ-ত্রয় হইতে দেবত্রয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সত্ত্বগুণ হইতে বিষ্ণু, রজোগুণ হইতে ব্রহ্মা এবং তমোগুণ হইতে শিব উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই এক প্রধান পুরুষই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মূর্ত্তিত্রয় ধারণ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদবিবক্ষাতে অণিমাদিশক্তির নির্দ্দেশ হইয়াছে, সেই মহাপুরুষ ব্রহ্মা ও শঙ্কর হইতে প্রথমতঃ বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অগ্রে বিষ্ণু শব্দ উক্ত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্বই অংশরূপে রজঃ ও তমঃ স্বরূপে পরিণত হইয়া ব্যষ্টী-ভূত জীবের উপাধিস্বরূপে অধর্ম্মাদি সহযোগে ক্ষুদ্র হয়। সাংখ্যসূত্রে লিখিত

সদ্ব্যষ্টিজীবানামুপাধিরধর্ম্মাদিযুক্তং ক্ষুদ্রমপি ভবতি। মহদুপরাগাদ্ বিপরীতমিতি সাংখ্যসূত্রাৎ। মহত্তত্ত্বস্য প্রাধান্যেনাঽসাধারণ্যেন চাঽধ্যবসায়ো বৃত্তিঃ। মহদহঙ্কারমনস্ত্রিতয়াত্মকস্যান্তঃকরণস্য মহত্তত্ত্বং বীজাবস্থেতি ॥ ২৫ ॥

অত্র প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কার ইত্যাদিসৃষ্টিক্রমে শাস্ত্রমেব প্রমাণম্ অনুমানেন সামান্যতঃ কার্য্যাণাং সকারণকত্বমাত্রসিদ্ধেঃ ন তু সৃষ্টৌ ভূতাদিক্রমো বাঽন্তঃকরণাদিক্রমো বেত্যেকতরাবধারকমনুমানং সম্ভবতি। স্পষ্টলিঙ্গাভাবাৎ শ্রুতিস্মৃত্যনুগৃহীতং যথাকথঞ্চিল্লিঙ্গন্তু মহদাদিক্রমেঽস্তীতি ভাষ্যেঽস্মাভিঃ প্রদর্শিতম্ ॥ ২৬ ॥

আছে যে, মহত্তত্ত্বের উপরাগে বৈপরীত্য হয়। এই মহত্তত্ত্বের যে সর্ব্বপ্রধান এবং অসাধারণ অধ্যবসায়, তাহাই বুদ্ধিবৃত্তি। মহৎ, অহঙ্কার, ও মনঃ এই ত্রিতয়াত্মক অন্তঃকরণের মহত্ত্বই বীজস্বরূপ, মহত্তত্ত্ব হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

প্রকৃতি হইতে মহান্, মহৎ হইতে অহঙ্কার ইত্যাদিরূপে ক্রমশঃ সৃষ্টি বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। সামান্যত; অনুমানদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কার্য্যমাত্রই সকারণ, কারণ ব্যতিরেকে কদাচ কার্য্য সম্ভব হয় না। অতএব মহত্তত্ত্বই সৃষ্টিবিষয়ে কারণ। ভূতাদি অথবা অন্তঃকরণাদি, ইহাদিগের একতর সৃষ্টির কারণ নহে। যেহেতু ভূতাদি ও অন্তঃকরণাদিকে স্পষ্টত সৃষ্টির কারণ বলিয়া প্রতীতি হয় না। শ্রুতিস্মৃতিতে যে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টির কারণ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা আমরা সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে সবিস্তর প্রদর্শন করিয়াছি ॥ ২৬ ॥

মহত্তত্ত্বং নিরূপিতম্ অহঙ্কারো নিরূপ্যতে। মহত্তত্ত্বা-দহঙ্কার উৎপদ্যতে অঙ্কুরাৎ শাখাবৎ। তস্য চা-ভিমানবৃত্তিকত্বাদহঙ্কারসংজ্ঞা কুম্ভকারসংজ্ঞাবৎ। তদেব লক্ষণম্। তস্য চ পর্য্যায়াঃ কৌর্ম্মে প্রোক্তাঃ— "অহঙ্কারোঽভিমানশ্চ কর্ত্তা মন্তা চ সংস্মৃতঃ। আত্মা চ প্রকৃতো জীবো যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ" ইতি ॥২৭॥ স চাহঙ্কারস্ত্রিবিধতয়া ত্রিবিধকার্য্যহেতুঃ। তদুক্তং কৌর্ম্মে—"বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈবতামসঃ। ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহত্তঃ সম্বভূব হ॥" তৈজসাদি ন্দ্রিয়াণি স্যুর্দ্দেবা বৈকারিকাদ্দশ। একাদশং মন-

---

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে মহত্তত্ত্বের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে।—যেমন অঙ্কুর হইতে ক্রমশঃ শাখাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎ-পত্তি হয়। "আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা" ইত্যাদি অভিমানই অহঙ্কারের বৃত্তি, অতএব অহঙ্কার নাম হইয়াছে। যেমন যাহারা কুম্ভ প্রস্তুত করে, তাহারা কুম্ভকার বলিয়া বিখ্যাত হয়; সেইরূপ যাহা হইতে অহং ইত্যাকার অভিমান হয়, তাহাকে অহঙ্কার বলা যায়, পরন্তু ইহাই অহঙ্কারের লক্ষণ। কূর্ম্মপুরাণে যে এই অহঙ্কারের পর্য্যায় উক্ত আছে, তাহা এই।—অহঙ্কার অভি-মানকর্ত্তা, অনুমন্তা, সংস্মৃত, আত্মা, প্রকৃতে ও জীব এই সকল অহঙ্কারের নাম। যেহেতু অহঙ্কার হইতে সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, এই নিমিত্ত অহঙ্কারের ঐ সকল নাম হইয়াছে॥ ২৭॥

পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কার ত্রিবিধ, অতএব অহঙ্কারই ত্রিবিধ কার্য্যের হেতু। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, অহঙ্কার বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি অর্থাৎ তামস; এই সকলপ্রকারভেদেই অহঙ্কার তিনপ্রকার হয়। এই ত্রিবিধ অহঙ্কারই মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। তৈজস অহঙ্কার হইতে কর্ম্মে-ন্দ্রিয় পাঁচ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ এই দশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শ্চাহত্র স্বগুণেনোভয়াত্মকম্। ভূততন্মাত্রসর্গস্তু ভূতাদেরভবন্ প্রজাঃ” ইতি ॥ ২৮ ॥

বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ। তৈজসো রাজসঃ। স্বগুণেনেন্দ্রিয়বৃত্তিষু সাহায্যরূপেণোৎকর্ষেণ উভয়াত্মকং জ্ঞান কর্ম্মোভয়েন্দ্রিয়াত্মকম্। অন্যত্রমনা অভুবং নাশ্রৌষমিত্যাদিশ্রুত্যা মনসো জ্ঞানকর্ম্মোভয়েন্দ্রিয় সহকারিত্বসিদ্ধেরিতি একাদশেন্দ্রিয়দেবাশ্চ। “দিগ্বাতার্ক-প্রচেতোঽশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ। চন্দ্রশ্চ” ইতি ॥ ২৯ ॥

অহঙ্কারো নিরূপিতঃ। ইন্দ্রিয়াদীনি নিরূপ্যন্তে। অহঙ্কারাদাদৌ মনউৎপদ্যতে। “শব্দরাগাচ্ছ্রোত্র-

---

বৈকারিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দশদেবের উৎপত্তি হয়। একাদশেন্দ্রিয় মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ই বলা যায়। যেহেতু মনঃ উভয় ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য করে। ভূতেন্দ্রিয় অর্থাৎ তামস ইন্দ্রিয় হইতে সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হয় ॥ ২৮ ॥

বৈকারিক অহঙ্কারকে সা[illegible] এবং তৈজস অহঙ্কারকে রাজস অহঙ্কার বলা যায়। ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল অহঙ্কারের কার্য্য, অহঙ্কারের সাহায্যে ইন্দ্রিয় সকল স্বস্ব কার্য্যসাধন করে। উভয়েন্দ্রিয়াত্মক মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়স্বরূপ। “মনঃ ভিন্ন কিছুই হয় না এবং শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও মনঃব্যতিরেকে হইতে পারে না।” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়েরই সহকারী। দিক্, বাত, অর্ক, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও চন্দ্র ইহারাই একাদশেন্দ্রিয়ের দেবতা ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অহঙ্কার নিরূপিত হইল, এইক্ষণ ইন্দ্রিয় সকল নিরূপিত হইতেছে।—অহঙ্কার হইতে আদিতে মনের উৎপত্তি হয়। “উৎপন্ন-

মস্থ জায়তে ভাবিতাত্মনঃ। রূপরাগাত্তথা চক্ষু-র্ঘ্রাণং গন্ধজিঘৃক্ষয়া।" ইত্যাদিনা মোক্ষধর্ম্মাদাবিন্দ্রিয়াদীনাং মনোবৃত্তিরাগাদিকার্য্যত্বশ্রবণাৎ। ততশ্চাহঙ্কারাৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বকং দশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চতন্মাত্রাণি চোৎপদ্যন্তে ॥ ৩০ ॥

ইন্দ্রিয়তন্মাত্রয়োশ্চ কার্য্যকারণভাবস্যাভাবাৎ ক্রমনিয়মো নাস্তি। তত্রেন্দ্রিয়েষু নান্ত্যবান্তরকার্য্যকারণভাবঃ প্রমাণাভাবাৎ। তন্মাত্রেষু ত্বস্তি। স যথা। শব্দতন্মাত্রাদ্ বক্ষ্যমাণক্রমেণ স্পর্শতন্মাত্রং

মান ব্যক্তির মনোবৃত্তির শব্দানুরাগহেতু শ্রবণেন্দ্রিয় (কর্ণ) উৎপন্ন হয়, এইরূপে অনুরাগহেতু চক্ষুঃ ও গন্ধগ্রহণের ইচ্ছায় নাসিকেন্দ্রিয় জন্মে" ইত্যাদি মোক্ষধর্ম্মের প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, মনোবৃত্তির অনুরাগই ইন্দ্রিয়াদি উৎপত্তির কারণ। তৎপর অহঙ্কার হইতে সঙ্কল্পাত্মক মনঃ এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় আর চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, এবং স্পর্শতন্মাত্র উৎপন্ন ॥ ৩০ ॥

উক্ত একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র [illegible]দিগের মধ্যে পরস্পর কার্য্যকারণ ভাবনাই, অর্থাৎ ইহারা কেহই কাহার কার্য্য বা কারণ নহে। অতএব ঐ সকলের উৎপত্তিবিষয়ে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমও নাই এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যেও পরস্পর কার্য্যকারণভাবের প্রমাণ নাই। এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বা কারণ নহে; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তিতেও কোন্ ইন্দ্রিয় পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোন্ ইন্দ্রিয় পরে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কোন্ ব্যবস্থা নাই। কিন্তু পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি বিষয়ে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম আছে। প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, ইহার কেবল শব্দ এই একটি গুণ মাত্র। পরে শব্দতন্মাত্র হইতে স্পর্শতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, ইহার শব্দ ও স্পর্শ

শব্দস্পর্শোভয়গুণকমেবং ক্রমেণৈকৈকগুণবৃদ্ধ্যা পর-তন্মাত্রত্রয়ং পূর্ব্বপূর্ব্বতন্মাত্রেভ্য উৎপদ্যতে পাত-ঞ্জলভাষ্যে তন্মাত্রেষু ক্রমেণৈকৈকগুণবৃদ্ধিবচ-নাৎ ॥ ৩১ ॥

ততশ্চ পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ পঞ্চভূতানি জায়ন্তে। তত্রা-হঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণাং তদ্দ্বারা ভূতানাং চোৎপত্তৌ ক্রমঃ কূর্ম্মবিষ্ণ্বাদিপুরাণেষূক্তঃ। যথা কূর্ম্মে।— "ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দমাত্রং সসর্জ্জ হ। আকাশং সুষিরং তস্মাদুৎপন্নং শব্দলক্ষণম্। আকাশস্তু বিকু-র্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ। বায়ুরুৎপদ্যতে তস্মাৎ তস্য স্পর্শো গুণো মতঃ" ইত্যাদিক্রমেণেতি ॥৩২॥

এই দুইটি গুণ থাকে, ইহার বিশেষ পরে কথিত হইবে। উক্ত নিয়ম ক্রমে অপর তন্মাত্রত্রয়ের এক একটি গুণ বৃদ্ধি হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পাতঞ্জলভাষ্যেও পঞ্চতন্মাত্রের পরস্পর এক এক গুণের বৃদ্ধি উক্ত আছে ॥ ৩১ ॥

অনন্তর পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে যে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয় এবং তাহাতে ক্রম আছে; এই বিষয় বিষ্ণুপুরাণ ও কূর্ম্মপুরাণাদিতে উক্ত আছে। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, ঈশ্বর ভূতাদি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে সেই শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণযুক্ত আকাশ সৃষ্টি করিলেন। ভগবান্ এইরূপে আকাশ সৃষ্টি করিয়া স্পর্শতন্মাত্র সৃষ্টি করিলেন এবং সেই স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শ গুণশালী বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। ইত্যাদিক্রমে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ-ভূত উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

নন্বেবমাকাশাদিভূতচতুষ্টয়স্যাপি তত্ত্বান্তরারম্ভকত্বেন প্রকৃতিত্বাপত্ত্যা কেবলবিকৃতিত্বসিদ্ধান্তক্ষতিরিতি চেন্ন। আকাশাদীনাং স্পর্শাদিতন্মাত্রেষ্বহঙ্কারোপষ্টম্ভমাত্রেণ কারণত্বস্য পুরাণেষূক্তত্বাদিতি। তদেবং ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানামুৎপত্তিরুক্তা। তত্র পঞ্চভূতানি বর্জ্জয়িত্বা অহঙ্কারঞ্চ বুদ্ধৌ প্রবেশ্য সপ্তদশকং লিঙ্গশরীরসংজ্ঞং ভবতি বহ্নেরিন্ধনবদাত্মনোঽভিব্যক্তিস্থানত্বাৎ। তচ্চ সর্ব্বপুরুষাণাং সর্গাদাবুৎপদ্য প্রাকৃতপ্রলয়পর্য্যন্তং তিষ্ঠতি। তে

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা ইহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, আকাশাদি ভূতচতুষ্টয়ই অন্যান্য তত্ত্বের উৎপাদন করে, অতএব সেই ভূতচতুষ্টয়কেই প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তবে আর সেই সকল ভূতচতুষ্টয়কে কেবল বিকৃতি বলা যায় না। যদি ভূত সকলও প্রকৃতি হইল, তবে ভূত সকলকে প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়ই বলিনা কেন? এই কথা সুসঙ্গত নহে, যেহেতু পুরাণাদিতে উক্ত আছে যে, স্পর্শ তন্মাত্রাদিতে অহঙ্কারোপষ্টম্ভবশতঃই আকাশাদি পরপরবর্ত্তী ভূতের কারণতা উক্ত আছে। পুরাণাদিতে উক্তপ্রকার ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। ঐ ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বের মধ্যে পঞ্চভূত পরিত্যাগ করিয়া অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে নিবেশিতকরতঃ অবশিষ্ট সপ্তদশতত্ত্বই মিলিত হইয়া লিঙ্গ শরীর নামে উক্ত হয়। যেমন কাষ্ঠ অগ্নির অভিব্যক্তি স্থান, সেইরূপ উক্ত সপ্তদশ তত্ত্বাত্মক লিঙ্গ শরীর আত্মার অভিব্যক্তি স্থান জানিবে। সকল পুরুষের সৃষ্টিকালে জীব সেই লিঙ্গ শরীরে উৎপন্ন হইয়া প্রাকৃত প্রলয় পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এইরূপে জীব ইহলোকে ও পরকালে সঞ্চরণ করে। প্রাণও বুদ্ধিবৃত্তির প্রকারভেদমাত্র, অতএব সেই প্রাণকে লিঙ্গশরীর হইতে পৃথক রূপে নির্দ্দেশ করেন নাই। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতই

নৈব চেহলোকপরলোকয়োঃ সংসরণং জীবানাং ভবতি। প্রাণশ্চ বুদ্ধেরেব বৃত্তিভেদ ইত্যতো ন লিঙ্গশরীরাৎ পৃথঙ্‌নির্দ্দিশ্যতে। তস্য লিঙ্গশরীরস্য সূক্ষ্মাণি পঞ্চভূতান্যাশ্রয়শ্চিত্রাদিবদাশ্রয়ং বিনা পরম সূক্ষ্মস্য লোকান্তরগমনাসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥

ইদঞ্চ লিঙ্গশরীরমাদৌ স্বয়ম্ভুব উপাধিভূতমেকমেব জায়তে। তস্যৈব বিরাড়াখ্যবক্ষ্যমাণস্থূলশরীরবৎ। ততশ্চ ব্যষ্টিজীবানামুপাধিভূতানি ব্যষ্টিলিঙ্গশরীরাণি তদংশভূতানি ততো বিভজ্যন্তে। পিতৃলিঙ্গশরীরাৎ পুত্রলিঙ্গশরীরবৎ। তদুক্তং সূত্রকারেণ "ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাদিতি" ॥ ৩৪ ॥

মনুনাঽপ্যুক্তম্ "তেষাং ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্য-

লিঙ্গ শরীরের আশ্রয়। যেমন আশ্রয় ব্যতিরেকে চিত্রকে কোনরূপেও স্থানান্তরিত করিতে পারে না, সেইরূপ আশ্রয় ব্যতিরেকেও পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের লোকান্তর গমন সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ শরীরই আদিতে আত্মার একমাত্র উপাধি রূপে উৎপন্ন হয়। বক্ষ্যমাণ বিরাট্ স্থূলশরীর যেমন আত্মার উপাধি, সেইরূপ সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরও আত্মার উপাধি স্বরূপ; ইহাতেই পৃথক্ পৃথক্ লিঙ্গশরীর যে পৃথক্ পৃথক্ জীবের উপাধিস্বরূপ তাহা জানাযায়। এই সকলই আত্মার অংশভূত, যেমন পিতার লিঙ্গশরীর হইতে পুত্রের লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আত্মার লিঙ্গশরীর হইতে জীবের লিঙ্গশরীর বিভক্ত হয়। এই বিষয়ে সূত্রকার বলিয়াছেন যে, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মবশতঃ ব্যক্তিবিভেদ হইয়া থাকে ॥৩৪॥

মনু স্বীয়সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, অমিততেজাঃ ষড়িন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম অবয়ব সকল আত্মাতে সন্নিবেশিত করিয়া সর্ব্বভূত নির্ম্মাণ

মিতৌজসাম্। সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে” ইতি। ষণ্ণামিতি ষড়িন্দ্রিয়ং সমস্তলিঙ্গ-শরীরোপলক্ষকম্। তথা চ স্বয়ম্ভুঃ স্বলিঙ্গশরীরাবয়বান্ সূক্ষ্মান্ অল্পান্ আত্মমাত্রাসু স্বাংশচেতনেষু সংযোজ্য সর্ব্বপ্রাণিনঃ সসর্জ্জেত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

লিঙ্গশরীরং নিরূপিতম্। স্থূলশরীরোৎপত্তিরুচ্যতে। দশগুণিতমহত্তত্ত্বমধ্যেঽহঙ্কারোঽহঙ্কারস্যাপি দশগুণিতস্য মধ্যে ব্যোম ব্যোম্নোঽপি দশগুণিতস্য মধ্যে বায়ুর্ব্বায়োরপি দশগুণিতস্য মধ্যে তেজঃ তেজসোপি দশগুণিতস্যজলং জলস্যাঽপি দশগুণিতস্যমধ্যে পৃথিবী সমুৎপদ্যতে। সৈব স্থূলশরীরস্য বীজম্। তদেব চ পৃথিবীরূপং বীজমণ্ডরূপেণ পরিণমতে। তস্যাপি দশ-গুণিতস্যাণ্ডরূপস্য পৃথিব্যাবরণস্য মধ্যে চতুর্দ্দশভুবনাত্মকং স্বয়ম্ভুবঃ স্থূলশরীরং তৎসঙ্কল্পাদেবোৎপদ্যতে। তেনৈব শরীরেণ স্বয়ম্ভুর্নারায়ণ ইত্যুচ্যতে॥ ৩৬॥

করিয়াছেন। স্বয়ম্ভূ, ষড়িন্দ্রিয়ের অর্থাৎ সমস্ত লিঙ্গশরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবয়ব সকল আত্মার অংশভূত চৈতন্যেতে সংযোজিত করিয়া সর্ব্বপ্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ৩৫॥

ইতিপূর্ব্বে লিঙ্গশরীর নিরূপিত হইয়াছে, এইক্ষণ স্থূল শরীরের উৎপত্তি কথিত হইতেছে।—প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়, কিন্তু মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার হইতে দশগুণ অধিক, সেই মহত্তত্ত্বের মধ্যেই অহঙ্কারের অবস্থান আছে। এইরূপে আকাশ হইতে দশগুণিত অহঙ্কার হইতে আকাশ, বায়ু হইতে দশগুণিত আকাশ হইতে বায়ু, তেজঃ হইতে দশগুণিত বায়ু হইতে তেজঃ, জল হইতে দশগুণিত তেজঃ হইতে জল এবং পৃথিবী হইতে দশগুণিত

তদুক্তং মনুনা স্বয়ম্ভুবং প্রকৃত্য। “সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎসিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্ব লোকপিতামহঃ” ॥৩৭॥

“স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥ আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ” ইত্যাদিনেতি ॥ ৩৮ ॥

জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এই পৃথিবীই স্থূল শরীরের বীজস্বরূপ এবং সেই বীজস্বরূপ পৃথিবী অণ্ডরূপে পরিণত হয়। এই দশগুণিত অণ্ডরূপা পৃথিবী চতুর্দ্দশভুবনের আচ্ছাদক এবং তাহা হইতেই চতুর্দ্দশভুবন উৎপন্ন হয়। অতএব সেই স্বয়ম্ভুকে নারায়ণ বলা যায়॥ ৩৬॥

প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম ও নবম শ্লোকে মনু সয়ম্ভুকে প্রকৃতি করিয়া বলিয়াছেন, স্বয়ম্ভূ আপন শরীর হইতে বিবিধপ্রজার সৃষ্টি করিবেন, এই অভিপ্রায় করিয়া আদিতে জলসৃষ্টি করিয়াছিলেন,পরে সেই জলমধ্যে বীজসৃষ্টি করিলেন, এইরূপে এটিত অণ্ডসৃষ্টি হইল। সেই পিণ্ড রবিকিরণেরন্যায় সাতিশয় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। সেইপিণ্ডে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছিল॥৩৭॥

সেই ব্রহ্মাই প্রথম শরীরী, তাঁহার আদিতে আর কাহারও হস্তপদাদি অবয়ব বিশিষ্ট শরীর হয় নাই, অতএব তাঁহাকেই আদিপুরুষ বলা যায়। সেই ব্রহ্মাই সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তা এবং সকলের অগ্রে তিনিই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। নারা শব্দের অর্থ জল এবং সেই জলই মনুষ্যের উৎপত্তি স্থান। যেহেতু জলই তাঁহার অয়নস্বরূপ, এই নিমিত্ত তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ইত্যাদি প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা জানা যায় যে, আদিপুরুষই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা॥ ৩৮॥

তত এব চাদিপুরুষাৎ ব্যষ্টিপুরুষাণাং বিভাগাদন্তে চ তত্রৈব লয়াৎ স এব চৈক আত্মেতি শ্রুতিস্মৃত্যোর্ব্ব্যবহ্রিয়তে অতো ন ব্যবহারপরতয়া নারায়ণ এব সর্ব্বভূতানামাত্মেতি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধ ইতি। ততশ্চ স নারায়ণো বিরাট্‌শরীরী স্বনাভিকমলকর্ণিকাস্থানীয়স্য সুমেরোরুপরি চতুর্ম্মুখাখ্যস্বয়ম্ভুবং সৃষ্ট্বা তদ্দ্বারা অন্যানপি ব্যষ্টিশরীরিণঃ স্থাবরান্তান্ সসর্জ্জ ॥ ৩৯ ॥

তথা চ স্মর্য্যতে "তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ করণৈঃ সহ। ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমজায়ন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।" ইতি ॥ ৪০ ॥

যৎ তু শেষশায়িনো নারায়ণস্য নাভিকমলশ্রোত্র-

যেহেতু সেই আদিপুরুষ হইতেই এই পৃথক্ পৃথক্ জীবের উৎপত্তি হয় এবং অবসানকালেও সেই আদিপুরুষেই বিলয় পায়, অতএব সেই আদিপুরুষই পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিস্মৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। (কিন্তু ব্যবহারবশতঃ নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মা নহে।) তাহাহইলে শ্রুতিস্মৃতির বিরোধ হয়। সেই নারায়ণ বিরাট্‌শরীরী; তিনি স্বীয় নাভিকমল কর্ণিকা স্থানের সুমেরুর উপরি চতুর্ম্মুখনামা স্বয়ম্ভুকে সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা অন্যান্য পৃথক্ পৃথক্ স্থাবরান্তশরীরী সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

এই বিষয়ে ইহাই বৃদ্ধগণ স্মরণ করিয়া থাকেন যে, সেই নারায়ণের শরীরোৎপন্ন কার্য্যদ্বারা নানাপ্রাণীর জন্ম হয়, এইরূপে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণের গাত্র হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

পক্ষান্তরে ইহাও শ্রুত হয় যে, নারায়ণ অনন্তশয্যাতে শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাভিকমল, কর্ণ, চক্ষুঃ, প্রভৃতি হইতে চতুর্ম্মুখের আবির্ভাব

চক্ষুরাদিত্যশ্চতুর্ম্মুখস্যাবির্ভাবঃ শ্রূয়তে তদ্দৈনন্দিন-সর্গেষ্বেব কল্পভেদেন মন্তব্যম্। দৈনন্দিনপ্রলয়েষ্বেব হি নারায়ণশরীরে প্রবিশ্যৈকীভূয় সুপ্তানাং দেবানাং চতুর্ম্মুখাদিক্রমেণাবির্ভাবঃ শেষশায়িনঃ সকাশাদ্ঘটতে ন ত্বাদিসর্গেষু। দৈনন্দিনপ্রলয় এব লীলাবিগ্রহেণ শয়নাদিতি। তদেবং সংক্ষেপতশ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি তেষাং সৃষ্টিরূপং প্রয়োজনং চোক্তম্। তত্র যদ্-যস্মাজ্জায়তে তস্য তদাপূরণেনৈব স্থিতিঃ ততস্তস্য সংহারোঽপি তত্রৈব ভবতি। "যদ্‌যস্মাজ্জায়তে তত্ত্বং তত্তত্র প্রবিলীয়তে। লীয়ন্তে প্রতিলোমানি জায়ন্তে চোত্তরোত্তরম্"। ইতি ভারতাদিভ্য ইতি ॥ ৪১ ॥

হইয়াছিল, এইরূপ সৃষ্টি কল্পে কল্পেই হইয়া থাকে, ইহাই জ্ঞান করিবে। কল্পে কল্পে যে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হইয়া থাকে, তাহার পর যখন সৃষ্টি হয়, সেই সৃষ্টিতেই এইরূপে নারায়ণ শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত একী-ভূত হইয়া শেষশায়ী নারায়ণের শরীর হইতে প্রসুপ্ত দেবগণের মধ্যে ক্রমতঃ চতুর্ম্মুখাদি দেবগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু আদিসৃষ্টি বিষয়ে এই-রূপ ব্যবস্থা নহে; কল্পে কল্পে যে প্রলয় হয়, তাহাতেই নারায়ণ লীলাশরীর ধারণ করিয়া শয়ান থাকেন এবং তাহা হইতেই প্রলয়াবসানে জগৎ উৎপন্ন হয়। এইরূপে আদি সৃষ্টিতেই সংক্ষেপে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের সৃষ্টিরূপ প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে। সেই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের মধ্যে যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সংহারকালেও সেই পদার্থ তাহাতেই লয় পাইয়া থাকে। ভারতাদির প্রমাণে জানা যায় যে, যে যে তত্ত্ব হইতে যে যে তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, সেই সেই তত্ত্বেতেই সেই সেই তত্ত্বের লয় হইয়া থাকে। এইরূপে প্রতি লোমক্রমে উত্তরোত্তর চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হইতেই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের উৎপত্তি প্রলয় হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

এতে চ সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপাঃ স্থূলা এব পরিণামা-শ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানাং কূটস্থপুরুষবিবেকায় প্রদর্শিতাঃ। সূক্ষ্মা অপ্যন্যে প্রতিক্ষণপরিণামা এতেষাং স্মর্য্যন্তে। তথা নিত্যদা হ্যঙ্গভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ। কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাৎ তন্ন দৃশ্যতে" ইতি। অতশ্চ সর্ব্বং জড়বস্তু পরমার্থতঃ সর্ব্বদৈবাসদুচ্যতে। ততশ্চ তস্মাদ্ বিরজ্যাত্মৈব পরমার্থসত্যো দুঃখভীরুভি র্দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪২ ॥

তদুক্তমনুগীতায়াম্।—"অব্যক্তবীজপ্রভবো বুদ্ধিস্কন্ধময়ো মহান্। মহাহঙ্কারবিটপ ইন্দ্রিয়াঙ্কুরকোটরঃ ॥

কূটস্থ পুরুষের তত্ত্ববিজ্ঞানার্থ এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের "স্থূল পরিণাম" প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থূল চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের পর্য্যালোচনাদ্বারাই সেই কূটস্থ পরব্রহ্মের তত্ত্বপরিজ্ঞান হইয়া থাকে। ঐ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের সূক্ষ্ম পরিণাম সর্ব্বদাই হইতেছে। শাস্ত্রান্তরে জানা যায় যে, সকল পদার্থেরই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্গসকল সর্ব্বদা অলক্ষ্যভাবে পরিণত হইতেছে। স্থূলভূতের যে পরিণাম তাহাই লক্ষিত হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ সকল যে সর্ব্বদাই উৎপন্ন হইতেছে, ও বিনাশ পাইতেছে, তাহা কেহ জানিতেছে না। এই নিমিত্ত সকল জড়বস্তুই অসৎ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বদাই জড়পদার্থসকল উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে। তাহাদিগের কিছুই সৎ নহে। অতএব সংসারদুঃখভীরু মানবগণ সেই সকল অসদ্বস্তু হইতে বিরত হইয়া যিনি পরমার্থতঃ সৎস্বরূপ সেই পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানে যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

অনুগীতাতে উক্ত আছে যে, সেই মহান্ ব্রহ্মবৃক্ষ অব্যক্ত বীজপ্রভব, অর্থাৎ কোন্ বীজ হইতে সেই বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারে না। বুদ্ধি সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, মহা অহঙ্কার তাহার শাখা, ইন্দ্রিয়গণ

মহাভূতপ্রশাখশ্চ বিশেষপ্রতিশাখবান্ । সদাপর্ণঃ সদাপুষ্পঃ শুভাশুভফলোদয়ঃ ॥ আজীবঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ । এতজ্জ্ঞাত্বা চ তত্ত্বেন জ্ঞানেন পরমাসিনা । ছিত্ত্বা চাক্ষরতাং প্রাপ্য জহাতি মৃত্যুজন্মনী” ॥ ৪৩ ॥*

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতে সাংখ্যসারে বিবেকপ্রতি-
যোগিনাং প্রকৃত্যাদীনাং স্বরূপপরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥
ইতি সাংখ্যসারস্য পূর্ব্বভাগঃ ।

সেই বৃক্ষের কোটরস্বরূপ, মহাভূতসকল তাহার প্রশাখা, অন্যান্য বিশেষ বিশেষ পদার্থ সকল তাহার প্রতিশাখা, সর্ব্বদাই সেই বৃক্ষের পুষ্প ও পত্র বিদ্যমান আছে এবং শুভ ও অশুভই তাহার ফল। সেই ব্রহ্মবৃক্ষ সর্ব্বভূতের জীবন ও নিত্য। এই মহাব্রহ্মবৃক্ষের তত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে জ্ঞানস্বরূপ অসিদ্বারা অসারসংসার মায়া ছেদনপূর্ব্বক অক্ষয়ত্বলাভ করিয়া জীব জন্মমৃত্যু পরিত্যাগ করিতে পারে॥ ৪৩ ॥

ইতি সাংখ্যসারে তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

অথোত্তরভাগঃ।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথ শিষ্যৈঃ সুখেনৈব গ্রহীতুং পদ্যমালয়া।
বিবেকস্যানুযোগ্যাত্মা পুরুষাখ্যো নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥
তত্র সামান্যতঃ সিদ্ধো জ্ঞানেঽহমিতিধীবলাৎ।
দ্রষ্টাতো নিত্যবিভ্বাদি ধর্ম্মৈরেব স সাধ্যতে ॥ ২ ॥
ভোক্তা নিত্যস্তদর্থত্বাৎ তৎকর্ম্মোৎপাদিতত্বতঃ।
মহদাদিবিকারাণাং সর্ব্বেষামবিশেষতঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বভাগে প্রকৃতিরস্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে; এইক্ষণ উত্তরভাগে শিষ্যবর্গের সুখবোধার্থ পদ্যমালায় পুরুষার্থ নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি পরমাত্মা তিনিই পুরুষ. আত্মনাত্মবিবেকদ্বারা সেই পরমাত্মার স্বরূপ জানা যায়। (অনাত্ম পদার্থে বিবেক হইলে তন্নতন্নরূপে আত্মাতিরিক্ত সকল পদার্থ পরিত্যক্ত হইলেই আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইয়া থাকে) ॥ ১ ॥

সেই সিদ্ধ পুরুষকে সামান্যতঃ কেবল বুদ্ধিদ্বারাই জানা যায়। ("আমি সেই পরাত্মাকে জানি এবং আমি সেই পরমাত্মস্বরূপ" এইরূপ জ্ঞান হইলেই সেই পরমাত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়েন।) সেই পরমাত্মা সর্ব্বদর্শী, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। কেবল ধর্ম্মদ্বারাই তাঁহাকে জানা যায় ॥ ২ ॥

সেই পুরুষই ভোক্তা, সেই পুরুষ সকল বিষয়ই ভোগ করিয়া থাকেন। সেই ভোক্তা পুরুষ নিত্য, কদাচ তাঁহার বিনাশ হয় না। এই

অপি চাদৃষ্টসংস্কারাধারত্বাদ্ বীজরূপতঃ।
ধীরনাদিরতোঽস্যাশ্চ সিদ্ধা ভোক্তুরনাদিতা ॥ ৪ ॥
স্বস্বামিভাবানাদিত্বমৃতে ভোক্তৃব্যবস্থিতেঃ।
স্বভুক্তবৃত্তিসংস্কারবত্ত্বং সত্ত্বং তু বুদ্ধিষু ॥ ৫ ॥
স্বাম্যং স্বনিষ্ঠসংস্কারহেতুবৃত্তেশ্চ ভোক্তরি।
অতশ্চ ঘটতে স্বত্বনাশে কৈবল্যমাত্মনঃ ॥ ৬ ॥

জগৎ সেই পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধি করে, তাঁহার কর্ম্মদ্বারা এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাব নিকটে মহদাদি সর্ব্বপ্রকার বিকারের কোন বিরোধ নাই ॥ ৩ ॥

জীব যে সকল পুণ্যাপুণ্য কার্য্য করে, সেই সকল কর্ম্মজন্য যে শুভাশুভ অদৃষ্ট জন্মে, সেই পুরুষই উক্ত শুভাশুভ অদৃষ্টের আশ্রয়; সুতরাং সেই পুরুষই জগতেব বীজস্বরূপ। যেহেতু যে কর্ম্মদ্বাবাই জগতের উৎপত্তি হয়, পুরুষই সেই সকল কর্ম্মের আধার। সেই পুরুষ অনাদি; সাধাবণতঃ বুদ্ধিই অনাদি, অতএব সেই বুদ্ধির ভোক্তাব অনাদিত্ব স্বভাবসিদ্ধ। (যে অনাদি বস্তুকে ভোগ করে, সেই ভোক্তা যে অনাদি হইবে, তাহা অসম্ভব নহে) ॥ ৪ ॥

যদি সেই পুরুষের সর্ব্বস্বামিত্ব ও অনাদিত্ব স্বীকার না কর, তাহা হইলে তাঁহাকে বুদ্ধির ভোক্তা বলিতে পার না। কিন্তু সেই সর্ব্বস্বামী পুরুষ যে বুদ্ধিবৃত্তি ভোগ করে, সেই বুদ্ধিতে বুদ্ধিবৃত্তিজন্য সংস্কারের সত্তা আছে ॥ ৫ ॥

স্বনিষ্ঠসংস্কারের কারণীভূত যে বৃত্তি, সেই বৃত্তির ভোক্তাই পুরুষ। বুদ্ধিতে যে সকল সংস্কার জন্মে, পুরুষই সেই সকল ভোগ করে এবং পুরুষই সকলের স্বামী। যখন সেই পুরুষের সর্ব্বস্বামিত্ব বিনাশ হয়, তখনই আত্মার কৈবল্য মুক্তি হইয়া থাকে। যাবৎ সেই পুরুষের স্বামিত্ব বুদ্ধি থাকে, তাবৎ আত্মার মুক্তি হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

ভোক্তুশ্চানাদিভাবস্ত বিনাশে হেত্বসম্ভবাৎ।
ন নাশো ভোক্তুরস্তীতি ভোক্তা নিত্যোহি সিধ্যতি ॥৭॥
জন্যো জ্ঞানপ্রকাশোঽস্ত নিত্যত্বে তু ন যুজ্যতে।
ন হ্যপ্রকাশে কুত্রাপি প্রকাশোৎপত্তিরীক্ষ্যতে ॥ ৮॥
কার্য্যে প্রকাশাখ্যগুণেঽন্বয়িনাং হি তদ্‌গুণঃ।
কারণং তেন নানিত্যঃ প্রকাশো নিত্যবস্তুনি ॥ ৯ ॥
প্রকাশাশ্রয়সংযোগাৎ প্রকাশভ্রম ইন্ধনে।
আদর্শে চাবৃত্তের্ভঙ্গাৎ প্রকাশোৎপত্তিবিভ্রমঃ ॥ ১০ ॥

ভোক্তাপুরুষের অনাদিভাব বিনাশ হইলেই সংসারের হেতুর অভাব হয়। কিন্তু ভোক্তার বিনাশ হয় না, যেহেতু সেই ভোক্তা পুরুষ নিত্য। (কেবল "আমি কর্ত্তা ও আমি ভোক্তা" এই অহঙ্কারেরই বিনাশ হইয়া থাকে এবং সেই অহঙ্কারের বিলোপ হইলে কৈবল্যের পন্থা পরিষ্কৃত হয়) ॥ ৭ ॥

সেই পুরুষ স্বপ্রকাশস্বরূপ নহে, তাহার প্রকাশজন্য অতএব তাহার নিত্য প্রকাশ যুক্তিযুক্ত হয় না; যেহেতু যে পদার্থ অপ্রকাশ, তাহার নিত্য প্রকাশ কোনস্থানেও দৃষ্ট হয় না, পরমাত্মার প্রকাশেই সেই পুরুষের প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

কোন একটি কার্য্য পদার্থের যে সকল গুণ আছে, তাহার অবয়বেরও সেই সকল গুণ আছে। যে বস্তু স্বপ্রকাশ তাহার গুণ সকলও স্ব প্রকাশ। অতএব কারণকেও অনিত্য বলিতে পার না, যেহেতু নিত্য বস্তুতে স্বপ্রকাশ আছে ॥ ৯ ॥

প্রকাশাশ্রয় অগ্নির সংযোগ বশতঃ কাষ্ঠেতে প্রকাশের ভ্রম হয়। বাস্তবিক কাষ্ঠের প্রকাশ নাই, কেবল অগ্নির প্রকাশেই কাষ্ঠের প্রকাশ প্রতীয়মান হয় এবং দর্পণাদি আদর্শের আবরণ উন্মুক্ত করিলেই প্রকাশোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব অন্তঃকরণের দোষ সকল নিবারিত হইলে সেই অন্তঃকরণে আত্মজ্যোতিঃপ্রকাশ পায় ॥ ১০ ॥

তস্মান্নিত্যাত্মনো জ্ঞানং নিত্যং বাচ্যং তথা সতি।
লাঘবাজ্ জ্ঞানমেবাত্মা নিরাধারঃ প্রকল্প্যতে॥ ১১॥
অনাশ্রিতত্বম্বা দ্রব্যং সংযোগাদেশ্চ তন্মতম্।
অতো জ্ঞানেঽহমিত্যাদিবুদ্ধিরপ্যুপপদ্যতে॥ ১২॥
পিণ্ডেঽহন্ধীর্হি মূঢ়ানাং ধ্রুবৈরজ্ঞানাদিদোষতঃ।
সংযোগাৎ তত্র পিণ্ডে তু জ্ঞানবত্ত্বমপি ভ্রমা॥ ১৩॥
সন্তু বাধেয়তাম্প্রত্যজন্মনাশাদিবুদ্ধয়ঃ।
শ্রোত্রস্য নভসীবাহর্থজ্ঞানস্য জ্ঞানমাত্রকে॥ ১৪॥

যদি আত্মা নিত্য বলিয়া জ্ঞানকেও নিত্যবল, তাহাহইলে লাঘবতঃ জ্ঞানকেই আত্মাবলি, আর পৃথক্ আত্মা পরিকল্পনাতে কোন প্রয়োজন নাই। যদি জ্ঞান নিত্য হইল, তবে তাহাকে নিরাধার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু নিত্য বস্তুর আধার দৃষ্ট হয় না। অতএব কেবল সেই আত্মাই নিত্য, জ্ঞান নিত্য নহে॥ ১১॥

আত্মা অনাশ্রিত, এই নিমিত্ত আত্মা দ্রব্য পদার্থ। গুণাদিপদার্থ সকল দ্রব্যের আশ্রিত, দ্রব্য কাহারও আশ্রয় স্বীকার করে না এবং আত্মা সংযোগাদি গুণশালী প্রযুক্তই আত্মাকে দ্রব্য বলা যায়। অতএব "আমি জানি" ইত্যাদি বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি আত্মা দ্রব্য পদার্থ না হইবে, তবে "আমি জানি" ইত্যাদি জ্ঞান হইত না॥ ১২॥

যাহারা মূঢ়, অর্থাৎ আত্মানাত্মবিবেকরহিত, তাহারা দেহপিণ্ডেতে অহংবুদ্ধি করিয়া থাকে। যেহেতু জ্ঞানবিমূঢ় ব্যক্তিদিগের আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হয় না, তাহাদিগের অহং বুদ্ধি সর্ব্বদাই হইয়া থাকে এবং সেই দেহপিণ্ডে আত্মসংযোগহেতু দেহপিণ্ডের জ্ঞানবত্তা স্বীকার করিয়া থাকে। যখন কোন বিষয়ের জ্ঞান হয়, তখন তাহারা বলিয়া থাকে যে, এই জ্ঞান সেই দেহেরেই হইল॥ ১৩॥

অজ্ঞানী মূঢ় ব্যক্তিরা শরীরবর্ত্তী আত্মা বলিয়া আর কোন পদার্থ স্বীকার

তস্মাল্লাঘবতর্কেণ, বাধকাভাবতস্তথা।
শ্রুত্যাদিভিশ্চ, নিত্যাত্মা চিদ্রূপেণৈব সিধ্যতি ॥ ১৫ ॥
তজ্‌জ্ঞানং বিভুনিত্যত্বাদ্, দেহব্যাপিত্বয়াপি চ।
মধ্যত্বে নাশিতা হি স্যাদণুত্বে বাহ্যদেশতা ॥ ১৬ ॥

করেনা এবং এই দেহপিণ্ডেরই জন্মমৃত্যু কল্পনা করে, অর্থাৎ অজ্ঞানীরা বলিয়া থাকে যে, উৎপত্তিকালে এই দেহেরই জন্ম হয় এবং বিনাশকালেও এই শরীরের বিনাশ হয়। আর কোনপ্রকার শব্দ শুনিলে যে জ্ঞান হয়, তাহাও কর্ণের, অথবা কর্ণ মধ্যগত নভোভাগেরই জ্ঞান হয়। স্বতন্ত্র আত্মা যে একটি পদার্থ আছে, তাহা অজ্ঞানীরা জানে না এবং তাহারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া থাকে॥ ১৪ ॥

শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের আশ্রয় বলিলে জ্ঞানের কর্ত্তা অনন্তস্বীকার করিতে হয়। অনন্তজ্ঞানের কর্ত্তা অনন্ত পরিকল্পনা করা অপেক্ষা এক আত্মাকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের আশ্রয় বলাতে অনেক লাঘব আছে। ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রবণ জন্য জ্ঞানের কর্ত্তা কর্ণ এবং দর্শন জন্য জ্ঞানের কর্ত্তা চক্ষুঃ, এইরূপে অনন্ত কর্ত্তা স্বীকার করিতে হয়। অতএব লাঘবতঃ ও বাধকাভাবহেতু শ্রুতিতে সেই নিত্য চিৎস্বরূপ আত্মাই কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন॥ ১৫ ॥

পরিমাণ ত্রিবিধ, মহৎ পরিমাণ, মধ্যপরিমাণ ও অণুপরিমাণ। যেহেতু সেই চিন্ময়পুরুষ নিত্য এবং সর্ব্বদেহব্যাপী, এইহেতু তিনি বিভু অর্থাৎ, মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট। তাঁহাকে মধ্যপরিমাণবিশিষ্ট বলাযায় না, যেহেতু মধ্যপরিমাণের বিনাশ আছে, কিন্তু সেই চিন্ময়পুরুষের বিনাশ নাই, তিনি নিত্য। তিনি অণুপরিমাণও নহেন, যেহেতু অণুপরিমাণ অল্পদেশব্যাপী, কিন্তু সেই সচ্চিদানন্দময় আত্মা সর্ব্বব্যাপী, অতএব তাঁহার অণুপরিমাণ সম্ভব হয় না। সুতরাং যদি তাঁহাকে মধ্যপরিমাণ ও অণুপরিমাণ কিছুই বলিতে না পারিলে, তবে তাঁহার মহৎ পরিমাণই যুক্তিযুক্ত হয়॥ ১৬ ॥

বিভুত্বেঽপি স্বধীবৃত্তেরেব সাক্ষান্নিরীক্ষণাৎ।
ন সর্ব্বত্র সদা সর্ব্বভানং জ্ঞানে প্রসজ্যতে ॥ ১৭ ॥
অর্থভানং চিত্তাবর্থপ্রতিবিম্বো মতো বুধৈঃ।
বৃত্তেরেব চিতো সাক্ষাৎ প্রতিবিম্বনযোগ্যতা ॥ ১৮ ॥
অতোঽসঙ্গেঽপি কূটস্থচৈতন্যে বিভুনি ধ্রুবে।
বৃত্তিদ্বারকমেবাঽন্যভানং ফলবলান্মতম্ ॥ ১৯ ॥
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বৃত্তিজন্যতয়াখিলঃ।
বৃত্ত্যেকাধিকরণ্যেন কামাদির্ধীষু নাত্মসু ॥ ২০ ॥

সেই চিন্ময়পুরুষের বিভুত্ব, অর্থাৎ, মহৎ পরিমাণ হইলেও তিনি স্ববুদ্ধি-বৃত্তির দৃশ্য নহেন। যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, তিনি কাহারও জ্ঞানের গম্য হয়েন না। সেই চিন্ময়পুরুষ স্বপ্রকাশস্বরূপ। তিনি বুদ্ধিতে স্বয়ং প্রতিবিম্বিত না হইলে তাঁহার মাহাত্ম্য অথবা স্বরূপের ইয়ত্তা করিয়া কেহ তাহাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭ ॥

প্রথমতঃ আত্মতত্ত্ববিদ্‌পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধিতে পুরুষার্থের ভান হয় এবং পুরুষার্থের ভান হইলেই সেই বুদ্ধিতে চিন্ময়পুরুষ প্রতি-বিম্বিত হইতে থাকেন। কেবল বুদ্ধিরই আত্মপ্রতিবিম্বন যোগ্যতা আছে। বুদ্ধিভিন্ন আর কিছুতেই সেই আত্মা প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না। যখন চিত্ত নির্ম্মল হয়, তখনই সেই চিত্তে চিন্ময় আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হয় এবং তাহাতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় ॥ ১৮ ॥

অসঙ্গ কূটস্থ চৈতন্য সনাতন বিভু পরমাত্মা বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারাই গ্রাহ্য, অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না। আত্মতত্ত্ব পারদর্শী পণ্ডিতগণের এই মত যে, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে সর্ব্ব পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কোন পদার্থই অপরিজ্ঞাত থাকে না, তিনি নিরন্তর এই অসীম-বিশ্ব প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারেন ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ব্যতিরেকানুমানদ্বারা ইহাই জানাযায় যে, কামক্রোধাদি বুদ্ধি-

অতোঽন্তঃস্থবিকারাণাং স্বস্ববুদ্ধিব্যবস্থিতেঃ।
কূটস্থ এব সর্ব্বোঽপি চিদাকাশগণঃ সমঃ ॥ ২১ ॥
নিত্যশুদ্ধো নিত্যবুদ্ধো নিত্যমুক্তো নিরঞ্জনঃ।
স্বপ্রকাশো নিরাধারঃ প্রদীপঃ সর্ব্ববস্তুষু ॥ ২২ ॥
নন্বেবমেকতৈবাস্তু লাঘবাদাত্মনাং খবৎ।
ধীস্বেব সুখদুঃখাদিবৈধর্ম্ম্যাদিতি চেন্ন তৎ ॥ ২৩ ॥

বৃত্তির একাধিকরণ্যহেতু উহারা বুদ্ধিতে অবস্থিতি করে, কিন্তু আত্মাতে থাকে না, অন্যান্য বৃত্তি সকল যেমন বুদ্ধির আশ্রিত, সেইরূপ কামক্রোধাদিও বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া আছে। উহারা আত্মার আশ্রিত ধর্ম্ম নহে ॥ ২০ ॥

যেহেতু কামক্রোধাদি আন্তরিক বিকার সকল স্বস্ব বুদ্ধিতে অবস্থিতি করে, এই নিমিত্ত সচ্চিদানন্দময় কূটস্থ চৈতন্য আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। যেমন আকাশ অপরিসীম বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কোনপ্রকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে না, সেইরূপ আত্মাও সর্ব্বব্যাপী, কোন পদার্থের আশ্রিত নহে, অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই জগতে সকল পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২১ ॥

সেই কূটস্থ চৈতন্য নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিরঞ্জন, স্ব-প্রকাশ, নিরাধার এবং সর্ব্ব বস্তুর প্রদীপস্বরূপ। কূটস্থ চৈতন্যে কোন প্রকারেও জড়ত্বাদির সম্পর্ক নাই, তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্ব পদার্থ জানিতেছেন, তাঁহার প্রকাশক আর কেহ নাই। তিনি স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাঁহার আধার নাই, তিনিই জগতের আধার। এবং সর্ব্ব বস্তুর প্রকা-শক ॥ ২২ ॥

যদিও আত্মা পূর্ব্বোক্ত অশেষ গুণবিশিষ্ট হয়েন, তথাপি তিনি অদ্বি-তীয়, তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই। যেমন একই আকাশ ঘটাকাশ মঠাকাশাদি নানাপ্রকারে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু যখন সেই আকাশের ঘটমঠাদি উপা-ধির বিনাশ হয়, তখন সেই আকাশ, এক ভিন্ন দুই বলিয়া বোধ হয় না, সেই সকল ঘটাকাশ মঠাকাশ প্রভৃতি স্বীয় কারণ মহাকাশে বিলীন

ভোগাভোগাদিবৈধর্ম্ম্যৈরৈকরূপেঽপি চিদ্ঘনে।
শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুক্তেন ভেদসিদ্ধেঃ পরস্পরম্ ॥ ২৪ ॥
সুখাদিপ্রতিবিম্বাত্মা ভোগোঽপ্যস্য ন বস্তুতঃ।
তথাপ্যস্য চিতৌ ভাবাভাবৌ স্যাতাং হি ভেদকৌ ॥২৫॥
ঔপাধিকৌ যথা শ্যামরাগৌ স্ফটিকভেদকৌ।
স্বদৃষ্টান্তশ্চ বিষমো বৈধর্ম্ম্যাসিদ্ধিতোঽন্যরে ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতে সাংখ্যসারে পুরুষ-
স্বরূপঃ প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

হইয়া এক আকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ একই আত্মা নানাপ্রকার উপাধিদ্বারা আপাততঃ নানা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সেই সকল উপাধি বিনষ্ট হইলে সেই আত্মা এক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব সুখদুঃখাদি সকলই বুদ্ধিতে অনুমিত হয়, কিন্তু উহা আত্মার ধর্ম্ম নহে ॥ ২৩ ॥

শ্রুতিস্মৃতিতে উক্ত আছে যে, বুদ্ধি ও চিদাত্মা ইহারা ভোগাভোগাদি ধর্ম্মদ্বারা পরস্পর বিভিন্ন। বুদ্ধি সুখদুঃখাদি ভোগ করে, আত্মা কিছুই ভোগ করে না এবং সুখদুঃখাদি আত্মার ধর্ম্ম ও নহে, উহার ভোগ কেবল বুদ্ধিতেই দেখা যায়, ইত্যাদিকারণে বুদ্ধি ও আত্মা এই উভয় একরূপ হইলেও তাহাদিগের ভেদ প্রসিদ্ধ আছে ॥ ২৪ ॥

সুখদুঃখাদি আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয় বটে, বাস্তবিক উহা আত্মা ভোগ করে না, তথাপি ভাবাভাবই আত্মা ও বুদ্ধির ভেদক। আত্মা নিত্য পদার্থ, কদাচ তাঁহার অভাব হয় না এবং বুদ্ধি অনিত্য, সর্ব্বদাই তাহার অভাব সম্ভব আছে। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আত্মা ও বুদ্ধির ভেদ সবিশেষ প্রতিপন্ন হইবে ॥ ২৫ ॥

যেমন ঔপাধিক শ্যাম ও রক্তিমা স্ফটিকের বিভেদক হয়, অর্থাৎ যখন একজাতীয় দুইটি স্ফটিকের মধ্যে একটিতে শ্যামের এবং অপরটিতে রক্তিমার প্রতিবিম্ব পতি হয়, তখন ঐ দুইটি স্ফটিকের মধ্যে একটিকে শ্যামবর্ণ

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথাত্মানাত্মবৈধর্ম্ম্যে গুণদোষাত্মকে তয়োঃ।
বক্ষ্যে বিস্তারতো যেন বিবেকোঽতিস্ফুটো ভবেৎ ॥ ১ ॥
সামান্যাত্মঘনাকাশে সান্নিধ্যেরিতশক্তিভিঃ।
জায়ন্তে লীয়ন্তে ভূত্বা ভূয়োঽয়ং জগদম্বুদঃ ॥ ২ ॥

এবং অপরটিকে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ স্ফটিক শ্যাম অথবা রক্তবর্ণ নহে। কেবল শ্যাম ও রক্তিমার প্রতিবিম্বদ্বারাই সেই স্ফটিকের শ্যামত্ব ও রক্তত্ব প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মাতে বৈধর্ম্মের অসিদ্ধিহেতু কোনরূপ দৃষ্টান্তই সম্ভব হয় না ॥ ২৬ ॥

ইতি সাংখ্যসারে উত্তরভাগে প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ ১ ॥

অনন্তর আত্মা ও অনাত্মার সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য বলিব। ঐ সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য আত্মা ও অনাত্মার গুণ ও দোষস্বরূপ; যেটি আত্মার সাধর্ম্ম্য, তাহাই আত্মার গুণ এবং যাহা তাহার বৈধর্ম্ম্য, তাহাই তাহার দোষ। এইরূপে যেটি অনাত্মার ধর্ম্ম, তাহা তাহার গুণ এবং যাহা অনাত্মার বৈধর্ম্ম্য, তাহা অনাত্মার দোষ। এই প্রকারে আত্মা ও অনাত্মার গুণদোষস্বরূপ সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য জানিতে পারিলে অনায়াসেই বিবেকের উৎপত্তি হইতে পারে। (কোন বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম ও দোষ গুণ পরিজ্ঞান আবশ্যক। ধর্ম্মাধর্ম্মাদি না জানিলে কখনও সেই পদার্থের স্বরূপ জানা যায় না; সুতরাং আত্মা ও অনাত্মার ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিলেই বিবেকের উৎপত্তি হইতে পারে) ॥ ১ ॥

সামান্যরূপে আত্মঘন আকাশে আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ আত্মশক্তি-সঞ্চারিত হয়, সেই শক্তিদ্বারাই উৎপত্তি প্রলয় হইতেছে। এইরূপে যখন আত্মঘন আকাশেতে আত্মসংসর্গ হইলে সেই আত্মশক্তিসঞ্চারিত হয়,

ত্রিগুণাত্মকশক্তীনাং পরিণামৈরতশ্চিতিঃ।
আধারবিধয়া বিশ্বোপাদানমবিকারতঃ ॥ ৩ ॥
যথাধারতয়া তোয়ং ধরোপাদানমিষ্যতে।
স্বস্থপার্থিবতন্মাত্রৈস্তথায়ৈবং চিতির্মতা ॥ ৪ ॥
অতো জগদুপাদানমপি ব্রহ্মাবিকারতঃ।
কূটস্থনিত্যপর্য্যায়পরমার্থসদুচ্যতে ॥ ৫ ॥
স্বার্থত্বাৎ স্বানুভূত্যা চ সিদ্ধত্বাৎ পরমার্থসৎ।
স্বতঃ স্থিত্যা স্বতঃ সিদ্ধ্যা লোকৈঃ সন্নিতি হীর্য্যতে ॥ ৬ ॥

তখনই উৎপত্তি হয় এবং যখন সেই আত্মশক্তি অন্তরিত হয়, তখনই লয় হইয়া থাকে ; এইরূপে আত্মশক্তিদ্বারাই জগতের উদ্ভব ও লয় হয় ॥ ২ ॥

আত্মার ত্রিগুণাত্মকশক্তির পরিণামদ্বারাই চিৎশক্তির উৎপত্তি হয়। অতএব আত্মা সকলের আধারহেতু সেই আত্মাই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (আত্মা জগতের আধার, তাঁহার কোন বিকার নাই। অতএব সেই অবিকৃত আত্মা হইতেই এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে) ॥ ৩ ॥

যেমন জলাশয় সকল জলের আধার বিধায় জলের উপাদান কারণ বলিয়া বিখ্যাত আছে, সেইরূপ আত্মা ও আত্মগত পার্থিব তন্মাত্রদ্বারাই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

যেহেতু, সেই জগতের উপাদান কারণ স্বরূপ পরব্রহ্ম অবিকারী, অতএব সেই পরব্রহ্মই কূটস্থ চৈতন্য। সেই কূটস্থ চৈতন্যই বাস্তবিক সৎ, তিনি ভিন্ন এই জগতে সৎ পদার্থ আর কিছুই নাই ॥ ৫ ॥

সেই কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশ পায়েন এবং স্বয়ংই তাঁহার অনুভব হইয়া থাকে। তিনি স্বয়ংই প্রসিদ্ধ আছেন, অতএব তাঁহাকে পরমার্থ সৎ বলাযায়। সেই কূটস্থ চৈতন্য আপন অবস্থান দ্বারাই লোকেতে প্রসিদ্ধ আছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে সৎ বলিয়া কীর্ত্তন করে ॥ ৬ ॥

প্রতিক্ষণবিকারেণ তৈস্তৈ রূপৈরপায়তঃ।
প্রকৃত্যাদিরসৎ সর্ব্বো জড়ার্থোঽব্ধৌ তরঙ্গবৎ॥ ৭॥
যৎতু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ।
পরিণামাদিসম্ভূতাং তদ্ বস্ত্বিত্যাদিকস্মৃতেঃ॥ ৮॥
পরার্থাধীনসত্ত্বাচ্চ পরদৃষ্ট্যা চ সিদ্ধিতঃ।
পরতঃ সন্নসন্নের তৎপরাপেক্ষয়া মতঃ॥ ৯॥

ইতিপূর্ব্বে আত্মার নিত্যত্বের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণ আত্মাতিরিক্ত পদার্থের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন সাগরের তরঙ্গ সকল প্রতিক্ষণেই উৎপন্ন হইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণেই লয় পাইতেছে, সেইরূপ আত্মাতিরিক্ত প্রকৃত্যাদি জড়পদার্থ সকল সর্ব্বদাই উৎপন্ন হইতেছে ও লয় পাইতেছে। এই নিমিত্ত জানাযায় যে, কেবল আত্মাই নিত্য, অতিরিক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি জড়পদার্থ সকলই অনিত্য॥ ৭॥

স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, যে অসদ্বস্তু একবার বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই বস্তু কালান্তরে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া অন্য সংজ্ঞাপ্রাপ্তিপূর্ব্বক উৎপন্ন হয় না। যে বস্তু একবার লয় পায়, তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, বরং সময়ান্তরে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সেই বস্তু আর কখনও উৎপন্ন হয় না॥ ৮॥

অসদ্বস্তুর উৎপত্তি পরাধীন, যে বস্তু অসৎ সেই পদার্থ কখনও স্বয়ং উৎপন্ন হইতে পারে না। সেই অসদ্বস্তুর প্রসিদ্ধি বিষয়েও পরের দৃষ্টিই কারণ, অপরে যদি তাহার প্রসিদ্ধ বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করে, তবেই সে প্রসিদ্ধ হইতে পারে, নচেৎ তাহার প্রসিদ্ধি কি অপ্রসিদ্ধি বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই এবং অপরে যদি তাহার বিদ্যমানতা স্বীকারকরে, তবেই সে বিদ্যমান, আর অপরে যদি তাহাকে অবিদ্যমান বলে,তবে সে বিদ্যমান হইয়াও অবিদ্যমান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে স্বং বিদ্যমান, কি অবিদ্যমান কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না, অতএব অনিত্য পদার্থের সমুদায়ই পরাধীন॥ ৯॥

সতোঽস্তিত্বন্তু নাসত্তা নাস্তিত্বে সত্যতা কুতঃ।
ইতি গারুড়তশ্চৈবং সদসত্ত্বব্যবস্থিতেঃ ॥ ১০ ॥
অতো ন সন্নাসদিদং জগৎ সদসদাত্মকম্।
অসদ্বিষয়কত্বাচ্চ তস্য ধীস্তাত্ত্বিকো ভ্রমঃ ॥ ১১ ॥
জগদ্বৃক্ষস্য চৈতন্যং সারোঽসারস্তথেতরৎ।
প্রপঞ্চস্য স্থিরাংশো হি চিতিরেবাবিকারতঃ ॥ ১২ ॥
তদন্যদখিলং তুচ্ছমসারত্বাদুদীর্য্যতে।
তথানৃতমসচ্চাপি তদপেক্ষাস্থিরত্বতঃ ॥ ১৩ ॥

যে বস্তু সৎ, কখনও তাহার অসত্তাবস্থা হয় না এবং যে পদার্থ অসৎ, তাহারও সত্তা হয় না; এইরূপে বস্তুর সদসত্তাবিষয়ে গারুড়াদিতে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে বস্তু নাই, তাহা কখনও উৎপন্ন হয় না এবং যে পদার্থ আছে, কদাচ তাহার অসদ্ভাব হইতে পারে না। যে পদার্থ আছে, তাহা চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকিবে; আর যাহা নাই, তাহা কখনও ছিল না এবং কখনও উৎপন্ন হইবে না ॥ ১০ ॥

এই জগৎ সৎ ও অসৎ উভয়াত্মক, অর্থাৎ জগতে কতক বস্তু সৎ এবং অন্য কতিপয় পদার্থ অসৎ। অতএব এই জগৎ সৎ অথবা অসৎ কিছুই বলা যায় না। বাস্তবিক এই জগৎ সৎও নহে এবং অসৎও নহে; সুতরাং এই জগতের যে অসদ্রূপে জ্ঞান হয়, তাহা বাস্তবিক ভ্রম এবং এই জগৎকে যাহারা সৎ বলে, তাহাদিগের জ্ঞানও অভ্রান্ত নহে ॥ ১১ ॥

এই জগৎস্বরূপ বৃক্ষের মধ্যে চৈতন্যই সার এবং অন্যান্য সকল পদার্থই অসার। এই প্রপঞ্চ জগতের চৈতন্য অংশই স্থির; এই চৈতন্যের কোন বিকার হয় না। অন্যান্য সকল পদার্থই বিকারী, অতএব তাহারা অনিত্য ॥ ১২ ॥

এই জগতে চৈতন্যাতিরিক্ত যত পদার্থ আছে সেই সমুদায়ই অসার, অতএব সেই সকল পদার্থকে তুচ্ছ বলা যায়। যেহেতু যে সকল পদার্থ চৈতন্য অপেক্ষা অস্থির, সেই সকল পদার্থই অসৎ। অতএব চৈতন্যাতিরিক্ত পদার্থের সত্তা বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই ॥ ১৩ ॥

এবংবিধৈর্বাত্মসত্তা অন্যাসত্তা চ দর্শিতা।
বাশিষ্ঠাদৌ বিস্তরতো যথা লেশাত্তদুচ্যতে ॥ ১৪ ॥
স্বপ্নো জাগ্রত্যসদ্রূপঃ স্বপ্নে জাগ্রদসদ্বপুঃ।
মৃতির্জ্জন্মন্যসদ্রূপা মৃতৌ জন্মাপ্যসন্ময়ম্ ॥ ১৫ ॥
জগন্ময়ো ভ্রান্তিরিতি ন কদাপি ন বিদ্যতে।
বিদ্যতে ন কদাচিচ্চ জলবুদ্বুদবৎ স্থিতম্ ॥ ১৬ ॥
আত্মৈবাস্তি পরং সত্যং নান্যাঃ সংসারদৃষ্টয়ঃ।
শুক্তিকারজতং যদ্বদ্ যথা মরুমরীচিকা ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার যুক্তি এবং শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির প্রমাণদ্বারা আত্মার সত্তা এবং আত্মভিন্ন পদার্থের অসত্তা প্রদর্শিত হইল। এইক্ষণ বশিষ্ঠোক্ত আত্মানাত্মার সত্তা ও অসত্তা যাহা সবিস্তর বর্ণিত আছে, তাহার কিয়দংশ কথিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

জাগ্রদবস্থাতে স্বপ্ন অসৎ, স্বপ্নাবস্থাতে জাগ্রৎ অসৎ, এইরূপ জন্মাবস্থাতে মৃত্যু অসৎ ও মরণাবস্থাতে জন্ম অসৎ, অর্থাৎ যখন জাগ্রৎ অবস্থা হয়, সেইকালে স্বপ্ন হয় না এবং যখন স্বপ্ন হয়, তখন জাগরণ হয় না এইরূপে জন্মকালে মৃত্যু থাকে না এবং মৃত্যুকালে জন্ম থাকে না। এই-রূপে কাল ও অবস্থা বিশেষে সদসদ্ব্যবহার হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

যেমন জলবুদ্বুদ অস্থির, কখন আছে, কখন নাই, সেইরূপ এই ভ্রান্তিময় জগৎ অস্থির ; কখন থাকে কখন থাকে না, এই জগৎ চিরকাল থাকে না। সর্ব্বদা এই জগতের সকল পদার্থই ক্ষণে ক্ষণে বিনষ্ট ও ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে। (জলের বুদ্বুদ, যেমন উৎপন্ন হইয়াই তৎক্ষণাৎ বিলয় পায়, সেইরূপ এই জগৎ একবার উৎপন্ন হইয়া পর ক্ষণেই বিনাশ পাইয়া থাকে) ॥ ১৬ ॥

এই জগতে আত্মাই সৎ পদার্থ, অন্য সাংসারিক পদার্থ কিছুই সৎ নহে। যেমন শুক্তিকাতে রজতের ভ্রান্তি হয় সেইরূপ এই অনিত্য জগতের সত্যত্বভ্রম

অস্তি সর্ব্বগতং শান্তং পরমাত্মঘনং শুচি।
অচিন্ত্যচিন্মাত্রবপুঃ পরমাকাশমাততম্ ॥ ১৮ ॥
তৎ সর্ব্বগং সর্ব্বশক্তি সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং স্বয়ম্।
যত্র যত্র যথোদেতি তথাস্তে তত্র তত্র বৈ ॥ ১৯ ॥
আবির্ভাবতিরোভাবময়াস্ত্রিভুবনোর্ম্ময়ঃ।
স্ফুরন্ত্যাতিততে যস্মিন্ মরাবিব মরীচয়ঃ ॥ ২০ ॥

হয়। আর যখন মরুভূমিতে মরীচিকার উৎপত্তি হয়, তখন যেমন স্থলেতে জলজ্ঞান হয়, সেইরূপ অসত্য জগতে সত্যত্বভ্রম হইয়া থাকে ॥১৭॥

আত্মা সর্ব্বগত, তিনি সর্ব্বদা সকল পদার্থে বিদ্যমান আছেন এবং সেই পরমাত্মা বিশুদ্ধস্বভাব ও শান্ত; যিনি সমুদায় বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। সেই পরমাত্মা অচিন্ত্য, কেহই ইঁহার তত্ত্বচিন্তা করিয়া জানিতে পারে না। তিনি চিন্ময়, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। যেমন আকাশ সর্ব্বব্যাপী, সেইরূপ সেই পরমাত্মাও সর্ব্বব্যাপী এবং অতি বিস্তৃত ॥ ১৮ ॥

সেই পরমাত্মা সর্ব্বগ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বময়, সর্ব্বাত্মক এবং স্বপ্রকাশ স্বরূপ। তিনি যেখানে যেখানে যে ভাবে উদিত হয়েন, সেই সেই স্থানে সেই ভাবেই তাঁহার বিদ্যমানতা থাকে। (পরমাত্মার অগম্য স্থান নাই, যত প্রকার শক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়, সকলই সেই আত্মার শক্তি, আত্মাভিন্ন সশক্তিক আর কিছুই নাই) ॥ ১৯ ॥

এই ত্রিভুবন স্বরূপ তরঙ্গ আবির্ভাব ও তিরোভাবময়। যেমন সাগরাদির তরঙ্গ সময় সময় আবির্ভূত হইয়া পরক্ষণেই তিরোভূত হয়, সেইরূপ এই ত্রিভুবন এক একবার আবির্ভূত হইয়া তৎপরক্ষণেই তিরোহিত হইতেছে। জগতের সত্তাসত্ত্বও এইরূপ জানিবে। আত্মাভিন্ন ত্রিভুবনে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। যেমন মরুক্ষেত্রে মরীচিকাদ্বারা স্থলেতে জলভ্রান্তি হয়, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃ এই অসত্য ত্রিভুবনকে সত্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে; ইহাও কেবল আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র। জগতের সমুদায় বস্তুই একবার

অসতেব সতী তোয়নদ্যেব লহরী চলা।
মনসেবেন্দ্রজালশ্রীর্জাগতী প্রবিতন্যতে ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মণা তন্যতে বিশ্বং মনসৈব স্বয়ম্ভুবা।
মনোময়মতো বিশ্বং যন্নাম পরিদৃশ্যতে ॥ ২২ ॥
যো হ্যশুদ্ধমতির্মূঢ়ো রূঢ়ো ন বিততে পদে।
বজ্রসারমিদং তস্য জগদস্ত্যসদেব সৎ ॥ ২৩ ॥
অব্যুৎপন্নস্য কনকে কানকে কটকে যথা।
কটকজ্ঞপ্তিরেবাস্তি ন মনাগপি হেমধীঃ ॥ ২৪ ॥

আবির্ভূত হয় ও একবার তিরোহিত হয়, কিন্তু আত্মার আবির্ভাব বা তিরোভাব কিছুই নাই ; সর্ব্বদাই এক ভাব থাকেন ॥ ২০ ॥

যেমন নদীকর্ত্তৃক লহরী চঞ্চল হয়, সেইরূপ অসদ্বস্তু দ্বারা সদ্বস্তুও অনিত্য বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বদা অসদ্বস্তুর বিনাশ দর্শন হইতেছে, অতএবই এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন অসদ্বস্তুদ্বারা সারবস্তু ও নদীদ্বারা লহরীর চাঞ্চল্য অনুমিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রজালস্বরূপ এই জগতের সত্যত্ব বোধ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা মনঃসঙ্কল্পদ্বারা এই বিশ্ব বিস্তার করিয়াছেন। অতএব এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বই মনোময়, যেহেতু পিতামহের সঙ্কল্প হইতে এই জগতের উৎপত্তি হয়, এই নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডকেই সঙ্কল্পাত্মক বলাযায় ॥ ২২ ॥

যাহাদিগের মতি অশুদ্ধ, বিবেকদ্বারা বুদ্ধির পরিপাক হয় নাই, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরাই এই জগৎকে বজ্রসারের ন্যায় দৃঢ়জ্ঞান করে এবং তাঁহারাই এই অসার জগৎকে সদ্বস্তু বলিয়া থাকে ; বাস্তবিক জগৎ সৎ নহে। মূঢ়ব্যক্তিদিগের সদসদ্বিবেচনার শক্তি নাই, সুতরাং তাহারাই এই জগৎকে সৎ বলিয়া কীর্ত্তন করে ॥ ২৩ ॥

যাহারা অব্যুৎপন্ন, অর্থাৎ সদসদ্বিবেচনার শক্তিরহিত, তাহারা যেমন কনকনির্ম্মিত কট দর্শন করিলে সেই কনক কটকে কেবল সাধারণ কট বলিয়াই

তথাজ্ঞস্য পুরাগারনগনাগেন্দ্রভাস্বরা।
ইয়ং দৃশ্যদৃগেবাস্তি ন তজ্ঞা পরমার্থদৃক্ ॥ ২৫ ॥
ইত্যাদিবাক্যৈর্ব্বশিষ্ঠে নাত্যন্তাসত্যতোদিতা।
জগতোঽপরবাক্যৈর্হি সৎকার্য্যং প্রাকৃতং মতম্ ॥ ২৬ ॥
নামরূপবিনির্ম্মুক্তং যস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে জগৎ।
তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকেঽপরে ত্বণূন্ ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানকরে, কদাচ তাহাতে সুবর্ণ বুদ্ধি হয় না। (অসূক্ষ্মদর্শীরা সূক্ষ্মানুসন্ধান করিয়া দেখে না যে, উহা সুবর্ণ নির্ম্মিত; সাধারণ স্থূলবুদ্ধিতে কট বলিয়াই জ্ঞান করে।) সেইরূপ অজ্ঞব্যক্তিরা পুরী, গৃহ, পর্ব্বত ও নাগেন্দ্রময় এই জগৎকে যেরূপ দেখে, সেইরূপই জ্ঞান করে, তাহারা এই জগতের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে পারে না। অজ্ঞব্যক্তিরা এই জগতের যেখানে যে যে পদার্থ দর্শন করে, সেই সেই পদার্থকে সেই সেইরূপে জ্ঞান করে। কোনস্থানে পুরী দর্শন করিলে, তাহাকে সত্য পুরী বলিয়া জ্ঞান করে, কোন স্থানে পর্ব্বতাদি দেখিলে তাহা প্রকৃত পর্ব্বত বলিয়া জানে, কিন্তু ঐ সকল পুরী পর্ব্বত প্রভৃতি যথার্থতঃ কি পদার্থ, কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরিণামেই বা ইহাদিগের কিরূপ অবস্থা ঘটিবে? ইত্যাদি কোন বিষয়ই ভাবিয়া দেখে না ॥ ২৪-২৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত বশিষ্ঠ বাক্যদ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এই জগৎ অত্যন্ত অসৎ। কোনরূপেও ইহার সত্যত্ব অনুভূত হয় না এবং যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের অতিরিক্ত, তিনিই সৎ; এই প্রাকৃত জগৎ তাঁহারই কার্য্য। অতএব যিনি এই অনন্ত জগতের কর্ত্তা, তিনিই পরমাত্মা এবং সেই পরমাত্মাই সৎ, আর কিছুই সৎ নহে ॥ ২৬ ॥

যিনি নামরূপ বিনির্ম্মুক্ত, অর্থাৎ যাঁহাকে কোন নামদ্বারা জানা যায় না ও রূপাদিদ্বারা চিনিতে পারাযায় না এবং এই জগৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে, তাঁহাকে কেহ কেহ প্রকৃতি বলে। অপরাপর বাদীরা সেই জগৎকর্ত্তাকে মায়া বলিয়া স্বীকার করে এবং অন্যান্য কতিপয় পণ্ডিত

সুষুপ্তাবস্থয়া চক্রপদ্মরেখা শিলোদরে।
যথা স্থিতা চিত্তেরন্তস্তথেয়ং জগদাবলী ॥ ২৮ ॥
প্রকৃতিব্রততির্ব্ব্যোম্নি জাতা ব্রহ্মাণ্ডসৎফলা।
ইত্যাদিবাক্যৈঃ সাংখ্যীয়সৎকার্য্যাদ্যুপবর্ণনাৎ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতে সাংখ্যসারে আত্মানাত্মনোঃ
সত্যত্বাসত্যত্ববৈধর্ম্ম্য পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

গণ সেই জগদাশ্রয়কে অণু বলিয়া থাকে, অর্থাৎ কোন বাদীদিগের মতে প্রকৃতি হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, অপর সিদ্ধান্তীরা এই জগৎকে মায়ার কার্য্য বলেন এবং অন্যান্য মীমাংসাকারীরা পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি বলিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

যেমন গণ্ডকীশিলার (নারায়ণচক্রের) মধ্যে চক্রাকার ও পদ্মাকার রেখা বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ সুষুপ্ত অবস্থাতে চিত্তের অন্তরে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বর্ত্তমান আছে, এই জগৎ সকলই চিত্তের অন্তর্গত। জগৎ কেবল চিত্তের পরিকল্পিতমাত্র, বাস্তবিক ইহা সৎ নহে ॥ ২৮ ॥

আকাশমধ্যে প্রকৃতি নামে একটি লতা আছে, এই ব্রহ্মাণ্ডই সেই প্রকৃতি লতার সৎফল, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সাংখ্যবাদীরা কার্য্যের সত্তা বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

ইতি সাংখ্যসারে উত্তরভাগে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তদেবমাত্মনঃ সত্তা দর্শিতান্যবিলক্ষণা।
অথ চিদ্রূপতাং বক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিবিলক্ষণাম্ ॥ ১ ॥
অনুভূতিশ্চিতির্ব্বোধো বেদনং চোচ্যতে পুমান্।
বেদ্যং জড়ং তমোঽজ্ঞানং প্রধানাদিকমুচ্যতে ॥ ২ ॥
বেদনং বেদ্যসম্বন্ধাদেবং বেত্রেভিধীয়তে।
যথা প্রকাশ্যসম্বন্ধাৎ প্রকাশোঽপি প্রকাশকঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, কেবল আত্মাই সৎ এবং আত্মাভিন্ন কোন পদার্থই সৎ নহে। এই অধ্যায়ে আত্মার চিৎস্বরূপত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির অচিদ্রূপত্ব বলিব। এই জগতে যত প্রকার পদার্থ আছে, তন্মধ্যে কেবল আত্মাই চিৎস্বরূপ, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি আর কোন পদার্থই চিৎস্বরূপ নহে, তাহা জড় ॥ ১ ॥

অনুভব, চৈতন্য, বোধ ও জ্ঞান এই সকলকেই পুরুষ বলাযায়। সেই পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই জ্ঞাতা, জড়পদার্থ সকল জ্ঞেয় এবং তমঃই অজ্ঞান; এই সকলকে প্রধানাদি বলে। আত্মা অনুভবাদিদ্বারা জড়পদার্থ সকলকে জানিতে পারেন, তমোরূপ অজ্ঞান সেই জ্ঞানের বাধক ॥ ২ ॥

ঘটাদি প্রকাশ্য বস্তুর সম্বন্ধ হইলেই আলোকাদি প্রকাশক পদার্থ সেই সকল প্রকাশ্য ঘটাদিকে প্রকাশ করে, এই নিমিত্ত আলোককে প্রকাশক বলে। সেইরূপ আত্মা জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধবশতঃ সেই জ্ঞেয় পদার্থকে জানে, এইহেতু সেই আত্মাকে জ্ঞাতা বলাযায়। ইহাতে জানা যায় যে, যেমন আলোক ঘটাদির প্রকাশক, সেইরূপ আত্মাই জড়পদার্থের জ্ঞাতা ॥ ৩ ॥

যথা বার্থোপরাগেণ ভানমর্থস্ত ভাসকম্।
এবং বেদ্যোপরক্তস্যাস্বাংশস্যাধারতাংশিনি ॥ ৪ ॥
অসঙ্গায়াং চিতৌ বেদ্যোপরাগোহক্কং ন ধীরিব।
কিন্তু সাক্ষাদ্‌ দ্বারতো বা চিতি তৎপ্রতিবিম্বনম্‌ ॥ ৫ ॥
বাহ্যং বৃত্ত্যাখ্যকরণাভাবাদন্নুপরাগতঃ।
চিতির্নৈবেক্ষতে চেত্যং বিভুত্বেহপি চ সর্ব্বতঃ ॥ ৬ ॥
তথা চিদপি বৃত্ত্যাখ্যকরণাভাবতোহর্থবৎ।
স্বগোচরাং বৃত্তিমৃতে তিষ্ঠত্যজ্ঞাতসত্তয়া ॥ ৭ ॥

অথবা যেমন অর্থের উপরাগবশতঃ অর্থের ভান হয় এবং সেই অর্থের উপরাগই সেই অর্থের অবভাসক হয়, সেইরূপ বেদ্যপদার্থ উপরক্ত হইলেও অর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে এবং কোন একটি পদার্থেতে তাহার অংশ সকলের অধিকরণতা আছে, তাহাই অংশী। ৪।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা জানা যায় যে, সেই আত্মা অসঙ্গ, তাহাতেই জ্ঞেয় পদার্থের আভাস পতিত হয়, কিন্তু বুদ্ধিতে সেই জ্ঞেয় পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। সাক্ষাৎ হউক কিম্বা পরম্পরারূপেই হউক সেই আত্মাতেই জ্ঞেয় পদার্থ প্রতিবিম্বিত হয়॥ ৫।

বাহ্য পদার্থের বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ কারণাভাববশতঃ এবং জ্ঞেয় পদার্থে অনুপরাগহেতু, সেই বাহ্য পদার্থকে চিৎস্বরূপ বলাযায় না, কিন্তু সেই বিভু-পরমাত্মাতে সর্ব্বদাই চিৎস্বরূপত্ব আছে। যদি বাহ্য পদার্থ চিৎস্বরূপ হইত, তাহাহইলে সেই সকল বাহ্য পদার্থেও জ্ঞেয় বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া সেই সকল বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইতে পারিত, কিন্তু কখনও কোন বাহ্য বস্তুর জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না। ৬॥

বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ কারণদ্বারা চিৎস্বরূপে জ্ঞেয় বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হয়, অতএব সেই চিৎস্বরূপেরই অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। স্বজ্ঞানের গোচরীভূত বুদ্ধি ভিন্ন সেই পদার্থের জ্ঞান হয় না, আত্মার বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ কারণ আছে, এই নিমিত্ত সেই আত্মাই চিৎস্বরূপ॥ ৭॥

তদেবং চিন্নিরাকারা প্রকাশাকাশরূপিণী।
তিষ্ঠত্যব্যক্তরূপা চ মোক্ষাদৌ বৃত্ত্যভাবতঃ ॥ ৮ ॥
বুদ্ধিবৃত্তিস্তু সাকারা পরিচ্ছিন্না চ দীপবৎ।
ব্যক্তা চ সর্ব্বদা তদ্বদসংখ্যা ক্ষণভঙ্গুরা ॥ ৯ ॥
জড়া চ পরদৃশ্যত্বাদ্ ঘটদীপাদিবন্মতা।
বৃত্তেঃ প্রকাশতা ত্বর্থাকারত্বাদক্ষতৈব হি ॥ ১০ ॥
যথাস্যাকারতার্হত্বাদাদর্শস্তৎপ্রকাশকঃ।
সর্ব্বাকারত্বযোগ্যত্বাৎ সৈবং সর্ব্বপ্রকাশিকা ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেই চিৎস্বরূপ আত্মা নিরাকার ও স্বপ্রকাশস্বরূপ, সেই আত্মা অব্যক্তরূপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহার বৃত্তি সকলের অভাব হইলেই সেই মোক্ষ হইয়া থাকে। (যাবৎ জীবের সহিত বুদ্ধিবৃত্তির সম্বন্ধ থাকে, তাবৎ সেই জীবের মুক্তি হইতে পারে না, ঐ সকল বৃত্তি আত্মা হইতে অন্তরিত হইলেই সেই জীব মোক্ষের পথে পদার্পণ করে) ॥ ৮ ॥

যেমন বাহ্যপ্রকাশক প্রদীপাদি বস্তু সকল পরিচ্ছিন্ন ও সাকার, সেইরূপ অন্তঃপ্রকাশক বুদ্ধিবৃত্তিও সাকার, পরিচ্ছিন্ন এবং সর্ব্বদা ব্যক্তভাবে বিদ্যমান আছে। উহা অসংখ্য এবং ক্ষণভঙ্গুর, অর্থাৎ বৃত্তি সকল ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে বিনাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু আত্মার সেরূপ আকার নহে ॥ ৯ ॥

প্রদীপ ঘটাদিকে প্রকাশ করে বটে, তথাপি যেমন ঘট ও দীপ পৃথক্ পদার্থ এবং ঘট প্রদীপের প্রকাশ্য সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিও পরপ্রকাশ্য। যেহেতু সেই বৃত্তি পরদৃশ্য, অতএব তাহা জড়পদার্থ। বুদ্ধিবৃত্তি পদার্থ সকল গ্রহণ করিতে পারে, অতএব তাহার প্রকাশ অক্ষত ॥ ১০ ॥

যেমন দর্পণের মুখের আকারগ্রহণের যোগ্যতা আছে, অতএব সেই দর্পণ মুখের প্রকাশক হয়। সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির সকল পদার্থের আকার গ্রহণের

ন পুনর্ব্বৃত্তিদ্রষ্টৃত্বং চিতস্তদ্ভিন্নদ্রষ্টৃতা।
বৃত্তের্যতো গৌরবং স্যাদ্ দ্বয়োর্জ্ঞাতৃত্বকল্পনে ॥ ১২ ॥
বুদ্ধ্যারূঢ়ং স্বস্বস্তু তদ্বারা প্রতিবিম্বিতম্।
পশ্যত্যনুভবো নান্যো দ্রষ্টা বুদ্ধ্যাদিকোঽখিলঃ ॥ ১৩ ॥
ইত্যেবং বুদ্ধিবৃত্তিভ্যো বৈলক্ষণ্যং চিতীরিতম্।
চিদচিত্ত্বাখ্যবৈধর্ম্ম্যং দেহাদিভ্য স্ফুটস্তিদম্ ॥ ১৪ ॥
অন্যোন্যপ্রতিবিম্বেন সারূপ্যাদ্ বৃত্তিবোধয়োঃ।
বোধব্যবহৃতির্বৃত্তৌ লোহেঽগ্নিব্যবহারবৎ ॥ ১৫ ॥

যোগ্যতাহেতু সেই বুদ্ধি সকল পদার্থ প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু নিজে প্রকাশ পাইতে পারে না, আত্মা স্বয়ং প্রকাশ্য হইয়া অন্যান্য পদার্থ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

যেহেতু উভয়ের জ্ঞাতৃত্ব কল্পনা করিলে গৌরব হয়, অতএব বুদ্ধিকে জ্ঞাতা বলিতে পার না, তাহাহইলে বুদ্ধিকে অন্যান্য পদার্থের জ্ঞাতা স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং উভয়কে জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার অপেক্ষা এক আত্মাকে সকল পদার্থের জ্ঞাতা কল্পনাতে লাঘব আছে। অতএব আত্মা-কেই সকল পদার্থের জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করা বিধেয় ॥ ১২ ॥

অন্যান্য বস্তু সকল বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলে সেই আত্মাদ্বারা প্রতিবিম্বিত হয় এবং আত্মাই সেই বস্তুকে গ্রহণ করে। আত্মাভিন্ন বুদ্ধি প্রভৃতি যে অন্যান্য পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে এমত অনুভব হয় না, অতএব আত্মাই সকল পদার্থের জ্ঞাতা তদ্ভিন্ন কেহই জ্ঞাতা নহে ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা বুদ্ধি হইতে চিৎস্বরূপের বৈলক্ষণ্য উক্ত হইল। ইহাদ্বারা আর প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চিৎস্বরূপত্ব আত্মার সাধর্ম্ম্য এবং দেহা-দির বৈধর্ম্ম্য আর অচিদ্রূপত্ব দেহাদির সাধর্ম্ম্য এবং আত্মার বৈধর্ম্ম্য ॥ ১৪ ॥

বুদ্ধি ও বৃত্তি ইহাদিগের পরস্পর প্রতিবিম্বনহেতু উহাদিগের সারূপ্য আছে, অতএব বুদ্ধিতে বৃত্তি ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন প্রতপ্ত লৌহেতে

নৈবাল্পবুদ্ধ্যা শক্যোঽয়ং বিবেকো বৃত্তিবোধয়োঃ।
তার্কিকা যত্র সম্মূঢ়াঃ সাংখ্যানাং শ্রেষ্ঠতা যতঃ॥ ১৬॥
বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধা বৃত্তিবোধাবিবেকতঃ।
জ্ঞাতাত্মতত্ত্বতো মূঢ়া মেনিরে ক্ষণিকাং চিতিম্॥ ১৭॥
সত্ত্বপুংসোবিবেকোঽয়ং বৃত্তিতদ্বোধরূপয়োঃ।
নাশক্যঃ সুধিয়াং যদ্বদ্ধংসানাং ক্ষীরনীরয়োঃ॥ ১৮॥

অগ্নির ব্যবহার হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতে বৃত্তিব্যবহার হইতে পারে। অতএব ইহাদিগের পরস্পর সারূপ্য আছে বলিয়াই এইরূপ ব্যবহার লোক প্রসিদ্ধ হইয়াছে॥ ১৫॥

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা এইরূপ বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সারূপ্য বৈরূপ্য বিবেচনা করিতে পারে না। যেহেতু তার্কিকগণও বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিবেক বিষয়ে সম্যক্প্রকার মূঢ় হইয়া আছেন, অর্থাৎ তার্কিকেরাও ইহাদিগের বিবেকে অসমর্থ। অতএব অন্য সকল বাদীরাই যে সেই বিবেকে অসমর্থ হইবে, এই বিষয়ে বাক্যব্যয় অত্যুক্তিমাত্র। কিন্তু বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিবেকবিষয়ে সাংখ্যবাদী পণ্ডিতবর্গেরই শ্রেষ্ঠতা দেখা যায়। সাংখ্যবাদীরাই কেবল বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিবেকে কৃতকার্য্য হইয়াছেন॥ ১৬॥

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিবেকবিষয়ে অক্ষম; সুতরাং তাহারা আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান বিষয়ে বিমূঢ়, এই নিমিত্ত বৌদ্ধবাদী পণ্ডিতগণ চিৎস্বরূপের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করে। (বৌদ্ধবাদীরা আত্মাকে চিৎস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করে না)॥ ১৭॥

যেমন দুগ্ধ ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া হংসের নিকট দিলে হংস সেই মিশ্রিত পদার্থ হইতে দুগ্ধ গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ অনায়াসে সত্ত্ব ও পুরুষ এই উভয়ের বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়েন, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীরাই আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন॥ ১৮॥

এতদন্তশ্চ সংসারো মোক্ষস্তত্রৈব সংস্থিতঃ।
যদ্ বৃত্তিভ্যো বিবেকেন তদ্বোধস্যাবধারণম্॥ ১৯॥
সর্ব্বোঽপ্যনুভবং বেদ ন কশ্চিদপি বেদতাম্।
বিবেকমাত্রমস্মিন্ হি ভাসমানেঽপ্যপেক্ষতে॥ ২০॥
আত্মা বিবেক্তুং বাহ্যার্থে ন শক্যো বৃত্তিমিশ্রণাৎ।
অতো বৃত্তৌ বিবেক্তব্যো বৃত্তিবোধতয়ৈব সঃ॥ ২১॥
যথা বুদ্ধ্যা বিবেকার্হো নাগ্নিরঙ্গারমিশ্রণাৎ।
সোঽঙ্গারে তু বিবেকার্হো কাষ্ঠদগ্ধৃতয়া স্ফুটম্॥ ২২॥

এই অনিত্যসংসার ও সত্ত্ব পুরুষ ইহাদিগের বিবেচনাই কর্ত্তব্য কার্য্য এবং তাহাতে মোক্ষলাভ হইতে পরে। যে বৃত্তি সকলের বিবেকদ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, সেই সকল বৃত্তির অবধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া যাহাতে মুক্তিলাভ হইতে পারে, তাহাই মনুষ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য, অতএব সকলেই আত্মানাত্মবিবেকদ্বারা মুক্তির অন্বেষণ করিবে॥১৯॥

সকল মনুষ্যেরই অনুভব আছে, এই জগতে কেহই অনুভবশূন্য নহে, অতএব সদসৎবিবেচনা করিতে সকলেরই ক্ষমতা দেখা যায়। সেই বিবেক কেবল মুক্তির প্রতি কারণ, অতএব বিবেকশক্তির সাহায্যে অনায়াসেই মনুষ্য মুক্তিলাভ করিতে পারে॥ ২০॥

বুদ্ধিবৃত্তি বাহ্যবিষয়ে মিশ্রিত থাকিলে আত্মবিবেক সুসম্পন্ন হয় না, অতএব প্রথমতঃ বৃত্তি বিবেক কর্ত্তব্য; যেহেতু বৃত্তিবিবেক হইলেই আত্মবিবেক হইতে পারে। (যাবৎ বুদ্ধি বাহ্য সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত থাকে, তাবৎ কাহারও আত্মবিবেক সাধ্যায়ত্ত হয় না। বুদ্ধিকে বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্তি করিতে পারিলেই আত্মবিবেক সাধিত হইয়া থাকে)॥ ২১॥

যেমন অগ্নি অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত থাকিলে তাহা বিবেকযোগ্য হয় না, অর্থাৎ কোন্‌টি অগ্নি ও কোন্‌টি অঙ্গার ইহা কেহ অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। পরে যখন অগ্নিকে অঙ্গার হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়, তখন

অতএব শ্রুতৌ স্বপ্নে দৃশ্যবৃত্তিবিবেকতঃ।
স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপেণ তস্য দ্রষ্টা প্রদর্শিতঃ ॥ ২৩ ॥
সাক্ষাৎ প্রকাশো যো যস্য স তস্মিন্নো মতো বুধৈঃ।
ঘটাদিভ্যো যথালোক আলোকাচ্চাপি বৃত্তয়ঃ ॥ ২৪ ॥
বৃত্তেঃ সাক্ষাৎ প্রকাশত্বাদতোঽনুভবরূপকঃ।
বৃত্তিভ্যো ভিন্ন আত্মেতি শীঘ্রো মার্গঃ স্বদর্শনে ॥ ২৫ ॥
এবমাদিপ্রকারেণ বুদ্ধিসত্ত্বপ্রকাশতঃ।
বিলক্ষণতয়া সিদ্ধশ্চিৎপ্রকাশোঽস্য ভাসকঃ ॥ ২৬ ॥

এইরূপ বোধ হইয়া থাকে যে, যে পদার্থ এই অঙ্গারকে দগ্ধ করিতেছিল, তাহাই অগ্নি। সেইরূপ বাহ্য বিষয়ে আশক্ত থাকিলে আত্মবিবেক হইতে পারে না ; কিন্তু বাহ্য বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলেই আত্মবিবেক হইতে পারে ॥ ২২ ॥

শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, স্বপ্নকালে দৃশ্য বৃত্তি সকলের বিবেকদ্বারা সেই বৃত্তি সকলের দ্রষ্টা পরমাত্মা স্বয়ংই জ্যোতিঃ স্বরূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন। (বৃত্তি সকলের বিবেক সিদ্ধ হইলে আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশের আর কোন কারণ অপেক্ষনীয় নহে) ॥ ২৩ ॥

"যে বস্তু সাক্ষাৎ যে পদার্থকে প্রকাশ করে, সেই বস্তু সেই প্রকাশ্য পদার্থ হইতে পৃথক্" ইহাই আত্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন ঘটাদি হইতে সেই ঘট প্রকাশক আলোক পৃথক্ এবং সেই আলোক হইতে বৃত্তি পৃথক্, সেইরূপ আত্মা সাক্ষাৎ বৃত্তি সকলের প্রকাশক অনুভব কর্ত্তা। অতএব আত্মা যে বৃত্তি সকল হইতে পৃথক্, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে। (এইরূপে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারিলেই আত্মানাত্ম জ্ঞান হইয়া থাকে।) এইরূপ পৃথক্ জ্ঞানই আত্মবোধের সহজ পন্থা ॥ ২৪-২৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বুদ্ধিসত্ত্ব প্রকাশ হইলেই আত্মার বিলক্ষণতাহেতু তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। যেহেতু আত্মা চিৎস্বরূপ এবং এই জগতের প্রকাশক, অর্থাৎ এই জগতে যত প্রকার জ্ঞান হইতেছে, একমাত্র আত্মাই

স্বপ্নদেহাদিদৃষ্টান্তৈস্তস্মাচ্ছ্রুত্যাদিদর্শিতৈঃ।
জাগ্রদ্দেহেন্দ্রিয়ার্থেভ্যশ্চিতির্ভিন্নতয়া মতা ॥ ২৭ ॥
স্বপ্নে দেহাদিকং সর্ব্বং চিন্তিন্নং চিতি ভাসতে।
জাগ্রত্যেবং বিশেষস্তু যদ্ বাহ্যমপি ভাসতে ॥ ২৮ ॥
স্বপ্নে মনোময়ত্বাচ্চ সাক্ষাচ্চিদ্বিষয়োঽখিলম্।
করণদ্বারতো বাহ্যং চিতো জাগ্রতি গোচরঃ ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বং দেহাদিকং স্বপ্নজাগ্রতোরেকরূপতঃ।
ভাতি চিদ্ব্যোম্নি নাত্রার্থবাহ্যান্তর্ভেদতো ভিদা ॥ ৩০ ॥

সেই জ্ঞানের আশ্রয়, আত্মা ভিন্ন আর কাহারও জ্ঞান হইতে পারে না, ইত্যাদি বিশেষ গুণদ্বারা আত্মনির্ণয় হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

স্বপ্নকালে দেহাদির দৃষ্টান্ত এবং শ্রুত্যাদির প্রমাণদ্বারা জাগ্রৎ, দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় হইতে চিন্ময়ের বিভিন্নতা জানাযায়। এই দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী শ্লোকে বিবৃত হইবে ॥ ২৭ ॥

স্বপ্নকালে দেহাদি সকলই অচৈতন্য থাকে, তখন কেবল চৈতন্যমাত্র প্রকাশিত হয় এবং জাগ্রৎকালের বিশেষ এই যে, তখন বাহ্যপদার্থ প্রকাশিত হইতে থাকে। (স্বপ্নাবস্থাতে আপনিও পরিজ্ঞাত থাকে না, কিন্তু জাগ্রৎকালে বাহ্যবিষয়ও পরিজ্ঞাত হয়) ॥ ২৮ ॥

স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয় সকল মনকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সুতরাং সাক্ষাৎ বর্ত্তমান বিষয় সকলও জ্ঞানের বিষয়মাত্র হইয়া থাকে, কোন বিষয়েরই জ্ঞান হয় না, কিন্তু জাগ্রৎকালে ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহ্যবিষয় সকল গোচরীভূত হয় ॥ ২৯ ॥

দেহাদি সকল পদার্থই স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থাতে একরূপ থাকে; হস্তপদাদি দেহের অবয়ব সকল জাগ্রৎকালেও যেরূপে অবস্থান করে, স্বপ্নাবস্থায়ও সেইরূপেই তাহাদিগের বিদ্যমানতা দেখাযায়; কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় না, কেবল চৈতন্য হৃদয়াকাশে প্রকাশ পাইতে পারে না, ইহাতেই স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালে বাহ্য ও আন্তরিক যাহা কিছু বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে ॥৩০॥

চিদ্ব্যোম্নি বাসনাতো ধীঃ প্রমাণাদ্ বার্থরূপিণী।
ততশ্চিতোঽর্থমানং যৎ তৎ সমং স্বপ্নজাগ্রতোঃ॥ ৩১॥
তদিদং স্বানুভূত্যৈব প্রোচ্যতে ন পরোক্ষতঃ।
স্বপ্নদৃষ্টান্তসদৃশো নোপায়োঽন্যাত্মদর্শনে॥ ৩২॥
সুষুপ্তৌ হি যথা স্বপ্নে স্বাত্মন্যেবেক্ষতেঽখিলম্।
আত্মানং চৈকদেশস্থং মন্যতে জাগরে তথা॥ ৩৩॥
সুষুপ্তিরাত্মনস্তত্ত্বং স্বরূপাবস্থিতেস্তদা।
জাগ্রৎস্বপ্নৌ মায়িকৌ তু মুধাসারূপ্যতো ধিয়া॥ ৩৪॥
বুদ্ধেঃ সুষুপ্তিস্তমসাবরণং তদ্বিলক্ষণা।
চিত্তেঃ সুষুপ্তির্বৃত্ত্যাদ্যদৃশ্যাবরণশূন্যতা॥ ৩৫॥

বাসনা এবং প্রমাণে জানা যায় যে বুদ্ধি অর্থরূপিণী প্রত্যুক্ত বিষয়ানুসারে বুদ্ধিতে অর্থের ভান হয়, ঐরূপ অর্থের ভান স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উভয় অবস্থাতেই সমান হইয়া থাকে। (বিষয়গ্রহণকালেই বুদ্ধি নানাপ্রকার হয়, কিন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাতে যে সেই চিৎস্বরূপের ভান হয়, তাহাতে কোন ইতর বিশেষ হয় না)॥ ৩১॥

স্বীয় অনুভবদ্বারাই অপরোক্ষভাবে আত্মদর্শন হয়, ইহাই আত্মদর্শীরা বলিয়া থাকেন। বুদ্ধিব্যতিরেকে আত্মদর্শনের অন্য উপায় নাই, অন্যান্য জ্ঞান স্বপ্নদৃষ্ট জ্ঞান তুল্য কেবল আত্মজ্ঞানই চিরস্থায়ী॥ ৩২॥

স্বপ্নকালে যেরূপ আত্মাতে সমস্ত পদার্থের দর্শন হয়, সেইরূপ সুষুপ্তিকালেও আত্মাতে অখিলজ্ঞান হইয়া থাকে; এবং জাগরণকালে আত্মাকে এক দেশবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞান হয়॥ ৩৩॥

সুষুপ্তিই স্বস্বরূপে অবস্থিত আত্মার স্বরূপ। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয়ই মায়িক, তাহাতে বুদ্ধির সারূপ্য কল্পনা বৃথা। কারণ উহারা আত্মার স্বরূপ নহে। আত্মার স্বরূপাবস্থাতেই সুষুপ্তি হয়। যখন আত্মা মায়াবচ্ছিন্ন হয়, তখনই জাগরণ ও স্বপ্ন হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

যখন বুদ্ধিকে তমোগুণে আবরণ করে, তখনই বুদ্ধির সুষুপ্তি হয়, এই

পূর্ণঃ কূটস্থনিত্যশ্চ স্বধীমাত্রবৃত্তিদৃক্‌।
বৃত্ত্যাখ্যদৃশ্যবিরহাৎ সর্ব্বদা নেক্ষতে পুমান্‌॥ ৩৬॥
বৃত্তিদেশে যথা বোধস্তথা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
বৃথৈব তপ্যতে মূঢ়ৈর্ব্যয়নাশাদিনাত্মনঃ॥ ৩৭॥
দুঃখভোগমহারোগনিদানদেহগেহিনী।
বুদ্ধির্ন ত্যজ্যতে মূঢ়ৈর্মহানিদ্রাসুখং যতঃ॥ ৩৮॥
অনাদিবুদ্ধিগার্হস্থ্যং বিবেকস্ত্যজ্যতে ন চেৎ।
ন মোক্ষো বাহ্যসন্ন্যাসাদিহামুত্রাসুখং পরম্‌॥ ৩৯॥

সুষুপ্তি ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং বৃত্তিস্বরূপ দৃশ্যের আবরণ শূন্যতাই চিৎস্বরূপের সুষুপ্তি। চিত্তের তমোগুণের আবরণ বিদূরিত হইয়া যখন সেই আত্মাতে নিযুক্ত হয়, তখনই তাহার সুষুপ্তি হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

সেই আত্মা পূর্ণ, কূটস্থ এবং নিত্য। তিনি স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তিমাত্র দর্শন করেন, আর কিছুই তাহার দৃশ্য নহে। যখন সেই কূটস্থ আত্মার বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ দৃশ্যের অভাব হয়, তখন সেই পুরুষ আর কিছুই দর্শন করেন না॥ ৩৬॥

যেমন বৃত্তিপ্রদেশে বোধ হয়, সেইরূপ সকল সময়ে এবং সকল বৃত্তিস্থানেই বোধ হইয়া থাকে। বৃত্তিশূন্য প্রদেশে বোধ হয় না, যেখানে বৃত্তির সম্ভবনাই সেই স্থানে বোধও অসম্ভব। অতএব মূঢ় ব্যক্তিরা আত্মার ব্যয় ও নাশাদি শঙ্কা করিয়া বৃথা পরিতাপ করে, বাস্তবিক আত্মার ব্যয়ও নাই এবং বিনাশও হয় না, আত্মা সর্ব্বদাই একভাবে থাকেন। বৃত্তিস্বরূপ দৃশ্যের সত্তা সত্তাতেই আত্মার ঐরূপ লয় ও বিনাশাদির শঙ্কা হইয়া থাকে॥ ৩৭॥

মূঢ় ব্যক্তিরা দেহেতে আত্মবোধ করে, তাহারা এই দেহই যে সুখদুঃখভোগ ও মহারোগাদির নিদান, এই বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারে না। যে-হেতু তাহারা মহানিদ্রাকেই সুখ বলিয়া জ্ঞান করে॥ ৩৮॥

যদি বিবেক উপস্থিত হইলেও বুদ্ধির অনাদিগার্হস্থ্যভাব পরিত্যাগ

সমচিন্মাত্ররূপেষু স্বপরাত্মসু সর্ব্বদা।
বুদ্ধিমাত্রবিবেকেন স্বপরাদিভিদা মৃষা ॥ ৪০ ॥
চিন্মাত্রে নির্গুণে স্বামিন্যারোপ্যৈবাত্মকর্তৃতাম্।
স্বাম্যবজ্ঞাপরাধেন বধ্যতে ধীঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৪১ ॥
সাধ্বী তু ধীঃ পতিং দৃষ্ট্বা যাথাতথ্যেন তৎপরা।
ইহানন্দময়ী চান্তে পতিদেহে লয়ং ব্রজেৎ ॥ ৪২ ॥

করিতে না পারে, তবে তাহাতে মোক্ষলাভ হয় না। তাহাদিগের বাহ্যবিষয়ে আশক্তিহেতু ইহকালে ও পরকালে সাতিশয় দুঃখভোগ হইয়া থাকে। বিবেকই গার্হস্থ্য বুদ্ধি নিবারণের কারণ। সেই বিবেক হইলেও যদি সংসার-মায়া পরিত্যাগ না হয়, তাহাহইলে কোনকালেও তাহার দুঃখনিবারণ হয় না ॥ ৩৯ ॥

আত্মা চিন্মাত্রস্বরূপ, বুদ্ধিদ্বারা আত্মার স্বরূপের ভেদ করা বৃথা। সেই অদ্বিতীয় আত্মাতে স্বরূপের বুদ্ধি সম্ভবনা। বুদ্ধিমাত্র বিবেকদ্বারা আত্মাকে এক বলিয়া জ্ঞান করিবে। "সুতরাং এই আমি, এই তুমি, ইহা আমার, ইহা তোমার" ইত্যাদি বিভেদ বুদ্ধি নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। যথার্থরূপ বিবেক হইলে ঐরূপ বুদ্ধি থাকে না ॥ ৪০ ॥

চিন্ময়, নির্গুণ সর্ব্বস্বামীতে আত্মকর্তৃত্ব আরোপ করিয়া স্বামীর অবজ্ঞা রূপ অপরাধে স্বীয় কর্ম্মদ্বারা চিরকাল বদ্ধ থাকে। যাহারা জগৎকর্ত্তার কার্য্যকে আপন কৃতকার্য্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহারা সেই জগৎকর্ত্তাকে অবজ্ঞা করিয়া সেই অপরাধে চিরকালই বদ্ধ থাকে, তাহারা কখনও মুক্তি হইতে পারে না ॥ ৪১ ॥

যাহাদিগের সদ্বুদ্ধি আছে, যথার্থরূপে সেই জগৎস্বামীকে জানিয়া তাহাতে তৎপর হয়, তাহারা ইহকালে অতুল আনন্দ ভোগ করিয়া অন্তকালে সেই জগৎকর্ত্তাতে লীন হইতে পারে। (সেই পরমাত্মাই সর্ব্বকর্ত্তা এবং তিনিই সর্ব্বস্বামী, এইরূপে তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিলেই ইহকালে ও পরকালে অপরিসীম সুখ হইতে পারে) ॥ ৪২ ॥

নাহং কর্ত্তা সুখী দুঃখী চিন্মাত্রাকাশরূপকঃ।
এবং নাথং চিন্তয়ন্তী ন পশ্যাদ্দুঃখভোগদা ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতে সাংখ্যসারে আত্মানাত্ম-
নোশ্চিদচিত্ত্ববৈধর্ম্ম্য পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

আমি কর্ত্তা নহি, আমি সুখী নহি, আমি দুঃখী নহি এবং আমি সেই চিৎস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা নহি, ইত্যাদিরূপে সেই জগন্নাথকে চিন্তা করিয়া বিবেক উপস্থিত হইলে সেই বিবেককারিণী বুদ্ধিতে কখনও দুঃখভোগ হয় না ॥ ৪৩ ॥

ইতি সাংখ্যসারে উত্তরভাগে তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ইত্যেবমাত্মনঃ প্রোক্তো বুদ্ধ্যাদিভ্যো বিলক্ষণঃ ।
চিৎপ্রকাশোঽধুনানন্দরূপতা বক্ষ্যতে তথা ॥ ১ ॥
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ ।
ইতি স্মৃতেঃ সুখাত্মত্বং নিত্যনির্দুঃখতাত্মনঃ ॥ ২ ॥
পরিভাষাবলাদ্ রূঢ়িবাধঃ সর্ব্বত্র সম্মতঃ ।
অন্যথা পরিভাষেয়ং মোক্ষশাস্ত্রে ভবেদ্ বৃথা ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মা যে বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, তাহা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে ; এইক্ষণ সেই পরমাত্মার চিৎস্বরূপত্ব ও আনন্দময়ত্ব বর্ণিত হইবে ॥ ১ ॥

কাম্য সুখের অপেক্ষাই দুঃখ, আপন অভিলষিত সুখ না হইলেই দুঃখ হয় এবং সামান্য দুঃখ ও সুখের অভাবই প্রকৃত সুখ, অতএব সেই আত্মার সুখস্বরূপত্ব ও নির্দুঃখত্ব সিদ্ধ হইল। যেহেতু তাঁহার কাম্য সুখের অপেক্ষা নাই, অতএব দুঃখও নাই এবং তাঁহার সামান্যতঃ সুখদুঃখের অভাব আছে। অতএব সর্ব্বদাই তিনি সুখ স্বরূপে বিদ্যমান্ আছেন ; সুতরাং তাঁহার নিত্যনির্দুঃখত্ব ও সুখস্বরূপত্ব প্রতিপন্ন হইল ॥ ২ ॥

পরিভাষার প্রাবল্যবশতঃ রূঢ়্যর্থের বাধ হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটি পদের প্রকৃতিপ্রত্যয়ের ব্যুৎপত্তিদ্বারা যে অর্থবোধ হয়, কোন বিশেষ নিয়ম থাকিলে সেই প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থের বাধ হইয়া সেই নিয়মোপাত্ত বিশেষ বিশেষ অর্থ হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বাদীরাই স্বীকার করিয়া থাকেন। নচেৎ মোক্ষশাস্ত্রে পরিভাষার উল্লেখ বৃথা হয়। যদি পরিভাষালভ্য অর্থ আদৃত না হইবে, তবে আর মোক্ষশাস্ত্রে পরিভাষা উল্লেখের প্রয়োজন কি ? ॥ ৩ ॥

যদ্বা পরোক্ষবাদেন পরমপ্রিয়তাপ্তয়ে।
রূপিকা সুখগীঃ পুংসি বিভুত্বাপ্ত্যৈ খশব্দবৎ ॥ ৪ ॥
নানন্দং ন নিরানন্দমিত্যাদিশ্রুতিভিঃ স্ফুটম্।
আত্মন্যানন্দরূপত্বনিষেধাদ্ যুক্তিসংযুতাৎ ॥ ৫ ॥
উপাসাদ্যার্থশূন্যত্বান্নেতি নেতি শ্রুতেস্তথা।
নিষেধবাক্যং বলবদ্ বিধিবাক্যাদিতি স্থিতিঃ ॥ ৬॥
নির্নিরানন্দমিতি চ স্বোপাধ্যানন্দভোক্তৃতাম্।
স্বামিত্বরূপিণীং বক্তি ন নির্ধন ইতীব হি ॥ ৭ ॥

অথবা "পরোক্ষরূপে আত্মসাক্ষাৎকার হয়" এই পরোক্ষবাদ পরম প্রিয়তা প্রাপ্তি সাধনকরে। এবং উক্ত সুখময়ী বাণী পুরুষের প্রভুত্বপ্রাপ্তি বোধ করে। পরোক্ষরূপে আত্মসাক্ষাৎকার হইলে পরমপ্রিয়তা প্রাপ্তি ও বিভুত্বলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

"আত্মা আনন্দস্বরূপ নয় এবং নিরানন্দস্বরূপও নয়" ইহা শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে; সুতরাং এইরূপ শ্রুতিবাক্য ও যুক্তিদ্বারা আত্মার আনন্দ স্বরূপত্বের নিষেধ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

বিধিবাক্য হইতে নিষেধ বাক্যের বলবত্তাহেতু আত্মস্বরূপ পর্য্যা-লোচনাদ্বারা আত্মতত্ত্ব নির্ণয় অপেক্ষা তত্ত্বতত্ত্বরূপে নিষেধ বাক্যদ্বারা পর-মাত্মার স্বরূপ অনুসন্ধান করাই সুগম পন্থা ॥ ৬ ॥

"কোন ব্যক্তি নির্ধন নয়" এই বাক্যেতে যেমন ধনাভাবের অভাব-দ্বারা "তাহার ধন আছে" এইরূপ অর্থের বোধ হয়। সেইরূপ পরমাত্মা "নির্নিরানন্দ, অর্থাৎ তিনি আনন্দস্বরূপ" এই বাক্যেতেও আনন্দাভাবের অভাবদ্বারা পরমাত্মার আনন্দময়ত্ব নির্ণয় করিতে হয়। অতএব "তাহার ধন আছে" এই বিধিবাক্য হইতে "তিনি নির্ধন নহেন," এই নিষেধ বাক্যের যেমন ধনশালিত্বরূপ প্রকৃত অর্থ বোধ অনায়াসে হইতে পারে। সেইরূপ "পর-মাত্মা আনন্দস্বরূপ" এই বিধিবাক্য হইতে "পরমাত্মা নির্নিরানন্দ" এই

প্রেয়োঽন্যস্মাচ্চ সর্ব্বস্মাদিতি শ্রুত্যা সুখাদপি।
উক্ত আত্মা প্রিয়স্তস্য সুখত্বোক্তিশ্চ নোচিতা ॥ ৮ ॥
আনন্দাদ্যাঃ প্রধানস্য ইতি বেদান্তসূত্রতঃ।
বেদান্তেঽপি ন সিদ্ধান্ত আত্মনঃ সুখরূপতা ॥ ৯ ॥
বিস্তরাদ্ ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যেঽস্মভিঃ পরীক্ষিতম্।
চিতেরসুখরূপত্বং প্রেমা ব্যাখ্যায়তেঽধুনা ॥ ১০ ॥
মা ন ভূবমহং শশ্বদ্ভূয়াসমিতি রূপকঃ।
নির্নিমিত্তোঽনুরাগো যঃ স প্রেমা পরমশ্চিতি ॥ ১১ ॥

বাক্যদ্বারা পরমাত্মার আনন্দ ভোক্তৃত্ব সুখগম্য হইয়া থাকে। অতএব পরমাত্মার স্বরূপ অনুসন্ধান অপেক্ষা তন্নতন্নরূপ সেই পরমাত্মার তত্ত্বানুসন্ধানেই সুখে আত্মতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে ॥ ৭ ॥

"আত্মা সকল পদার্থ হইতে প্রিয়" এই শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, সেই আত্মা সুখ হইতেও প্রিয়। সুখ সকলেরই প্রিয়, কিন্তু আত্মা সেই সুখ হইতেও প্রিয়তর; অতএব আত্মার সুখস্বরূপত্ব উক্তি উচিত হয় না। যে বস্তু সুখ হইতেও প্রিয়তর, তাহাকে সুখস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ৮ ॥

বেদান্তসূত্রে জানা যায় যে, আনন্দাদিও সেই প্রধান পুরুষ পরমাত্মার গুণ। অতএব বেদান্ত সিদ্ধান্তেও তাঁহার সুখস্বরূপত্ব নিবারিত হইয়াছে। আনন্দাদি যাঁহার গুণ, তাঁহাকে কখনও আনন্দরূপ বলা যায় না ॥ ৯ ॥

পরমাত্মার অসুখস্বরূপত্ববিষয়ে ব্রহ্মমীমাংসার ভাষ্যে আমরা সবিস্তর বর্ণন করিয়াছি, অতএব সেই বিষয় এস্থানে বর্ণনীয় নহে। এইক্ষণ সেই পরমাত্মার প্রিয়ত্ব ব্যাখ্যা করিব। যখন আমরা স্বয়ংই তাঁহাকে অসুখস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মমীমাংসার ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছি, তখন তাঁহাকে আর আমরা সুখস্বরূপ বলিতে পারি না ॥ ১০ ॥

"আমি তাঁহার ছিলাম না এবং কখনও তাঁহার হইব না" ইত্যাদিরূপে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও অকারণে যে অনুরাগ হয়, তাহার নাম প্রেম।

অন্যাশেষবর্তয়া বুদ্ধেঃ স্নেহোঽয়ং ন সুখেষ্বপি।
অতঃ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা নান্যোঽতো হ্যধিকঃ প্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥
আত্মত্বেনাত্মনি প্রেমা ন সুখত্বাদ্যপেক্ষতে।
অহং স্যামিতি চেদ্ যস্মাৎ সুখং স্যামিতি নেষ্যতে ॥১৩॥
তথা চ সুখতাদুঃখাভাববত্তেবাত্মতাপি চ।
প্রেম্নি প্রয়োজিকা সিদ্ধা স্বতঃ প্রেমাত্মতৈব তু ॥ ১৪ ॥
তস্মাদ্ বস্তুত আত্মৈব প্রিয়ো নৌপাধিকত্বতঃ।
ঔপাধিকীতরপ্রীতিরস্থিরত্বান্ন তাত্ত্বিকী ॥ ১৫ ॥

প্রকৃত প্রেমের কোন কারণ নাই, কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে প্রেম হয়, তাহা বিশুদ্ধ প্রেম নহে ॥ ১১ ॥

বুদ্ধির অশেষত্বহেতু সুখেতে স্নেহ হয় না; বুদ্ধির স্থির নাই, সর্ব্বদাই নানাপ্রকার বুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব আত্মাই প্রিয়তম; যত প্রকার পদার্থ আছে, কোন পদার্থই আত্মা হইতে অধিক প্রিয়তম নহে। আত্মাতে যেরূপ প্রেম হয়, অন্য কোন পদার্থেও আত্মা হইতে অধিক প্রেম হয় না ॥ ১২ ॥

আত্মস্বরূপেই আত্মাতে প্রেম হয়, তাহাতে সুখাদির অপেক্ষা নাই। আত্মাতে প্রেম হইলে আমি সুখী হইব, ইত্যাদিরূপে আত্মপ্রেমেতে কোন আশা নাই। যেহেতু আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে আমিই সেই পরমাত্মা ইত্যাদি জ্ঞান হয়, লোকে আত্মজ্ঞানই ইচ্ছা করে, কিন্তু "আমি সুখস্বরূপ" এইরূপ জ্ঞান কেহ ইচ্ছা করে না ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে জানা যায় যে, আত্মার সুখতা ও দুঃখাভাবতা যেমন প্রয়োজন সাধিকা, সেইরূপ তাঁহার আত্মতাও প্রয়োজনসাধিকা বটে, কিন্তু তাঁহার প্রেমস্বরূপত্ব স্বভাব সিদ্ধ। (আত্মাকে সুখস্বরূপ বল, কি দুঃখাভাব স্বরূপ বল, সকলেরই কারণ আছে, কিন্তু তাঁহার প্রেমস্বরূপত্বের কোন কারণ নাই; তিনি স্বভাবতঃই প্রেমস্বরূপ) ॥ ১৪ ॥

যেহেতু আত্মার প্রেমস্বরূপত্বের কোন কারণ নাই, অতএব আত্মাই

প্রীতিরন্যত্র চানিত্যাবিবেকাদ্যেঃ সুখাদিষু।
আত্মপ্রীতিস্তু নিত্যাতোনিত্যানন্দঃ পুমান্ মতঃ॥ ১৬॥
আত্মনঃ প্রিয়তাং বুদ্ধির্যদি পশ্যেৎ সমাহিতা।
সর্ব্বাতিশায়িনীং তর্হি সুখাব্ধৌ কিং ন মজ্জতি॥ ১৭॥
প্রিয়দর্শনতো বুদ্ধেঃ সুখং লোকেষু দৃশ্যতে।
অতোহনুমেয়ং পরমপ্রিয়দৃষ্ট্যা পরং সুখম্॥ ১৮॥
আত্মার্থত্বেন সর্ব্বত্র প্রীতিরাত্মা স্বতঃ প্রিয়ঃ।
ইতি শশ্বচ্ছ্রুতিঃ প্রাহ আত্মদৃষ্টিবিধিৎসয়া॥ ১৯॥

বাস্তবিক প্রিয়। তাঁহার প্রিয়ত্বের কোনপ্রকার উপাধি নাই, সুতরাং ঔপাধিক প্রীতি অস্থির, অতএব সেই প্রীতিকে প্রকৃত প্রীতি বলা যায় না॥ ১৫॥

আত্মাতিরিক্ত পদার্থে যে প্রীতি হয়, তাহা অনিত্য প্রীতি। অবিবেক বশতঃই সুখাদিতে প্রীতি হইয়া থাকে। কেবল আত্মপ্রীতিই নিত্য, কখনও সেই প্রীতির বিনাশ হয় না, অতএব সেই আত্মাকে নিত্যানন্দময় পুরুষ বলা যায়॥ ১৬॥

যদি সমাহিত বুদ্ধি আত্মার প্রিয়ত্ব দর্শন করে, তবে সেই প্রীতিকে সকল প্রীতি অপেক্ষা অধিক জ্ঞান করিয়া সেই বুদ্ধি কি সুখাব্ধিতে নিমগ্ন হয় না? যদি কেহ সমাধিদ্বারা আত্মার প্রীতি জানিতে পারে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। আত্মাকে প্রিয় বলিয়া জানিলেই তাহার মোক্ষ প্রাপ্তি হয়॥ ১৭॥

লৌকিক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ আছে যে, সাধারণ প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন করিলেই মনুষ্য সুখলাভ করে। অতএব যিনি পরম প্রিয়, তাঁহাকে দেখিলে যে পরম সুখ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? যেমন কোন প্রিয়ব্যক্তির সমাগমে সুখানুভব হয়, সেইরূপ পরম প্রিয় আত্মার সমাগমে অবশ্যই পরম সুখ হইবে॥ ১৮॥

সর্ব্বত্রই আপনার প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রীতি হয়, কিন্তু আত্মা স্বভাবতঃই

ততোঽপ্যনুপমং জ্ঞেয়ং প্রিয়াত্মেক্ষণতঃ সুখম্।
ভুঞ্জতে তৎ সুখং ধীরা জীবন্মুক্তা মহাধিয়ঃ॥ ২০ ॥
অন্তরাত্মসুখং সত্যমবিসংবাদি যোগিনম্।
অপশ্যন্ কৃপণো বাহ্যসুখার্থো বঞ্চিতো জনঃ॥ ২১ ॥
সুখাশয়া বহিঃ পশ্যন্ দেহি হীন্দ্রিয়রন্ধ্রকৈঃ।
বাতায়নৈর্গৃহীবান্তঃ সুখং বেত্তি ন বাহ্যদৃক্॥ ২২ ॥
দুঃখলভ্যান্ দুঃখময়ান্ পরিণামেঽতিদুঃখদান্।

প্রিয়, তাহাতে কোন কারণ নাই। কেন যে লোকে আপনাকে ভাল বাসে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এইরূপে শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ আত্মার প্রিয়ত্ব উক্ত হইয়াছে॥ ১৯॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, প্রিয়তম আত্মদর্শনে অনুপম সুখ অনুভূত হয়, যাহারা জীবন্মুক্ত মহাবুদ্ধিশালী ও ধীর, তাঁহারাই সেই প্রিয়তম আত্মার দর্শন জন্য অতুল পরম সুখভোগ করে। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে উক্তরূপ পরম সুখ ঘটে না; যাহারা প্রকৃতজ্ঞানী তাহারাই উক্তরূপ সুখভোগ করিতে পারে॥ ২০॥

যোগিগণ স্বীয় অন্তঃকরণে উক্তরূপে সর্ব্ববাদিসিদ্ধ পরম সুখভোগ করে, কৃপণ অজ্ঞানী ব্যক্তিরা যোগিগণের সেই পরম সুখভোগ না দেখিয়া অকিঞ্চিৎকর বাহ্য সুখার্থী হইয়া প্রকৃত সুখে বঞ্চিত হয়। যোগিগণ যেরূপ পরমানন্দ ভোগ করে, অজ্ঞানীরা সেই পরমানন্দ ভোগ করিতে পারে না॥২১॥

যেমন গৃহী ব্যক্তি গবাক্ষদ্বার দিয়া দৃষ্টি করিলে সেই ব্যক্তি কেবল বাহ্য পদার্থই দেখিতে পায়, সেই গৃহাভ্যন্তরস্থিত কোন পদার্থই দেখিতে পায় না। সেইরূপ দেহী ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া সুখাশয়ে বাহ্যে দৃষ্টি করিলে আন্তরিক সুখ অনুভব করিতে পারে না। কেবল বাহ্যিক কতিপয় পদার্থমাত্র দেখিতে পায়, তাহারা কখনই অনুপম আন্তরিক সুখের আস্বাদ জানিতে পারে না॥ ২২॥

অকিঞ্চিৎকর বাহ্যিক সুখও দুঃখ লভ্য, অথচ তাহা দুঃখময়। প্রকৃত সুখ

বিষয়োত্থান্ সুখাভাসান্ ধিক্ স্বাত্মসুখরোধকান্ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতে সাংখ্যসারে আত্মানাত্মনোঃ প্রিয়াপ্রিয়ত্ববৈধর্ম্ম্য-পরিচ্ছেদঃ ॥ ৪ ॥

নহে। যেহেতু ঐ বাহ্য সুখ পরিণামে দুঃখপ্রদান করে, অতএব তাহাকে প্রকৃত সুখ বলা যায় না। বিষয়ভোগজন্য বাহ্যসুখ সুখের আভাসমাত্র, ঐ সুখ আত্মদর্শনজন্য অনুপম অনন্ত সুখের নিরোধ করে, অতএব সেই তুচ্ছ সুখে ধিক্ থাকুক্ ॥ ২৩ ॥

ইতি সাংখ্যসারে উত্তরভাগে চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

পরিচ্ছেদত্রয়েণোক্তং সচ্চিদানন্দরূপকম্।
গীয়মানং শ্রুতিস্মৃত্যোরাত্মনো লক্ষণত্রয়ম্ ॥ ১ ॥
তদ্বৈপরীত্যমন্যেষাং লক্ষণং চেরিতং স্ফুটম্।
আভ্যান্তু গুণদোষাভ্যাং বিবেকো দোষহৃৎপরঃ ॥ ২ ॥
নৈর্গুণ্যসগুণত্বাদিবৈধর্ম্ম্যাণ্যপরাণ্যপি।
বহূনি বক্ষ্যে সঙ্ক্ষেপাৎ পুম্প্রকৃত্যোরতঃ পরম্ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছেদত্রয়ে আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ শ্রুতিস্মৃতিতে যে আত্মার লক্ষণত্রয় উক্ত আছে, তাহাই কথিত হইতেছে। এই লক্ষণত্রয় জানিয়া তদ্দারা আত্মার স্বরূপপরিজ্ঞান হইলেই জীব কৃতকার্য্য হইতে পারে ॥ ১ ॥

শ্রুতিস্মৃতিতে আত্মার যে লক্ষণ উক্ত আছে, তাহা আত্মাভিন্ন অন্যেতে লক্ষিত হয় না, উহা আত্মাতিরিক্ত পদার্থের বিপরীত ধর্ম্ম। সেই শ্রুতিস্মৃতি কথিত লক্ষণ জানিয়া বিবেকবুদ্ধিতে গুণদোষ বিবেচনা করিতে পারিলেই অজ্ঞানাদি দোষের নিবারণ হয়। (যে যাহার সাধর্ম্ম্য, তাহাই তাহার গুণ; আর যেটি বিপরীত ধর্ম্ম, তাহাই তাহার দোষ। অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যদ্বারা আত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞানই উক্ত লক্ষণত্রয়ের উদ্দেশ্য) ॥ ২ ॥

অতঃপর প্রকৃতি ও পুরুষের নির্গুণত্ব, সগুণত্বাদি অন্যান্য বহু বহু সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য সংক্ষেপে কথিত হইবে। এই সকল সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য জানিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ পরিজ্ঞানপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান সাধন করিতে পারিলেই জীব কৃতার্থ হইতে পারে ॥ ৩ ॥

ধিয়োঽর্থাকারয়া বৃত্ত্যা জনিতত্বাৎ সুখাদয়ঃ।
সামানাধিকরণ্যেন কল্প্যন্তে লাঘবাদ্ ধিয়াম্ ॥ ৪ ॥
মহদাদের্জ্জড়ত্বেন তদ্ধেতুশ্চ জড়ো মতঃ।
কার্য্যকারণসাজাত্যং দৃষ্টং লোকে হি সর্ব্বতঃ ॥ ৫ ॥
অত আত্মা বোধমাত্রতয়া সিধ্যতি লাঘবাৎ।
গুণাঃ সর্ব্বে প্রকৃত্যাদের্ব্বিকারাশ্চেতরেঽখিলাঃ ॥ ৬ ॥
আত্মা তু নির্গুণস্তদ্বৎ কূটস্থশ্চ মতো বুধৈঃ।
চিতেঃ কূটস্থসংজ্ঞা তু স্থিরত্বাদ্ গিরিকূটবৎ ॥ ৭ ॥
লেপশ্চেতরসম্বন্ধে তদ্রূপৈরুপরক্ততা।
যথা বিষয়সম্বন্ধাদ্ বুদ্ধৌ ভবতি বাসনা ॥ ৮ ॥

বুদ্ধিবৃত্তি পদার্থের আকার গ্রহণ করে, যখন যে বস্তুর জ্ঞান হয়, বুদ্ধিবৃত্তিতে সেই বস্তুর আকার প্রতিবিম্বিত হয়, অতএব বুদ্ধিবৃত্তির সামানাধিকারণ্যবশতঃ সুখাদিকে বুদ্ধিবৃত্তিজন্য বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

মহত্তত্বাদি সকলই জড়পদার্থ, অতএব সেই মহত্তত্বাদির হেতুও জড়। যেহেতু লোকে কার্য্যকারণের সাজাত্য দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ এক-জাতীয়। যে বস্তু জড় তাহার কারণও জড়; জড় হইতে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাও জড় হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যেহেতু মহত্তত্বাদি সকলই জড়পদার্থ, অতএব কেবল আত্মাই চিৎস্বরূপ। আত্মা ভিন্ন গুণাদি অন্যান্য পদার্থ সকল প্রকৃতির বিকার, অতএব তাহাদিগকে চিৎস্বরূপ বলা যায় না। সুতরাং লাঘবতঃ আত্মারই চিৎস্বরূপত্ব স্বীকার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৬ ॥

আত্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ যেমন আত্মাকে নির্গুণ বলিয়া স্বীকার করেন, সেইরূপ তাঁহাকে কূটস্থও বলিয়া থাকেন। যেহেতু আত্মা গিরিকূটের ন্যায় স্থির, এই নিমিত্ত সেই চিৎস্বরূপ আত্মার কূটস্থ সংজ্ঞা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

যেমন বুদ্ধিতে বিষয় সম্বন্ধ হইলেই বুদ্ধির বাসনা হইয়া থাকে, সেইরূপ

ভাণ্ডাদৌ দ্রব্যযোগাচ্চ তত্তদ্দ্রব্যস্ত বাসনা।
লেপহেতুশ্চ সম্বন্ধঃ সঙ্গঃ সম্বন্ধি চাঞ্জনম্॥ ৯॥
অতো নিরঞ্জনোঽসঙ্গো নির্লেপশ্চোচ্যতে পুমান্।
নভঃপুষ্করপত্রাদিদৃষ্টান্তৈঃ পরমর্ষিভিঃ॥ ১০॥
চিন্মাত্রানন্তশক্ত্যব্ধৌ পুমর্থপবনেরিতাঃ।
সত্ত্বাদিশক্তয়ো যান্তি বিশ্ববুদ্বুদরূপতাম্॥ ১১॥
অত ঈশশ্চিদাত্মৈব জগতঃ সন্নিধানতঃ।
মণিবৎ প্রেরকত্বেন জড়ানাময়সামিব॥ ১২॥

আত্মাতে অন্যান্য পদার্থের সম্বন্ধবশতই তাহাকে লিপ্ত ও অনুরক্ত বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক আত্মা কোন বিষয়ে লিপ্ত বা অনুরক্ত নহেন। যখন অন্যান্য পদার্থের সম্বন্ধ থাকে না, তখনই আত্মা নির্লিপ্ত ও অনুরাগহীন হইয়া থাকেন॥ ৮॥

যেমন কোন ভাণ্ডে কোন দ্রব্যযোগ হইলে সেই ভাণ্ডে সেই দ্রব্যের সম্পর্ক থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণে বিষয় সম্বন্ধ হইলেই বাসনা হয়। অতএব সম্বন্ধই লেপহেতু। যাহাতে যাহার সম্বন্ধ হয়, তাহাতে সেই পদার্থ লিপ্ত থাকে এবং সঙ্গ, সম্বন্ধি ও ভ্রক্ষণ ইহারাও লেপহেতু॥ ৯॥

যেহেতু আত্মাতে কোন বিষয়ের সম্বন্ধ নাই, অতএব আত্মাকে ঋষিগণ নিরঞ্জন, অসঙ্গ ও নির্লেপ বলিয়া থাকেন। যেমন আকাশেতে পদ্মপত্র নিক্ষেপ করিলে তাহা নভোমণ্ডলে সম্বন্ধ হয় না, তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ আত্মাতেও কোন বিষয় সম্বন্ধ হয় না। আত্মা সর্ব্ববিষয়ে অসম্বন্ধী, তাঁহার কোনপ্রকার বিষয় সম্বন্ধ নাই॥ ১০॥

সত্ত্বাদিশক্তি সকল পুরুষার্থরূপ পবনকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া চিন্ময় আত্মার অনন্তশক্তিস্বরূপ সাগরে বুদ্বুদত্ব পায়। এই বিশ্ব সেই অনন্তশক্তির শক্তিদ্বারা বুদ্বুদের ন্যায় লয় পাইতেছে॥ ১১॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা জানাযায় যে, যেমন নির্ম্মল স্ফটিকমণির সন্নিধানে যে বস্তু রাখাযায়, সেই মণিতে সেই বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া সেই মণিও

পুমানেব জগৎকর্ত্তা জগদ্ভর্ত্তাখিলেশ্বরঃ।
স্বাম্যর্থে ভৃত্যবদ্ যস্মাজ্জড়বর্গঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১৩ ॥
করণানি চ দেহেষু রাজার্থমধিকারিবৎ।
ভোগ্যজাতং মনোমন্ত্রিণ্যর্পয়ন্তি স্বভাবতঃ ॥ ১৪ ॥
তৈর্ভোগৈর্য্যুক্তমাত্মানমাবেদয়তি ধীশ্চিতি।
ঈক্ষামাত্রেণ তদ্ভুঙ্‌ক্তে রাজেবাত্মাখিলেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥

সন্নিধিস্থিত বস্তুর আকার ধারণ করে। সেইরূপ চিন্ময় আত্মাই জগতের সান্নিধ্যবশতঃ এই জগতের ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হয়েন। যেমন অয়স্কান্ত জড় পদার্থ হইয়াও লৌহের প্রেরক হয়, সেইরূপ আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও এই জগতের প্রেরক তাহা আশ্চর্য্য নহে ॥ ১২ ॥

সেই চিন্ময় পুরুষই এই জগতের কর্ত্তা, ভর্ত্তা এবং এই অখিল বিশ্বের ঈশ্বর, অর্থাৎ এই জগৎ উৎপাদন করিয়া পালন করিতেছেন। তিনি বিশ্বেশ্বর হইয়াও স্বাম্যর্থে ভৃত্যের তুল্য, ভৃত্যগণ যেমন প্রভুর প্রবৃত্তি জন্মায়। সেইরূপ তিনি জগতের ঈশ্বর বটেন, কিন্তু যে যে জড় পদার্থ সকলের প্রবর্ত্তক, সেই জড় পদার্থ সকলও সেই ঈশ্বর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ১৩।

যেমন কার্য্যে নিযুক্ত লোক সকল রাজার অর্থ সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রীর নিকটে অর্পণ করে, সেইরূপ দেহরাজ্যেতে ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতঃ ভোগ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মনোরূপ মন্ত্রীর সমীপে সমর্পণ করিয়া থাকে। ১৪।

রাজার রাজ্যাধিকারে নিযুক্ত লোক অর্থ সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রীর নিকট অর্পণ করিলে মন্ত্রী সেই সকল অর্থ রাজাকে অর্পণ করে এবং রাজাও যেমন সেই সকল অর্থ ভোগ করেন, সেইরূপ মনঃ ইন্দ্রিয় প্রদত্ত ভোগ্য সকল আত্মাকে নিবেদন করে। আত্মা দৃষ্টিমাত্রই সেই সকল ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। যেহেতু রাজা যেমন এই সাধারণ রাজ্যের ঈশ্বর, সেইরূপ আত্মাই দেহের ঈশ্বর ॥ ১৫ ॥

ধনাদেরীশ্বরো দেহো দেহস্যেন্দ্রিয়মীশ্বরম্।
ইন্দ্রিয়স্যেশ্বরী বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মেশ্বরঃ পরঃ॥ ১৬॥
কূটস্থস্যেশ্বরস্যান্যো নাস্তি প্রেরক ইত্যতঃ।
ঈশ্বরস্যাবধিত্বেন দ্রষ্টা বৈ পরমেশ্বরঃ॥ ১৭॥
অন্যস্যাগন্তুকৈশ্বর্য্যং বহুব্যাপারসঙ্কুলম্।
নির্ব্ব্যাপারস্য নির্দ্দোষমনাদ্যৈশ্বর্যমাত্মনঃ॥ ১৮॥
সর্ব্বশক্তিময়ো হ্যাত্মা শক্তিমণ্ডলতাণ্ডবঃ।
সংসারং তন্নিবৃত্তিঞ্চ মায়য়াপ্নোতি হেলয়া॥ ১৯॥
সর্ব্বাতিশায়ি নির্দ্দোষমৈশ্বর্য্যমিদমাত্মনঃ।
পশ্যতো যোগিনো বাহ্যমপ্যৈশ্বর্য্যং তৃণায়তে॥ ২০॥

ধনাদির ঈশ্বর দেহ, যেহেতু দেহই ধন উপার্জ্জন করে এবং সেই দেহের ঈশ্বর ইন্দ্রিয়, কারণ ইন্দ্রিয়গণই দেহের সকল কার্য্য করিয়া থাকে। বুদ্ধি সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বরী, যেহেতু বুদ্ধিই ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করে এবং সেই বুদ্ধিরও ঈশ্বর আত্মা; অতএব আত্মাই সকলের শ্রেষ্ঠ॥ ১৬॥

যেহেতু কূটস্থের প্রেরক আর কেহ নাই, অতএব কূটস্থের ঈশ্বরও আর কেহ নাই; সেই কূটস্থই অদ্বিতীয় ঈশ্বর। সেই কূটস্থ পর্য্যন্তই ঈশ্বরের অবধি অতএব তিনিই সর্ব্বদ্রষ্টা পরমেশ্বর॥ ১৭॥

অন্যান্যের ঐশ্বর্য্য আগন্তুক এবং তাহা বহু ব্যাপারসঙ্কুল, কিন্তু পরমাত্মার যে ঐশ্বর্য্য, তাহা নির্ব্ব্যাপার ও নির্দ্দোষ। তাঁহার ঐশ্বর্য্যে কোনরূপ ব্যাপার, অথবা দোষ নাই॥ ১৮॥

আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্, আত্মাই ঐ শক্তি সকলকে নিয়োজিত করেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর মায়াদ্বারাই এই সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মায়াতেই এই অখিল সংসারের নিবৃত্তি করিতেছেন॥ ১৯॥

সেই পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের প্রধান এবং ইহাতে দোষের লেশমাত্রও নাই, যোগিগণ পরমাত্মার এই অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শন

বাহ্যস্যাত্মোচ্যতে দেহো দেহস্যাত্মেন্দ্রিয়াণি চ।
বুদ্ধিরাত্মেন্দ্রিয়াণাস্তস্য বুদ্ধেরাত্মা তু চিন্মতঃ॥ ২১॥
অত আত্মাবধিত্বেন পরমাত্মোচ্যতে চিতিঃ।
তথান্তঃকরণৈর্যোগাজ্জীব ইত্যুচ্যতে চিতিঃ॥ ২২॥
অবিদ্যাকার্য্যরহিতঃ পরমাত্মেতি চ স্মৃতিঃ।
যস্য যদ্ ব্যাপকং তস্য তদ্ ব্রহ্মাতো ধরাদিকম্॥ ২৩॥

করিয়া বাহ্য ঐশ্বর্য্যকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞান করেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য্যও ঐ অতুল ঐশ্বর্য্যের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর॥ ২০॥

দেহই অন্যান্য বাহ্যপদার্থ সকলের আত্মা, সেই দেহের আত্মা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের আত্মা বুদ্ধি এবং বুদ্ধির আত্মা সেই চিন্ময় পুরুষ। যেহেতু পাঞ্চ-ভৌতিক বাহ্যপদার্থ কাষ্ঠ পাষাণাদি হইতে দেহ, দেহ হইতে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে চিন্ময়ের প্রাধান্য প্রতীত হয়॥ ২১॥

পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠ পাষাণাদি হইতে চিন্ময়পুরুষ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর প্রাধান্য হইয়া চিন্ময়েতে প্রাধান্যের অবধি হইয়াছে, অতএব সেই চিন্ময়কে পরমাত্মা বলা যায়। সেই পরমাত্মাতে অন্তঃকরণাদির যোগবশতঃই তিনি জীব শব্দের বাচ্য হয়েন। চিন্ময়ে যখন অন্তঃকরণাদির সম্বন্ধ থাকেনা, তখনই তিনি পরমাত্মা এবং যখন অন্তঃকরণাদির যোগ হয়, তখনই তাঁহাকে জীব বলা যায়॥ ২২॥

স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, চিন্ময় পুরুষ অবিদ্যার কার্য্য রহিত হইলেই পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হয়েন। ইহাতে জানা যায় যে, যে যাহার ব্যাপক সেই তাহার ব্রহ্ম। এইরূপে পৃথিবী প্রভৃতিও ব্রহ্ম হয়েন। যে পদার্থ হইতে পৃথিবী ব্যাপক, সেই পদার্থের সম্বন্ধে পৃথিবী ব্রহ্ম এবং পৃথিবী হইতে যে পদার্থ ব্যাপক, সেই পদার্থ পৃথিবীর ব্রহ্ম, ইত্যাদিরূপে ব্যাপকতা দ্বারা পর পর ব্রহ্মত্বসিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ২৩॥

প্রকৃত্যন্তং ভবেদ্ ব্রহ্ম স্বস্বকার্য্যাদ্যপেক্ষয়া।
সেশ্বরে সাংখ্যবাদেপি চিতেরেবানুমন্যতে ॥ ২৪ ॥
পরে বা পরমাত্মত্বাদিকঞ্চ ন জড়ে ক্বচিৎ।
অধ্যক্ষব্যাপকত্বাভ্যাং পরং ব্রহ্ম তু চেতনঃ ॥ ২৫ ॥
তস্যাধ্যক্ষং ব্যাপকঞ্চ ন হেতুবিধয়াস্তি হি।
অসংখ্যাত্মা নভোরাশিরবিভক্তৈকরূপকঃ ॥ ২৬ ॥
সোঽতশ্চিদ্ঘনবিজ্ঞানঘনাত্মঘনসংজ্ঞকঃ।
প্রকাশস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বস্য দ্রষ্টৃতয়াঽপি চ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বস্ব কার্য্যাপেক্ষায় ব্যাপকতাদ্বারা প্রকৃতি পর্য্যন্ত ব্রহ্মত্বের সিদ্ধি আছে। সাংখ্যবাদিরা প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাহাদিগের মতে সেই চিন্ময় পুরুষই ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হয়েন; যেহেতু সেই চিন্ময়ই সর্ব্বব্যাপক, তাঁহা ইহাতে ব্যাপক আর কেহ নাই ॥ ২৪ ॥

অন্যান্য বাদীরা অন্য অন্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু কেহই জড়-পদার্থকে পরমাত্মা বলেন না। যেহেতু সেই চিন্ময় পুরুষই সকলের অধ্যক্ষ ও সকলের ব্যাপক; অতএব তিনিই পরমব্রহ্ম। তদ্ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই পরমব্রহ্ম হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

নানাপ্রকার হেতু দর্শনে চিন্ময়কেই সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বাধ্যক্ষ বলিয়া জানা যায়। কোন হেতুতেই সেই চিন্ময়ের ব্যাপক, অথবা অধ্যক্ষ যে আর কেহ আছে, এমত বোধ হয় না। যদি বল, জীবাত্মা ও আকাশ ইহারাও সকলের ব্যাপক, অতএব তাহাদিগেকে পরমাত্মা বলি। তাহা বলিতে পার না। যেহেতু জীবাত্মা অসংখ্য এবং আকাশ রাশিস্বরূপ, তাহারা অবিভক্ত বা একরূপ নহে; কিন্তু যিনি পরমাত্মা, তিনি অবিভক্ত ও একরূপ ॥ ২৬ ॥

যেহেতু পরমাত্মা অন্যের প্রকাশ অপেক্ষা করেন না, তিনি স্বপ্রকাশমান

স্বপ্রকাশঃ পুমানুক্ত ইতরে তদ্বিলক্ষণাঃ।
ভোগোঽভ্যবহৃতিঃ সা চ কূটস্থে নাস্তি ধীষ্বিব ॥ ২৮ ॥
ধীবৃত্তিপ্রতিবিম্বাখ্যগৌণভোগা তু ভোক্তৃতা।
সাক্ষাদ্ধীবৃত্তিদ্রষ্টৃত্বাদ্বুদ্ধিসাক্ষ্যুচ্যতে পুমান্ ॥ ২৯ ॥
বিনা বিকারং দ্রষ্টৃত্বাৎ সাক্ষী তূক্তোঽখিলস্য সঃ।
চৈত্যোপরাগরূপত্বাৎ সাক্ষিতাপ্যধ্রুবা চিতঃ ॥ ৩০ ॥
উপলক্ষণমেবেদমপি ব্যাবৃত্তয়ে জড়াৎ।
অতঃ পুমাননির্দ্দেশ্যোঽণুশ্চ সূক্ষ্মশ্চ কথ্যতে ॥ ৩১ ॥

এবং তিনিই সকলের দ্রষ্টা। তাঁহার দ্রষ্টা কেহ নাই, অতএব সেই পরমাত্মার চিদ্ঘন, বিজ্ঞানঘন ও আনন্দঘন এই তিনটি নাম হইয়াছে, উক্ত নামত্রয়ের প্রকৃত অর্থ অন্য কোন বস্তুতে সম্ভবে না ॥ ২৭ ॥

যে চিন্ময়পুরুষের কথা উক্ত হইল, তিনিই স্বপ্রকাশস্বরূপ। অন্যান্য পদার্থ স্বপ্রকাশস্বরূপ নহে। কূটস্থ চৈতন্যের ভোগের ব্যবহার নাই, তাহা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিরই হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

বুদ্ধি ভোগ করে এবং সেই বুদ্ধির প্রতিবিম্ব আত্মাতে পতিত হয়, এই নিমিত্ত আত্মার গৌণভোক্তৃত্ব আছে, তাঁহার সাক্ষাৎ ভোক্তৃত্ব নাই। তিনি সাক্ষাৎ বুদ্ধিবৃত্তির দ্রষ্টা, অতএব তাঁহাকে বুদ্ধির সাক্ষী বলাযায় ॥ ২৯ ॥

পরমাত্মার কোনরূপ বিকার নাই, অথচ তিনি সকলের দ্রষ্টা, অতএব সেই পরমাত্মাই সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ। কিন্তু চিত্তের উপরাগহেতু তাঁহার সাক্ষিতা অস্থির। যখন চিত্তের অনুরাগ হয়, তখনই তিনি সকল পদার্থের সাক্ষী হন। যখন সেই অনুরাগ থাকে না, তখন তিনি কোন বিষয়ই অবলোকন করেন না ॥ ৩০ ॥

তাঁহার সর্ব্বসাক্ষিত্ব উপলক্ষণ মাত্র। জড়পদার্থ হইতে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্তই এইরূপ উপলক্ষণ কল্পিত হইয়া থাকে। অতএব পরমাত্মা অনির্দ্দেশ্য, এই নিমিত্ত তাঁহাকে অণু ও সূক্ষ্ম বলা যায় ॥ ৩১ ॥

বিনা দৃশ্যমদৃশ্যত্বাদব্যক্তশ্চোচ্যতে স্বতঃ।
অদৃশ্যো দৃশ্যতে রাহুর্গৃহীতেন যথেন্দুনা॥ ৩২॥
অদৃশ্যং চাস্যমাদর্শে চিত্তথা স্বস্ববুদ্ধিষু।
চিতি বিশ্বস্য সঙ্গশ্চেদ্‌ বিশ্বং ভাসেত সর্ব্বদা॥ ৩৩॥
বিশ্বাধারোপ্যতঃ শূন্যমিতি চিদ্গীয়তে খবৎ।
দৃশ্যদোষান্‌ মৃষাবুদ্ধির্ন কর্য্যারোপ্য নির্ম্মলে॥ ৩৪॥
আদর্শে মলবদ্‌ ব্যোম্নি দোষদৃষ্ট্যা তু তপ্যতে।
বস্তুতশ্চিতি নাস্ত্যেব মলো দৃশ্যাশ্রিতঃ সদা॥ ৩৫॥

সেই চিৎস্বরূপ পরমাত্মা দৃশ্য নহেন, তাঁহার অদৃশ্যতাহেতুই তাঁহাকে অব্যক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়। রাহুকে কেহ তখন দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু যখন সেই রাহু চন্দ্রকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়, তখন সেই রাহুকে সকলেই দেখিতে পায়। যেমন রাহু নির্ম্মল চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত হইলেই তাহাকে সকলে দেখিতে পায়, সেইরূপ আত্মা অদৃশ্য হইয়াও বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই তাঁহাকে দৃশ্য বলিয়া জ্ঞান হয়॥ ৩২॥

যেমন অদৃশ্য মুখও দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইলে তাহা দৃশ্য হয়, সেইরূপ স্বস্ব বুদ্ধিতে চিত্ত প্রতিবিম্বিত হইলেই চিত্ত প্রকাশিত হয় এবং সেই চিত্তে বিশ্বের সঙ্গতিবশতঃ অদৃশ্য বিশ্বও স্বয়ং প্রকাশ পাইতে থাকে॥ ৩৩॥

যেমন আকাশ বিশ্বাধার হইয়াও শূন্য; সেইরূপ আত্মা বিশ্বাধার বটেন, তথাপি তিনি চিৎস্বরূপে গীয়মান হয়েন। অতএব তিনি দ্রষ্টা পুরুষেতে দৃশ্যরূপ দোষ আরোপ করিয়া তাহাকে বৃথা দৃশ্য বুদ্ধি কর্ত্তব্য নহে॥ ৩৪॥

আদর্শস্বরূপ পরমাত্মাতে দোষ দৃষ্টিদ্বারা মলবত্তা বুদ্ধি করিয়া অজ্ঞলোক পরিতপ্ত হয়। বাস্তবিক সেই চিৎস্বরূপে মলসম্পর্ক নাই, যেহেতু দৃশ্য বস্তুতেই মল থাকে। যে বস্তু স্বচ্ছ সর্ব্বপ্রকার মলসম্পর্ক বিহীন, সেই বস্তু কখনও দৃশ্য হয় না এবং তাহাতে মলবত্তাও সম্ভবে না॥ ৩৫॥

অতশ্চ নির্ম্মলঃ স্বচ্ছো নির্দ্দোষশ্চোচ্যতে পুমান্।
সজাতীয়েষু বৈধর্ম্ম্যলক্ষণা নাস্তি যদ্‌ভিদা॥ ৩৬॥
অত আত্মা সমঃ প্রোক্ত ঐকরূপ্যাচ্চ সর্ব্বদা।
দেহাধ্যক্ষতয়া দেহী পুর্য্যভিব্যক্তিতঃ পুমান্॥ ৩৭॥
একাকিত্বাদদ্বিতীয়ঃ কেবলশ্চোচ্যতে তু সঃ।
চিচ্ছক্ত্যপ্রতিবন্ধেন প্রোচ্যতে নাবৃতঃ পুমান্॥ ৩৮॥
সর্ব্বস্বামিতয়া চাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রবেদনাৎ।
হৃৎসরোবরধীপদ্মদলবৃত্তিষু লীলয়া॥ ৩৯॥
চরন্নিবানন্দমীনান্ ভুঞ্জানো হংস উচ্যতে।

পূর্ব্বোক্তপ্রমাণে জানাযায় যে, সেই চিন্ময়পুরুষ নির্ম্মল; অতএব তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলাযায়। যেহেতু সজাতীয় পদার্থে বৈধর্ম্ম্য লক্ষণা নাই। (যাবতীয় স্বচ্ছ পদার্থেই কোন দোষ লক্ষিত হয় না; সুতরাং চিন্ময় স্বচ্ছ পুরুষে বৈধর্ম্ম্যরূপ মল থাকিতে পারে না)॥ ৩৬॥

আত্মা সর্ব্বদাই একরূপ, অতএব তাঁহাকে সম বলিয়া থাকে। তিনি দেহের অধ্যক্ষ, এই নিমিত্ত সেই আত্মাকে দেহী এবং তিনি দেহরূপ পুরীতে অভিব্যক্ত হয়েন, অতএব তাঁহাকে পুরুষ বলাযায়॥ ৩৭॥

সেই আত্মা একাকী, অতএব তাঁহাকে অদ্বিতীয় ও কেবল বলাযায়। আর চিৎশক্তির অপ্রতিবন্ধহেতু সেই পরমাত্মাকে অনাবৃত বলিয়া থাকে। কদাচ তাঁহার চিৎশক্তির অন্যথা হয় না; সুতরাং তাঁহার আবরণ নাই॥ ৩৮॥

তিনি সকলের স্বামী, এই নিমিত্ত তাঁহাকে আত্মা বলে। তাঁহার ক্ষেত্রজ্ঞানশক্তি আছে, অতএব তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি সর্ব্বদা অবলীলা-ক্রমে জীবগণের হৃৎসরোবরের বুদ্ধিরূপ পদ্মদলে ক্রীড়া করেন, এই নিমিত্ত তিনি ক্ষেত্রজ্ঞপদে অভিহিত হইয়া থাকেন॥ ৩৯॥

সেই আত্মা হৃৎসরোবরের আনন্দস্বরূপ মীন সকল ভোজনকরতঃ সেই হৃৎসরোবরে বিচরণ করেন, অতএব তাঁহাকে হংস বলা যায়। তিনি

হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশন্ পুনঃ ॥ ৪০ ॥
প্রাণবৃত্ত্যানয়া চাপি প্রাণ্যাত্মা হংস উচ্যতে।
শরীরগিরিহৃদ্ব্যোমগুহায়াং বুদ্ধিভার্য্যয়া ॥ ৪১ ॥
ব্যজ্যমানস্তয়া সার্দ্ধং স্বপন্নিব গুহাশয়ঃ।
ত্রিগুণাত্মকমায়াং স্বাং সান্নিধ্যাৎ পরিণাময়ন্ ॥ ৪২ ॥
মায়ীতি কথ্যতে চাত্মা তৎকৃতানৃতবেশধৃক্।
স্বান্যেকাদশ ভূতানি পঞ্চৈতানি তু ষোড়শ ॥ ৪২ ॥
পুংসঃ কলাস্তত্ত্বতস্তু নিরংশত্বাৎ স নিষ্কলঃ।
অহংশব্দঃ স্বামিবাচী স্বামী সাক্ষী তু চেতসঃ ॥ ৪৪ ॥

"হং" এই শব্দদ্বারা বাহিরে গমন করেন এবং "সকার" দ্বারা পুনর্ব্বার অন্তরে প্রবেশ করিতেছেন। (আত্মা সর্ব্বদাই "হংসঃ" এই বীজ জপ করিয়া থাকেন) ॥ ৪০ ॥

সেই আত্মাপ্রাণের বৃত্তিদ্বারা যাতায়াত করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে প্রাণী, আত্মা ও হংস বলিয়া থাকে। তিনি এই শরীরস্বরূপ পর্ব্বতের হৃদয়রূপগুহাতে বুদ্ধিস্বরূপ ভার্য্যার সহিত বাস করেন ॥ ৪১ ॥

তিনি বুদ্ধিস্বরূপ স্বীয় ভার্য্যার সহিত বর্ত্তমান হইয়া হৃদয়গুহাতে শয়ন করিয়া আছেন এবং স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সান্নিধ্যবশতঃ তাঁহার পরিণামসাধনকরতঃ মায়ী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি কেবল সেই মায়ানির্ম্মিত বেশ ধারণ করেন। বাস্তবিক তিনি মায়ার আশ্রিত অথবা মায়ার কার্য্য নহেন, কেবল মায়ার পরিণামের কর্ত্তা বলিয়াই তাঁহাকে মায়িক বলাযায়। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোড়শ পদার্থই মায়ার বেশ। কিন্তু এই বেশ সত্য নহে, ইহাদিগের কেবল নামমাত্রই সার, বাস্তবিক সারপদার্থ নহে; তিনি এই সকল মায়ার পরিচ্ছেদ ধারণ করিয়াই অভিব্যক্ত হয়েন ॥ ৪২-৪৩ ॥

প্রতি পুরুষেরই কলা অর্থাৎ অংশ আছে, কিন্তু পরমাত্মার কোনরূপ অংশ নাই, এই নিমিত্ত তিনি নিষ্কল। "অহং" এই শব্দ স্বামিবাচক, যিনি স্বামী

অতোঽহমিতি শব্দেন চিন্মাত্রং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্ববেত্তা সর্ব্বকর্ত্তাদ্বয়ঃ পুমান্ ॥ ৪৫ ॥
সামান্যাদুচ্যতে যদ্বদ্ রাজা সর্ব্বনরাধিপঃ।
আত্মাদ্বৈতস্য সূত্রেণ জাতিমাত্রেণ বর্ণনাৎ ॥ ৪৬ ॥
প্রলয়ো হি বিজাতীয়দ্বৈতশূন্যত্বমাত্মনাম্।
অসঙ্গত্বান্নিত্যশুদ্ধো নিত্যবুদ্ধশ্চ চিত্ত্বতঃ ॥ ৪৭ ॥
নিত্যমুক্তস্তথা নিত্যনির্দুঃখত্বাৎ পুমান্ মতঃ।
ইত্যাদিগুরুশাস্ত্রোক্তদিশা স্বানুভবেন চ ॥ ৪৮ ॥

তিনি চিত্তের সাক্ষীস্বরূপ "আমি করিতেছি, আমি বলিতেছি" ইত্যাদিস্থলে সেই জগৎস্বামীই করিতেছেন ও বলিতেছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥

যেহেতু আত্মা চিত্তের সাক্ষী, অতএব পণ্ডিতগণ "অহং" এই শব্দদ্বারা চিন্মাত্রকে কহিয়া থাকেন। সেই চিন্ময়পুরুষই সকলের ঈশ্বর, সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বকর্ত্তা এবং অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥৪৫ ॥

যেমন রাজা মনুষ্যের কতিপয় কার্য্যের অধিপতি বলিয়া সামান্যতঃ রাজাকেই লোকে নরাধিপ বলিয়া থাকে, সেইরূপ যিনি সকলের সর্ব্ব-কার্য্যের অধিপতি, তিনিই সর্ব্বেশ্বর। তাঁহাকে যে সর্ব্বাধিপতি বলাযায়, ইহা তাঁহার পক্ষে অনুচিত নহে। বাস্তবিক রাজাকে যে নরাধিক বলা যায়, তাহাও সেই অদ্বিতীয় আত্মার কার্য্যের সজাতীয়রূপে বর্ণনামাত্র। প্রকৃতপক্ষে সেই আত্মাভিন্ন অধিপতি আর কেহই নাই ॥ ৪৬ ॥

আত্মার বিজাতীয়হেতু শূন্যত্বই প্রলয়। আত্মাতিরিক্ত পদার্থের অভাব হইলেই প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই আত্মা অসঙ্গ, অতএব তিনি নিত্যশুদ্ধ এবং চিৎস্বরূপে বিদ্যমান আছেন; সুতরাং তাঁহাকে নিত্যবুদ্ধ বলিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

"সেই আত্মা নিত্যমুক্ত ও নিত্যনির্দুঃখস্বরূপ" ইত্যাদি, গুরুশাস্ত্রোক্ত উপদেশানুসারে আপন অনুভবদ্বারা সেই আত্মার অনুভব করিবে ॥ ৪৮ ॥

বৈধর্ম্ম্যাদাত্মনোঽনাত্মবিবেকঃ ক্রিয়তাং বুধৈঃ।
পরিচ্ছেদচতুষ্কেণ পুম্প্রকৃত্যোঃ সুবিস্তরাৎ।
বৈধর্ম্ম্যগণ উক্তোঽয়ং ধ্যায়িনামাশু মুক্তিদঃ॥ ৪৯॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতে সাংখ্যসারে আত্ম-
বৈধর্ম্ম্যগণপরিচ্ছেদঃ॥ ৫॥

পূর্ব্বোক্ত সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যদ্বারা আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আত্মানাত্মবিবেক নির্ণয় করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছেদ চতুষ্টয়ে প্রকৃতি ও পুরুষের বৈধর্ম্ম্য সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। উক্তরূপ বৈধর্ম্ম্য অনুসন্ধানপূর্ব্বক প্রকৃতিপুরুষের ধ্যান করিলেই আশুমুক্তিলাভ হইয়া থাকে॥ ৪৯॥

ইতি সাংখ্যসারে উত্তরভাগে পঞ্চম পরিচ্ছেদ॥ ৫॥

ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিবেকমেব সদ্‌যুক্ত্যা মত্বা তদনুভূয়তে।
রাজযোগং যথা কুর্যাৎ সমাসেন তদুচ্যতে ॥ ১ ॥
অশক্তো রাজযোগস্য হঠযোগেঽধিকারবান্।
বাশিষ্ঠে হি বশিষ্ঠায় ভুষুণ্ডেনৈবমীরিতম্ ॥ ২ ॥
জ্ঞানাবৃত্তী রাজযোগে প্রাণায়ামাসনে হঠে।
মুখ্যে তেঽঙ্গতয়ান্যোন্যং সেব্যে শক্ত্যনুসারতঃ ॥ ৩ ॥

যেরূপে সদ্‌যুক্তিদ্বারা আত্মানাত্মবিবেক হইলে ব্রহ্মবিজ্ঞান হয়, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এইক্ষণ যেরূপে রাজযোগ করিতে হয়, সেই প্রণালীসংক্ষেপে কথিত হইতেছে।—(যেমন আত্মানাত্ম-বিবেক ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ, সেইরূপ রাজযোগদ্বারাও আত্মজ্ঞান হইতে পারে) ॥ ১ ॥

যাহারা রাজযোগে অশক্ত, তাহারা হঠযোগের অধিকারী। বশিষ্ঠ সংহিতাতে ভুষুণ্ডমুনি এইরূপে বশিষ্ঠমুনিকে রাজযোগ সবিস্তর উপদেশ করিয়াছেন। (কেহ কখনও প্রথমতঃ রাজযোগ সাধন করিতে পারে না, হঠযোগ অভ্যাস করিয়া কৃতকার্য্য হইলেই ক্রমশঃ রাজযোগ সাধনের শক্তি জন্মে) ॥ ২ ॥

রাজযোগেতে জ্ঞান ও যোগাভ্যাসের শক্তি হয় এবং হঠযোগে প্রাণায়াম ও আসন সিদ্ধি হইয়া থাকে। রাজযোগ ও হঠযোগ এই উভয়ই যোগের মধ্যে প্রধান। এই যোগদ্বয়ের পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাব আছে, অর্থাৎ রাজযোগ সিদ্ধি হইলেও হঠযোগের সাধন হয় এবং হঠযোগের সাধন হইলেও রাজ-যোগ সিদ্ধি হইতে পারে। অতএব আপন শক্তি অনুসারে উক্ত উভয়প্রকার

বিষয়েঽনন্তদোষা যে শ্রুতিস্মৃতিসমীরিতাঃ।
ত আদৌ পরিদ্রষ্টব্যাশ্চিত্তস্থৈর্য্যায় যোগিভিঃ॥ ৪ ॥
কামবীজান্যনন্তানি সম্প্ররোহন্তি যদ্ধৃদি।
তত্রাটবীনিভে জ্ঞানপুণ্যশস্যং ন বর্দ্ধতে॥ ৫ ॥
দোষদৃষ্ট্যাগ্নিসন্দগ্ধে কামবীজে তু চেতসি।
গুরুশাস্ত্রহলৈঃ কৃষ্টে সুক্ষেত্রে তদ্বিবর্দ্ধতে॥ ৬ ॥

যোগসাধন করিবে। (এই উভয় যোগসিদ্ধি হইলে অন্যান্য যোগও সাধ্যায়ত্ত হইয়া থাকে)॥ ৩॥

সাংসারিক বিষয়ে যে রাশি রাশি দোষ আছে, তাহা শ্রুতিস্মৃতিতে ভূয়োভূয়ঃ কথিত হইয়াছে। যোগিগণ চিত্তস্থৈর্য্যের নিমিত্ত প্রথমতঃ সেই সকল বৈষয়িক দোষ দর্শন করিবে। (অনন্ত বৈষয়িক দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগের প্রতিকার করিতে পারিলেই চিত্তের স্থৈর্য্যসাধিত হয়। অতএব চিত্তকে সুস্থির করিতে পারিলেই যোগসাধনের পন্থা পরিষ্কৃত হইতে থাকে। চিত্তের স্থিরতা ব্যতিরেকে যোগসাধনাদি কোনরূপ জ্ঞান সাধনকার্য্য হইতে পারে না)॥ ৪॥

হৃদয়ক্ষেত্রে সর্ব্বদা অসংখ্য কামনার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, অতএব হৃদয়াটবীতে জ্ঞানস্বরূপ পুণ্য শস্য বর্দ্ধিত হইতে পারে না। (লোকের মনে সর্ব্বদাই অনন্ত বাসনা হইতেছে, সেই সকল বাসনামধ্যে কোনরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয় না, সকল বিষয়বাসনা চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখে; সুতরাং কোনরূপ সদনুষ্ঠানেও শক্তি থাকে না)॥ ৫॥

দোষ দৃষ্টিস্বরূপ অগ্নিদ্বারা চিত্তগত কামনার বীজ সকল দগ্ধ হইলে গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্রস্বরূপ হলদ্বারা সেই চিত্তক্ষেত্রকে কর্ষণকরিলে সেই সুক্ষেত্ররূপ চিত্তভূমিতে পুণ্যশস্য বর্দ্ধিত হইতে পারে। (সাংসারিক বিষয়েতে যে সকল দোষ আছে, তাহা দর্শন করিলেই চিত্ত হইতে বিষয় বাসনা অন্তরিত হয়, তখন গুরুর সদুপদেশানুসারে শাস্ত্রচর্চ্চাদ্বারা তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে)॥ ৬॥

সত্যেষসত্যাং প্রচুরাং তথা রম্যেষ্বরম্যতাম্।
সুখেষু প্রচুরং দুঃখং পশ্যন্ ধীরো বিরজ্যতে ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মলোকোঽপি নরকো বিনাশামেধ্যপূরিতঃ।
যুক্তশ্চ স্বাধিকৈরন্যৈস্ত্রৈগুণ্যাদপি দুঃখযুক্ ॥ ৮ ॥
তত্রত্যৈরপি মুক্ত্যর্থং যত্যতে জন্মভীরুভিঃ।
অতো জ্ঞেয়ঃ সমাসেন লোকঃ সর্ব্বোঽপি দুঃখযুক্ ॥ ৯ ॥
ইদং মে স্যাদিদং মা স্যাদিতীচ্ছাব্যথিতং মনঃ।

সত্যেতে অসত্যতা, রম্যেতে অরম্যত্ব এবং সুখেতে দুঃখ দর্শন করিয়া ধীরব্যক্তি সংসার হইতে বিরত হইয়া থাকেন। (প্রকৃতরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সংসারে যাহাকে সত্য বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, তাহা সত্য নহে; যাহা মনোহর বলিয়া জ্ঞান ছিল, তাহা রমনীয় নহে এবং যাহা সুখ বলিয়া বোধ ছিল, তাহা সুখ নহে; উহা বাস্তবিক দুঃখ। এইরূপ জ্ঞান হইলেই সাংসারিক বিষয়েতে বিরক্তি হইয়া থাকে)। ৭।

যাহারা সাংসারিক বিষয়কে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগের পক্ষে ব্রহ্মলোকও নরকস্বরূপ, কারণ সাংসারীরা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও বিনাশ পায়; সুতরাং সেই ব্রহ্মলোকও বিনষ্ট অপবিত্র প্রাণীদ্বারা পরিপূর্ণ হয়। অতএব সেই ব্রহ্মলোকও নরক তুল্য জ্ঞান হইয়া থাকে। যাহারা আত্মাতিরিক্ত বিষয়ে যুক্ত হয়, তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও ত্রিগুণ দুঃখ ভোগ করে, কোনস্থানেও তাহাদিগের প্রকৃতস্বাস্থ্য নাই। ৮।

যাহারা এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহকে ভয়করে, তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকে। আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানদ্বারা মুক্তি না হইলে আর দুঃখ নিবারণের অন্য উপায় নাই। ইহাদ্বারা সামান্যতঃ জানা যাইতেছে যে, যাহারা সংসারমায়াপাশে আবদ্ধ আছে, তাহারাই দুঃখভোগী। ৯।

যাহারা সর্ব্বদা বিষয় বাসনাতে অনুরক্ত, তাহাদিগের মনঃ "ইহা আমার এবং ইহা আমার নহে" ইত্যাদি ইচ্ছাদ্বারা সর্ব্বদা ব্যথিত আছে। বিষয়

স্বভাবাৎ তেন বিজ্ঞেয়ং দুঃখং চিত্তেন সঙ্গতিঃ ॥ ১০ ॥
সুখং সুষুপ্তিঃ পরমা দুঃখং বিষয়বেদনম্।
সুখদুঃখসমাসোঽয়ং কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ ॥ ১১ ॥
তস্মাদনর্থানর্থাতান্ পরীক্ষ্য বিষয়ান্ সুধীঃ।
উৎসৃজেৎ পরমার্থার্থী বালরম্যানহীনিব ॥ ১২ ॥

বাসনানুরক্ত ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই মনোভঙ্গজন্য দুঃখভোগ করিয়া থাকে। এই যুক্তিতে জানাযায় যে, চিত্তের সহিত যে বিষয়ের সঙ্গতি আছে, তাহাই দুঃখ। (যাবৎ চিত্ত হইতে বিষয়সংসর্গ নিবারিত না হয়, তাবৎ কাহারও দুঃখ-নিবৃত্তি হইতে পারে না) ॥ ১০ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তিদ্বারা জানাযায় যে, সুষুপ্তিই পরম সুখ এবং বিষয়জ্ঞানই দুঃখ। (যখন সুষুপ্তি হয়, তখন কোনরূপ বিষয়জ্ঞান থাকে না; সুতরাং তাহা সুখ বলিয়া প্রতীত হয়। বিষয় ভোগকালে নানাপ্রকার বিষয়ে অভিলাষ হইয়া থাকে, তখন মনের যত প্রকার বাসনা জন্মে, সেই সকল পরিপূরণ করা কাহারও সাধ্যয়ত্ত হয় না; সুতরাং তাহাতেই নানাপ্রকার দুঃখই হইয়া থাকে।) অতএব সুষুপ্তি ও বিষয়জ্ঞান ইহাই সুখদুঃখের সংক্ষেপ, অর্থাৎ সুষুপ্তি হইলেই দুঃখের লাঘব হয় এবং বিষয়জ্ঞানকালে সুখের সংক্ষেপ হইয়া থাকে, কারণ বিষয়ভোগে প্রকৃত সুখ হইতে পারে না। যাহা হউক এই বিষয়ে বহুবাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন ॥ ১১ ॥

বিষয়ই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ। অতএব সুধীর ব্যক্তিরা বিষয়ই সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল, ইহা সম্যক্‌প্রকারে পরীক্ষা করিয়া পরমার্থ লাভের প্রত্যাশায় বালরম্য সর্পের ন্যায় এই সকল সাংসারিক বিষয় পরিত্যাগ করিবে। (যেমন সর্পশিশু দেখিতে অতিমনোহর বটে, কিন্তু তাহাকে পালন করিলে পরিণামে বিষপ্রয়োগদ্বারা প্রাণবিনাশ করে। সেইরূপ আপাত রমণীয় বিষয় সকল পরিণামে বিষের ন্যায় ক্লেশ প্রদান করে। অতএব সর্ব্বথা বিষয় পরিত্যাগ করাই সুবুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য কার্য্য। কখনও মুক্তি-কামীরা বিষয়ে অনুরক্ত হইবে না) ॥ ১২ ॥

ইত্যাদিকানন্তদোষদৃষ্ট্যা রাগস্য তানবে।
মায়াবিবেকতঃ শুদ্ধমাত্মানং চিন্তয়েৎ সদা ॥ ১৩ ॥
ইদং তদিতি নির্দ্দেষ্টুং গুরুণাপি ন শক্যতে।
উদাসীনস্যাত্মতত্ত্বং স্বয়মেব প্রকাশতে ॥ ১৪ ॥
বুদ্ধিবোধাত্মকো বুদ্ধিসাক্ষী বুদ্ধেঃ পরো বিভুঃ।
কূটস্থোঽহং চিদাদিত্য ইত্যেকাগ্রোঽনুচিন্তয়েৎ ॥ ১৫ ॥
বৃত্তিবোধো ঘটচ্ছিদ্রমিব নাশ্যল্প ঈক্ষ্যতে।

পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিষয়ে নানাপ্রকার দোষ দেখা যায়, অতএব সেই বিষয়ানুরাগের লাঘবার্থ মায়াময় সংসারের বিবেকদ্বারা দোষশূন্য পরমাত্মাকে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। (সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব চিন্তায় নিরত থাকিলেই বিষয়ানুরাগের হ্রাস হইতে থাকে। বিষয় সেবা করিলে সেই সকল বৈষয়িক দোষের প্রতি দৃষ্টি হয় না; সুতরাং বিষয়ানুরাগের লাঘবও হইতে পারে না। বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিবেক শক্তিদ্বারা বিষয়ের দোষানুসন্ধান করিলেই বিষয়ানুরাগের হ্রাস হইয়া থাকে) ॥ ১৩ ॥

বিষয়ানুরাগী গুরুও "ইদমেবতত্ত্বং অর্থাৎ ইহাই পরব্রহ্ম" এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন না। যাহারা উদাসীন, সর্ব্বপ্রকার বিষয়ে নির্লিপ্ত, তাহাদিগের স্বভাবতঃই আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায়। (শাস্ত্রপারদর্শী গুরুগণও বিষয়ানুরাগসত্ত্বে সহস্র সহস্র উপায় অবলম্বন করিয়াও আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন না। কিন্তু যাহারা উদাসীন, সংসারে অনাশক্তচিত্ত, তাহাদিগের হৃদয়াকাশে স্বভাবতঃই পরমাত্মজ্যোতিঃপ্রকাশ পাইতে থাকে) ॥ ১৪ ॥

যিনি বুদ্ধিরও বোধস্বরূপ, অর্থাৎ বুদ্ধির সাক্ষী এবং বুদ্ধির অতীত পরাৎপর, জগদ্ব্যাপক, আমিই সেই কূটস্থ নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, ইত্যাদিরূপে একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই পরমাত্মাকে চিন্তা করিবে। (এই প্রকারে প্রতিক্ষণ সেই পরমাত্মাতত্ত্ব চিন্তা করিলেই তত্ত্বজ্ঞান হয়) ॥ ১৫ ॥

বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা যে সকল বোধ হয়, তাহা বিনাশী এবং অল্পক্ষণস্থায়ী। যেমন ঘটেতে যে সকল ছিদ্র থাকে, সেই সকল সহসা বিনাশ পায়। সেইরূপ

বস্তুতো বৃত্তিবোধোঽহং পূর্ণো ব্যোমবদক্ষয়ঃ ॥ ১৬ ॥
অন্তর্যদ্ দৃশ্যতে সর্ব্বং তদ্ বুদ্ধের্বৃত্তিরুচ্যতে।
তেভ্যোদুঃখাত্মকেভ্যোঽহং সাক্ষাৎ তদ্বীক্ষিতা পৃথক্ ॥১৭॥
কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধো হি বৃত্ত্যাবৃত্তিপ্রকাশনে।
বৃত্তিধারাকল্পনে চ গৌরবাদিতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৮ ॥
হর্ষশোকভয়ক্রোধলোভমোহমদৈস্তথা।
দ্বেষাভিমানকার্পণ্যনিদ্রালস্যস্মরাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৈশ্চ সম্পূর্ণা বুদ্ধির্দুঃখময়ী তু মে।
আত্মানং দর্শয়ত্যেব ভাস্করায়েব রোগিণঃ ॥ ২০ ॥

বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা যে বোধ হয়, তাহাও চিরস্থায়ী নহে। বাস্তবিক আমিই সেই বৃত্তিবোধস্বরূপ, এই জ্ঞান আকাশের ন্যায় পূর্ণ এবং অক্ষয় ॥ ১৬ ॥

অন্তরে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহাকেই বৃত্তি বলাযায়। কিন্তু সেই অন্তর্দৃশ্য দুঃখাত্মক পদার্থ হইতে "আমিই সাক্ষাৎ সেই বৃত্তির দ্রষ্টা" এই জ্ঞান পৃথক্। এইরূপে আত্মাকে বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া জানিতে পারিলেই আত্মজ্ঞান সুসাধ্য হয় ॥ ১৭ ॥

বৃত্তিদ্বারা বৃত্তির প্রকাশ হয়, এইরূপ কল্পনা করিলে কর্ম্মকর্ত্তৃত্ববিরোধ হয়। যদি বৃত্তিই বৃত্তিকে প্রকাশ করিল, তবে কে কর্ত্তা, কে কর্ম্ম? তাহার নিশ্চয় থাকে না। অতএব বৃত্তি-কল্পনা করা বৃথা; বিশেষতঃ ধারাবাহিক বৃত্তি কল্পনা করিলে গৌরব হয় ॥ ১৮ ॥

হর্ষ, শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মত্ততা, দ্বেষ, অভিমান, কার্পণ্য, নিদ্রা, আলস্য, কাম, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইত্যাদিদ্বারা বুদ্ধি কলুষিত হইয়া আছে। এই হর্ষশোকাদিই বুদ্ধিকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে; অতএব বুদ্ধি দুঃখময়ী, এই সকল দুঃখের নিবারণের নিমিত্ত বুদ্ধি আত্মাকে দর্শন করে। আত্মদর্শন হইলে আর সেই সকল দুঃখ থাকে না। যেমন রোগিগণ আত্মরোগ নিবারণের কামনায় সূর্য্যদেবকে দর্শন করে, পরন্তু সূর্য্যদেবের

অহং সর্ব্বগতং শান্তং পরমাত্মঘনং শুচি।
অচিন্ত্যচিন্মাত্রনভো বিশ্বদর্পণমক্ষয়ম্ ॥ ২১ ॥
নিরঞ্জনং নিরাধারং নির্গুণং নিরুপদ্রবম্।
নির্ব্বিশেষং সজাতীয়াৎ সমস্তার্থাবভাসকম্ ॥ ২২ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ চেতনাঃ।
অবৈধর্ম্ম্যাত্মকাভেদাদহমিত্যনুচিন্তয়েৎ ॥ ২৩ ॥
অহমন্যে চ পুরুষাঃ সমচিদ্ব্যোমরূপিণঃ।

আরাধনা করিলেই রোগ নিবারণ হয়। সেইরূপ দুঃখময়ী বুদ্ধি দুঃখনিবারণার্থ আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৯-২০ ॥

আমি সর্ব্বগত, সর্ব্বভূতেই আমার অবস্থান আছে; আমি, শান্ত সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ ও সর্ব্বপ্রকার বাসনাবিহীন; আমি পরমাত্মস্বরূপ; আমি শুচি, অর্থাৎ দুঃখাদি সর্ব্বপ্রকার মলরহিত ও বিশুদ্ধস্বভাব; আমি অচিন্ত্য, অর্থাৎ চিন্তার অবিষয়; আমি চিন্ময়; আমি নভোমণ্ডলের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী; আমি বিশ্বদর্পণ, জগতের যাবতীয়পদার্থ আমাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আমি অক্ষয়, কোনরূপে বিনাশের আশঙ্কাও নাই। আমি নিরঞ্জন, অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, আমি নিরাধার; আমি নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের অতীত; আমি নিরুপদ্রব, কামক্রোধাদি সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব রহিত, আমি সজাতীয় হইতে নির্ব্বিশেষ; আমি সমস্ত অর্থের অবভাষক, সমস্ত অর্থ আমিই প্রকাশ করিয়া থাকি; আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি সমস্ত চেতন ও স্থাবরান্ত অচেতন পদার্থ; জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, সকলই আমি ইত্যাদিরূপে জগৎকে আত্মস্বরূপে চিন্তা করিবে এবং ইহাই মনেকরিবে যে, আত্মার বৈধর্ম্ম্য কিছুই নাই; সুতরাং আর ভেদও সম্ভব নাই, সকলই আত্মস্বরূপ ॥ ২১-২৩ ॥

শ্রুতি সকল কীর্ত্তন করিয়া থাকে যে, আমি ও অন্যান্য পুরুষ সকলই সমরূপ, চিন্ময় ও ব্যোমস্বরূপ। অতএব আমি অদ্বিতীয় আত্মা; এই জগতের

অত আত্মৈক এবাহমিতি শ্রুতিষু গীয়তে ॥ ২৪ ॥
ইতি পশ্যন্ স্বভোগৈশ্চ যোগী বিশ্বং প্রপূজয়েৎ।
আত্মযাগোঽপ্যয়ং প্রোক্তঃ শ্রুত্যুক্তঃ সাংখ্যযোগিনাম্ ॥২৫॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥ ২৬ ॥
ইত্যেবং মনুনাপ্যাত্মযাগো জ্ঞানাঙ্গমীরিতঃ।
তস্মাদভয়দানেন স্বভোগাদ্যর্চ্চনেন চ ॥ ২৭ ॥
সম্মানয়ন্ ভূতজাতমাত্মানমনুচিন্তয়েৎ।

আত্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, সকলই পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞান করিবে এবং আত্মজ্ঞনই পুরুষের কর্ত্তব্য কার্য্য ॥ ২৪ ॥

যোগিগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে বিশ্বময় অবলোকনকরতঃ স্বভোগদ্বারা আত্মার পূজা করিবে। এই জগতে যাহাকিছু ভোগ্যবস্তু আছে, সেই সমুদায়ই আত্মা ভোগ করিয়া থাকেন, আত্মাভিন্ন ভোগকর্ত্তা আর কেহ নাই, এইরূপ জ্ঞান করিবে; ইহাই আত্মযোগ। শ্রুতিতেও এইরূপে আত্মযোগ উক্ত হইয়াছে এবং সাংখ্যযোগীরা এইরূপ শ্রুত্যুক্ত আত্মযোগ স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

আত্মা সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছেন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত বিদ্যমান আছে, এইরূপ আত্মযাজীরা সর্ব্বত্র সমানরূপ দর্শন করেন। যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহারা বিষয়ে ভেদ জ্ঞান করিবে না। এইরূপ সর্ব্বত্র অভেদ জ্ঞান হইলেই আত্মজ্ঞানীরা স্বর্গ রাজ্য ভোগ করিতে পারে ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকার আত্মযাগকে জ্ঞানাঙ্গ বলিয়া থাকে, অতএব অভয়চিত্তে স্বভোগাদি অর্চ্চনাদ্বারা সেই আত্মযোগ সাধন করিবে। যাহা কিছু ভোগ করা যায়, সকল সেই পরমাত্মাতে সমর্পণ করিবে। ক্রিয়া, কর্ম্ম, ভোগপ্রভৃতি পরমাত্মাতে সমর্পণদ্বারা আত্মযোগসাধন করিলেই আত্মজ্ঞান হইতে পারে ॥ ২৭ ॥

যাঁহারা আত্মজ্ঞানপিপাসু, তাঁহারা ভূতসকলের তত্ত্বানুসন্ধানকরতঃ

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং ভোগে রাগশ্চ হীয়তে ॥ ২৮ ॥
তেষাং স্বসাম্যদৃষ্ট্যাতঃ সাম্যং যোগে বিচিন্তয়েৎ।
উৎপত্তৌ প্রলয়ে চৈব সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বেষামেকরূপস্য দ্রষ্টু রাগাদিকং কুতঃ।
বিষ্ণ্বাদয়ো মহৈশ্বর্য্যং ভুঞ্জানা অপি নাধিকাঃ ॥ ৩০ ॥
মত্তোঽতোঽলং তদৈশ্বর্য্যৈরবিবেকিজনপ্রিয়ৈঃ।
গুণকর্ম্মাদিভিঃ কিঞ্চিন্নিরীক্ষ্যাধিকমাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥

আত্মচিন্তা করিবেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানসাধিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির ভোগে বিরক্তি হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব ও শিবত্বপদও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির সুখেও অনুরক্ত হয়েন না ॥ ২৮ ॥

যেহেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতিতে আপন সাম্য আছে, অতএব যোগিগণ উৎপত্তি ও প্রলয় প্রভৃতি সর্ব্ববস্থাতে সর্ব্বদা ব্রহ্মাদিতে আপন সাম্য চিন্তা করিবে। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা সুক্ষ্মরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহাই বুঝিতে পারিবেন যে, যেমন আপনার উৎপত্তি প্রলয় আছে, সেইরূপ ব্রহ্মাদিরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব যোগীরা ব্রহ্মাদির সহিত আপনার সাম্য বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের কোন বিশেষ দেখিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

যাহারা সকলকে সমান দর্শন করে, তাহাদিগের কোন বিষয়ে অনুরাগ হয় না। সমদর্শীরা ইহাই বিবেচনা করেন যে, বিষ্ণুপ্রভৃতি যে মহা ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগেরও কোন আধিক্য নাই। (আত্মতত্ত্বদর্শীরা সকলকেই সমান বিবেচনা করেন, মহা ঐশ্বর্য্যভোগী বিষ্ণু প্রভৃতিকেও অধিক জ্ঞান করেন না) ॥ ৩০ ॥

যাহারা অবিবেকী সদসদ্বিবেচনা শূন্য, তাহারা মহা ঐশ্বর্য্যকে প্রিয়জ্ঞান করে। তাহারা আরও বিবেচনা করে যে, যাঁহারা মহা ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন,

তদর্থং যত্নতে লোকোনাহং পশ্যামি মেঽধিকম্।
তথা ন্যূনং ন পশ্যামি যদতিক্রমশঙ্কয়া॥ ৩২॥
দেবা দৈত্যজয়ায়েব যতিষ্যে তজ্জয়াশয়া।
অহং যথা তথৈবান্যে আব্রহ্মা নারকা জনাঃ॥ ৩৩॥
দৃশ্যন্তে স্বাত্মবৎ প্রেম্না পিতৃভ্রাতৃসুতাদিবৎ।
ক ঈশ ঈশিতব্যো বা কঃ শ্রেষ্ঠঃ কোঽধমোঽপি বা॥৩৪॥

তাহারা আমার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী, তাহা না হইলে তাহাদিগের এত অধিক ঐশ্বর্য্যভোগ হইবে কেন? অবিবেকীরা ঐশ্বর্য্য ভোগিদিগের গুণ কর্ম্মাদিদ্বারা আপনার অপেক্ষা তাহাদিগকে অধিক জ্ঞান করে॥ ৩১॥

সাধু মনুষ্যগণ এই নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকে যে, আমি যেন কোন ব্যক্তি-কেও আমার অপেক্ষা অধিক দেখি না এবং এইক্ষণ যাহার অতিক্রমশঙ্কা করি, তাহাকেও যেন আমার অপেক্ষা ন্যূন বলিয়া জ্ঞান না হয়, ইহাই সুধী মনুষ্যদিগের উদ্দেশ্য। তাঁহারা সর্ব্বত্র সমজ্ঞানের নিমিত্ত চেষ্টা করেন, (প্রকৃত পক্ষে ন্যূনাধিক্যজ্ঞান না হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে সমজ্ঞানসাধন হইলেই মনুষ্যের জ্ঞানের পরিপাক হইল, জানা যায়॥ ৩২॥

দেবতারা যেমন দৈত্যগণের জয়ের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও সেই দেবগণের জয়ের আশায় যত্ন করিতেছি এবং আমি যেমন অবস্থাপন্ন, অন্যান্য মনুষ্যও সেইরূপ অবস্থাশালী। ব্রহ্মা অবধি নরকবাসী জন-গণ সকলকেই তুল্যরূপ জ্ঞান করিবে। (ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেবগণ হইতে নরক বাসী মনুষ্যগণকে সমান জ্ঞান করিবে। কোন ব্যক্তিকে উচ্চপদারূঢ় দেখিয়া তাহাকে অধিক জ্ঞান করিবে না এবং কোন ব্যক্তির নরকভোগ দেখিয়াও তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিবে না)॥ ৩৩॥

আত্মপ্রেমতুল্য সকলের প্রতি প্রেমপ্রদর্শন করিবে এবং পিতা, ভ্রাতা, পুত্রাদির প্রতি যেরূপ প্রেম করিয়া থাকে, সাধারণের প্রতিও সেইরূপ প্রেম করিবে; কোন ব্যক্তির প্রতিও ইতরবিশেষ জ্ঞান করিবেনা, সকলের প্রতি সমরূপে দৃষ্টিপাত করিবে। (অতএব কে বা ঈশ্বররূপে অন্বেষণীয়, কেই বা

অভিন্নে ভেদদৃষ্ট্যা স্যাম্মৃত্যোর্ভয়মিতি শ্রুতিঃ।
চিদ্ব্যোমস্বেকরূপেষু ইশানীশাদিরূপকঃ ॥ ৩৫ ॥
রূপভেদো হ্যসন্ সর্ব্বঃ স্ফটিকে রূপভেদবৎ।
ধিয়াং রূপৈঃ পুমানেকো বহুরূপ ইবেয়তে ॥ ৩৬ ॥
বৃকচর্ম্মাদিরূপাদ্যৈর্ম্মায়ীব বহুরূপধৃক্।
মামালিঙ্গ্য নিরাকারং বিবিধাকারধারিণী ॥ ৩৭ ॥
মায়ৈবৈকা হি নৃত্যন্তী মোহয়ত্যখিলা ধিয়ঃ।
পুংসাং ভেদো বুদ্ধিভেদাদম্বুভেদাদ্ যথা রবেঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রেষ্ঠ এবং কে বা অধম? অর্থাৎ এই জগতে উত্তম, মধ্যম ও অধম নাই, বাস্তবিক সকলই সমান) ॥ ৩৪ ॥

শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, এই জগতে যাবতীয় পদার্থই অভিন্ন, অতএব যাহারা এই অভিন্ন জগতের ভেদ জ্ঞান করে, তাহারাই মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়। যাহারা এই জগৎকে অভিন্ন জ্ঞান করে, তাহাদিগের ঈশ্বর অনীশ্বর এইরূপ জ্ঞান থাকে না। যাহারা সমদর্শী তাহারা কে ঈশ্বর এবং কে অনীশ্বর, এইরূপ পৃথক্ জ্ঞান করে না ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বপ্রকার রূপ ভেদই অসৎ, বাস্তবিক কোন পদার্থেই রূপভেদ নাই। যেমন স্ফটিকেতে নানাপ্রকার পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে সেই স্ফটিকে নানাপ্রকার রূপভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু স্ফটিকের কিঞ্চিন্মাত্ররূপ ভেদ হয় না, স্ফটিক সর্ব্বদাই একরূপ থাকে; এই জগতের রূপভেদও সেইরূপ জানিবে। একরূপ পুরুষই বুদ্ধির নানারূপতাবশতঃ বহুরূপীর ন্যায় বোধ হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

যেমন মায়াবী মনুষ্য ব্যাঘ্রাদির চর্ম্মদ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়া নানারূপ ধারণ করে, সেইরূপ বুদ্ধি নিরাকারকে আলিঙ্গন করিয়া বিবিধরূপ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

এক মায়াই এই জগতে নৃত্যকরতঃ সকল বুদ্ধিকে মোহিত করে এবং সেই মোহবশতই পুরুষের ভেদ বুদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন যখন যেরূপ

ব্যোম্নশ্চ ছিদ্ররূপেণ ভেদঃ কুম্ভাদিভেদতঃ।
অতঃ শুদ্ধো বুদ্ধমুক্তঃ সর্ব্বদা সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ॥ ৩৯॥
অহমন্যে চ তত্রাদ্যো শত্রুমিত্রাদিধীর্ম্মৃষা।
ব্রহ্মণীশে হরাবিন্দ্রে সর্ব্বভূতগণে তথা॥ ৪০॥
উত্তমাধমমধ্যত্ববিভাগো মায়য়া মৃষা।
ত্রিগুণাত্মকমায়ায়াস্ত্রৈবিধ্যাদাত্মনোঽপি হি॥ ৪১॥

জলেতে রবির প্রতিবিম্বপতিত হয়, তখন সেই সূর্য্য সেইরূপ হইয়া থাকেন। রক্তবর্ণ জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, সেই জল মধ্যে সূর্য্যকে রক্তবর্ণ দেখাযায় এবং যখন নীলবর্ণ জলে সূর্য্যবিম্বপতিত হয়, তখন সেই সূর্য্যকে নীলবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; সেইরূপ বুদ্ধিভেদেই পুরুষকে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। ৩৮॥

যখন কুম্ভচ্ছিদ্র দিয়া আকাশ দর্শন করা যায়, তখন যেমন এক আকাশকে অনেক বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বুদ্ধিভেদবশতঃই পুরুষের ভেদ হইয়া থাকে, বাস্তবিক তাহার ভেদ নাই। অতএব সেই আত্মা শুদ্ধমুক্তস্বভাব, বুদ্ধ, সর্ব্বদা সর্ব্বগ এবং অব্যয়, অর্থাৎ পরমাত্মা নির্ম্মল, কোনরূপ মায়াদি পাশে আসক্ত নহে, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগামী এবং কখনও তাঁহার কিছু ক্ষয় হয় না॥ ৩৯॥

এই আমি, ইহারা অপর, ইনি আমার শত্রু, এই ব্যক্তি আমার মিত্র, ইনি ব্রহ্মা, ইনি ঈশ্বর, ইনি হর, ইনি ইন্দ্র ইত্যাদি বুদ্ধি বৃথা। এইরূপ সর্ব্বভূতেও ভেদ জ্ঞান করা উচিত নয়। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, আত্মপরে ঐক্যজ্ঞান, শত্রুমিত্রেতে সমতা, ব্রহ্মাদি দেবগণে অভেদ জ্ঞান, এই সকলই সদ্বিবেকশালী মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্য। বৃথা ভেদ বুদ্ধিতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই॥ ৪০॥

উত্তম, মধ্যম ও অধম ইত্যাদি মিথ্যা বিভাগবুদ্ধি করিবে না, উহা কেবল মায়ার কার্য্য। "এই ব্যক্তি উত্তম, ইনি মধ্যম এবং এই মনুষ্য অধম ইত্যাদিরূপ মায়ার পরিকল্পিত বুদ্ধি পরিত্যাগ করা বিধেয়। মায়া স্বয়ং

উত্তমাধমমধ্যত্বত্রৈবিধ্যং নৈব হি স্বতঃ।
যথা দেহে তথাঽন্যত্র চিৎপ্রকাশোঽহমব্যয়ঃ॥ ৪২॥
ব্যক্ততাব্যক্ততামাত্রভেদো হ্যন্তরবাহ্যয়োঃ।
এবমন্যেঽপি পুরুষা বদ্ধমুক্তাবিশেষতঃ॥ ৪৩॥
ঈশানীশাবিশেষাচ্চ পুরুষার্থো ন মেঽস্ত্যতঃ।

ত্রিগুণাত্মিকা, অতএব সেই মায়া আত্মারও ত্রৈবিধ্য বুদ্ধি উৎপাদন করে। প্রকৃত প্রস্তাবে সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উত্তমত্বাদি বুদ্ধিকে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হইবে॥ ৪১॥

উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রৈবিধ্য বুদ্ধি স্বাভাবিক নহে; উহা কেবল ভ্রান্তিমাত্র। অতএব যেমন দেহেতে উত্তম, মধ্যম ও অধম বুদ্ধি করা অবিধেয়; সেইরূপ অন্যান্য বিষয়েও উত্তম, মধ্যম ও অধম জ্ঞান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সকলই চিন্ময় পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞান করিবে। কোন বিষয়েই ইতর বিশেষ জ্ঞান করিবে না॥ ৪২॥

ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা, ইহাই কেবল আন্তরিক ও বাহ্যবিষয়ের ভেদমাত্র, অর্থাৎ বাহ্যবিষয় সকল ব্যক্ত এবং আন্তরিক বিষয় সকল অব্যক্তরূপে বিদ্যমান আছে; তদ্ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে অন্য কোনপ্রকার ভেদ নাই। এইরূপে অন্যান্য পুরুষেরও আর কোন বিশেষ নাই, কেবল কতিপয় পুরুষ বদ্ধ ও অন্যান্য কতিপয় পুরুষ মুক্ত, ইহাই বিশেষমাত্র। (যাহারা অতত্ত্বদর্শী, তাঁহারা এই অসার সংসারকে সারবৎ জ্ঞান করিয়া সেই সংসারের মায়াপাশে চিরকাল বদ্ধ থাকে। আর যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা এই সংসারের অসারত্ব জানিয়া পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা এই সংসারের মায়াপাশ ছেদনপূর্ব্বক মুক্ত হইয়া থাকেন॥ ৪৩॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, ঈশ্বর ও অনীশ্বরের কোন বিশেষ নাই; সুতরাং ঈশ্বর ও অনীশ্বরের অবিশেষহেতু তাঁহাতে আমার কোন

মহানিদ্রৈব মে সাধ্বী দুঃখভোগাহরা প্রিয়া ॥ ৪৪ ॥
অপ্রিয়া মূঢ়চিত্তানামসাধ্বী ধীহতাত্মনাম্ ।
চিদাদর্শে ময়ি ধিয়ো যদ্যপি প্রতিবিম্বনম্ ॥ ৪৫ ॥
তত্ত্বতো নৈব দোষায় তথাপি ত্যাজ্যমেব তৎ ।
স্বভাবাদস্য হেয়ত্বং স্বানুভূত্যা হি সিধ্যতি ॥ ৪৬ ॥
যথা কোঽপি পরস্যাপি বৈরূপ্যং ন দিদৃক্ষতি ।
স্বামিন্যারোপ্যাত্মদোষান্ সাধ্বীয়মনুতপ্যতে ॥ ৪৭ ॥

পুরুষার্থ নাই। যখন ঈশ্বর ও অনীশ্বরের কোন বিশেষভাব রহিল না, তখন ঈশ্বর ও অনীশ্বর বিবেচনায় ফল কি? অতএব আমার পক্ষে মহানিদ্রাই হিতকারিণী। যেহেতু সেই মহানিদ্রা দুঃখভোগ হরণ করে, এই নিমিত্ত আমি সেই মহানিদ্রাকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করি, যেহেতু বিষয়-ভোগে। দুঃখের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না ॥ ৪৪ ॥

যাহাদিগের চিত্ত বিমূঢ়, অর্থাৎ সদসদ্বিবেচনায় অশক্ত এবং যাহাদিগের আত্মা বুদ্ধিদোষে দূষিত হইয়াছে, তাহারা সেই মহানিদ্রাকে অহিতকারিণী ও অপ্রিয় জ্ঞান করে। কিন্তু যদি চিত্তের আদর্শস্বরূপ আমার আত্মাতে বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাহইলে আমি আর উক্ত মহানিদ্রাকে অহিতকারিণী ও অপ্রিয় জ্ঞান করি না। (আত্মাতে সদ্বুদ্ধির প্রতিবিম্ব পতিত হইলে আর সেই মহানিদ্রার অপ্রিয়ত্ব জ্ঞান থাকে না; তখন তাহাকেই প্রিয় বলিয়া জ্ঞান হয়) ॥ ৪৫ ॥

বাস্তবিক সেই বুদ্ধি কোন দোষের আকর নয়, তথাপি তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহার স্বাভাবিক ত্যাজ্যত্ব স্বীয় অনুভবদ্বারা সিদ্ধ আছে। অতএব সুস্থরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার ত্যাজ্যত্ব অনুভূত হইবে ॥ ৪৬ ॥

যেমন কোন ব্যক্তিও পরের বৈরূপ্য দেখিতে ইচ্ছা করে না; সুতরাং আপনার কোনরূপ বৈরূপ্য যে অপ্রিয় হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? যদি কখনও সাধ্বী স্ত্রী আপনার দোষ পতির প্রতি আরোপ করে, তাহাহইলে

নির্দ্দোষং স্বামিনং দৃষ্ট্বা নির্দ্দোষা স্যাৎ পতিব্রতা।
এবমস্যা রূপভেদেঽপ্যেকরূপোঽস্মি সর্ব্বদা ॥ ৪৮ ॥
ভুঞ্জানোবাপ্যভুঞ্জানস্তাং মদর্থামনন্যগাম্।
যথৈকরূপতোপাধিযোগাযোগদশাস্বহো ॥ ৪৯ ॥
আদর্শস্যামলস্যেব চিন্নভোদর্পণস্য মে।
দৃশ্যবুদ্ধিগতা দোষাঃ সাক্ষাৎ তদ্দ্রষ্টরি প্রভৌ ॥ ৫০ ॥

তৎক্ষণাৎই সেই স্ত্রী অনুতাপ করিয়া থাকে। অতএব ইহাতে জানা যায় যে, সকলেরই দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। কামক্রোধাদি চিত্তগত দোষ পরিহৃত হইলেই সর্ব্ববিষয়ে সমদৃষ্টি হইতে থাকে ॥ ৪৭ ॥

যদি পতিব্রতা কামিনী আপন স্বামীকে নির্দ্দোষী দর্শন করে, তাহা-হইলে সেই কামিনীও নির্দ্দোষা হয়। এইরূপে সেই কামিনীর বিভিন্নভাব হইলেও সেই পুরুষ একরূপই থাকে। কখন সেই কামিনী পতির প্রতি দোষারোপ করিয়া অনুতাপ করে, কখন বা পতিকে নির্দ্দোষ দেখিয়া আপনি নির্দ্দোষা হয়। এইরূপ আমার বুদ্ধি নানারূপ হইতে পারে, কিন্তু আমি সর্ব্বদাই একরূপ আছি ॥ ৪৮ ॥

স্বামী স্ত্রীকে ভোগ করুক্, আর নাই করুক্ "এই স্ত্রী আমার প্রতি অনুরক্তা, অন্যেতে ইহার অনুরাগ নাই" এইরূপ জ্ঞান করিয়া যেমন সর্ব্বদা একরূপ থাকে। সেইরূপ উপাধির যোগ, অথবা অযোগদশাতে আত্মা এক-রূপই থাকে, কোনরূপ অন্য আকারাশ্রিত হয় না ॥ ৪৯ ॥

আমি আদর্শ স্বরূপ, নির্ম্মল চিন্ময় এবং নভোমণ্ডলের ন্যায় স্বচ্ছস্বরূপ। অতএব আমার দৃশ্য বুদ্ধিগত যে সকল দোষ আছে, সেই সকল দোষের পরিজ্ঞান দ্রষ্টা প্রভুতেই সম্ভব হয়। (আমি নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় স্বচ্ছ, এই নিমিত্ত আমার বুদ্ধিতে যে সকল দোষ আছে, সেই সকল আর কেহই জানিতে পারে না। কেবল সেই প্রভু, অর্থাৎ পরমাত্মাই বুদ্ধির সেই সকল দোষ জানিতে পারেন) ॥ ৫০ ॥

ন সন্তি ময়ি মোহাদ্যা ভাস্করে ভাস্যদোষবৎ।
দুঃখৈর্ব্বদ্ধা স্বমাত্মানং ত্যক্ত্বা মদ্ভাবমাগতা ॥ ৫১ ॥
মুচ্যতে দুঃখবন্ধাদ্ ধীর্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্।
কূটস্থাসঙ্গচিদ্যোস্মি ধীদুঃখপ্রতিবিম্বনম্ ॥ ৫২ ॥
যোঽন্যো বন্ধো ভোগরূপঃ সোপি চিদ্দর্পণে মৃষা।
জাগ্রদাদিত্রয়াবস্থাসাক্ষী তাভির্ব্বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহং পূর্ণশ্চিদাদিত্য উদয়াস্তবিবর্জ্জিতঃ।
দর্পণে মুখবদ্বিশ্বং ময়ি বোধে ন তাত্ত্বিকম্ ॥ ৫৪ ॥
বিভুত্বেঽপি চ বাহ্যান্তঃ সুষুপ্ত্যাদাবদর্শনাৎ।

যেমন ভাস্কর যে সকল বস্তু প্রকাশ করেন, সেই সকল বস্তুগত দোষ সূর্য্যেতে সম্ভবে না; সেইরূপ আমিই সকলের দোষদ্রষ্টা, অতএব আমাতে মোহাদি থাকিতে পারে না। মোহ সর্ব্বদা নানাপ্রকার দুঃখেতে আবদ্ধ করে। অতএব "আমি কর্ত্তা" ইত্যাদি মোহ পরিত্যাগ করিলে বুদ্ধিও আত্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। ৫১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বুদ্ধি আত্মস্বরূপপ্রাপ্ত হইলে দুঃখবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। বুদ্ধি দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেই "আমার মোক্ষও নাই এবং বন্ধনও নাই" এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। কূটস্থ অসঙ্গ চিৎস্বরূপ আত্মাতেই বুদ্ধির দুঃখ প্রতিবিম্বিত হয় ॥ ৫২ ॥

ভোগরূপ যে অন্য প্রকার বন্ধন আছে, তাহাও চিদ্রূপে প্রতিবিম্বিত হয়। আমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, কিন্তু আমি সেই অবস্থাত্রয়বিহীন, আমার কোনরূপ অবস্থার সম্ভব নাই। ৫৩ ॥

আমি সেই উদয়াস্ত বিহীন পূর্ণ চিন্ময় আদিত্য স্বরূপ, আমার উদয়ও নাই এবং অস্তও নাই। যেমন দর্পণেতে মুখ প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ আমাতেই এই বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক বুদ্ধিতে কিছুই প্রতিফলিত হয় না। ৫৪ ॥

আমার বিভুত্বস্বীকার করিলে আমাতে, অথবা অন্য পুরুষেতে সুষুপ্ত্যাদি-

ময়ি বান্যত্র বা পুংসি কেবলানুভবে বিভৌ ॥ ৫৫ ॥
ভাতি যৎ তদ্বিবর্ত্তো ধীপ্রতিবিম্বাত্মকত্বতঃ।
শুক্তৌ রজতবদ্ বিশ্বমতো ময়ি ন দোষকৃৎ ॥ ৫৬ ॥
মরীচৌ তোয়বৎ তদ্বদ্ ব্যোমাদৌ নগরাদিবৎ।
কালত্রয়েঽপি নাস্ত্যেব ময়ি বিশ্বং সনাতনে ॥ ৫৭ ॥
অন্যত্রাস্ত্বথবা মাস্তু বুদ্ধ্যাদৌ মম তেন কিম্।
ময়ি সর্ব্বং যথা ব্যোম্নি সর্ব্বত্রাহং যথা নভঃ ॥ ৫৮ ॥
ন সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বত্র নাহং চালেপতঃ খবৎ।

কালে বাহ্য বা আন্তরিক বিষয় সকলের জ্ঞান হয় না, কেবল আত্মাতেই বাহ্য ও আন্তরিক বিষয় সকল প্রতিবিম্বিত হয়। অতএব কেবল সেই বিভু পরমাত্মাই অনুভবের কর্ত্তা ॥ ৫৫ ॥

বুদ্ধির প্রতিবিম্বাত্মকত্বহেতু বুদ্ধিতে যে সকল পদার্থ প্রকাশ পায়, তাহারা পরিবর্ত্তনশীল। যেমন শুক্তিকাতে রজতের ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, সেইরূপ এই বিশ্বই ভ্রান্ত এবং নানাপ্রকার দোষ পূর্ণ, কিন্তু আমাতে কোনরূপ দোষ সম্পর্ক নাই, আমি সর্ব্বপ্রকার দোষ বিহীন এইরূপ জ্ঞানই আত্মজ্ঞানের প্রথম অবস্থা ॥ ৫৬ ॥

যেমন মরীচিকা কালে স্থলেতে জলের ভ্রান্তি হয় এবং আকাশেতে নগর আছে বলিয়া ভ্রান্তিজ্ঞান হয়, সেইরূপ কালত্রয়েই সনাতন আত্মাতে বিশ্বের ভ্রম হইয়া থাকে। বাস্তবিক কোন কালে আত্মাতে বিশ্বাদি ছিল না, এখনও নাই এবং কোনকালেও আত্মাতে বিশ্ব হইবে না এইরূপে সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫৭ ॥

অন্য কোন স্থানে বিশ্ব থাকুক, অথবা নাই থাকুক, তাহাতে আমার বুদ্ধির কি হইবে? যেমন আকাশেতে বিশ্বের ভ্রম হয়, সেইরূপ আত্মাতেও যে বিশ্বের জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। যেমন আকাশ সর্ব্বব্যাপক, সেইরূপ আমিও সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছি ॥ ৫৮ ॥

আমাতে কোন পদার্থই নাই, আমি সর্ব্বত্রই আছি; কিন্তু আমি

অত এবাবিভাগাখ্যভেদেন ক্ষীরনীরবৎ ॥ ৫৯ ॥
জ্ঞানাত্মকমিদং বিশ্বং গায়ন্তি পরমর্ষয়ঃ।
জগন্মম মদর্থঞ্চন্মচ্ছরীরসুখাদিবৎ ॥ ৬০ ॥
যথা মম তথান্যেষাং মমৈবেতি ধিয়ো ভ্রমঃ।
বস্তুতস্তু ন কস্যাপি কিমপি ব্যভিচারতঃ ॥ ৬১ ॥
স্বামিত্বস্যাধ্রুবত্বেন পান্থস্যাবাসগেহবৎ।
একং চিন্মাত্রমস্তীহ শুদ্ধং শূন্যং নিরঞ্জনম্ ॥ ৬২ ॥

নির্লেপ, কোন বিষয়েই লিপ্ত নহি। যেমন আকাশ সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু কোন স্থানেও সেই আকাশ লিপ্ত নহে, সেইরূপ আমিও সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছি, তথাপি কোন বিষয়ে লিপ্ত নহি। অতএব যেমন জল ও দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করিলে তাহা কোনরূপেও বিভাগ করা যায় না, সেইরূপ আমাতে সকল পদার্থই অভিন্নরূপে বিদ্যমান আছে, তাহা বিভাগ করা সাধারণ বুদ্ধির কার্য্য নহে ॥ ৫৯ ॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা এই বিশ্বকে জ্ঞানাত্মক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যেমন সুখ শরীরের পুষ্টিসাধন করে বিধায় উহা শরীর নহে; সেইরূপ এই জগৎ আমার কার্য্য সাধন করে, কিন্তু আমার সহিত জগতের কোন সম্পর্ক নাই ॥ ৬০ ॥

এই জগতে আমার যেমন সম্বন্ধ আছে, অন্যেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। তথাপিও আমার জগৎ এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রান্তি মাত্র। বাস্তবিক এই জগতের কোন পদার্থই আত্মার নহে ॥ ৬১ ॥

যেমন পথিকের বাসগৃহের সম্বন্ধ অস্থির। পথিক যাবৎ সেই গৃহে থাকে, তাবৎ তাহাতে বাস করিতে পারে বটে, কিন্তু সেই গৃহে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই; সেইরূপ আমার সহিত কোন বিষয়ের সম্বন্ধ নাই। আমি অদ্বিতীয়, চিন্মাত্র, শুদ্ধ, শূন্য ও নিরঞ্জন সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত, এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানীর হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং তত্র ন জগন্ন জগৎক্রিয়া।
দৃশ্যতে সর্ব্বদৃশ্যাঢ্যা স্বস্ববুদ্ধিপরম্পরা ॥ ৬৩ ॥
চিন্মণ্ডলমহাদর্শে প্রতিবিম্বমুপাগতা।
কচিদ্ব্যক্তং কচিৎ সূক্ষ্মং নভঃ সর্ব্বত্র তিষ্ঠতি ॥ ৬৪ ॥
যথা তথা চিদাকাশং ধীদেশেঽন্যত্র চ স্থিতম্।
চিদাকাশময়ং বিশ্বং যতোঽতো ধীরিতস্ততঃ ॥ ৬৫ ॥
ভ্রমন্তী তত্র তত্রৈব ভাসতেঽর্কে ঘটাদিবৎ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ জন্মমৃত্যু সুখদুঃখাদি চাখিলম্ ॥ ৬৬ ॥

আমি অতিসূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর, আমাতে জগতের কোন ক্রিয়া নাই। কেবল সর্ব্ব দৃশ্যপদার্থ আপন বুদ্ধিদ্বারা আত্মাতে দৃষ্ট হয়। আত্মা কেবল আপন আপন বুদ্ধির আশ্রয় মাত্র ॥ ৬৩ ॥

আমি চিন্মণ্ডলরূপ মহা আদর্শ; আমাতে কেবল বুদ্ধির প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে। যেমন নভোমণ্ডল সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে, সেইরূপ আমিও সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছি, কিন্তু কোন স্থানে ব্যক্তরূপে এবং কোন স্থানে সূক্ষ্মভাবে আছি। কোনস্থানেও আমার অভাব নাই, সর্ব্বত্র আমার সত্তা বিবেচনা করিবে ॥ ৬৪ ॥

যেমন বুদ্ধিগম্য প্রদেশে, কিম্বা বুদ্ধির অগম্য স্থানে সর্ব্বত্রই চিদাকাশ অবস্থিত আছে, সেইরূপ এই বিশ্বই চিদাকাশ ময়। যেহেতু এই বিশ্ব চিদাকাশ ময়, অতএব বুদ্ধি ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইয়া থাকে কখন,এক বিষয়ে স্থির হইয়া থাকে না ॥ ৬৫ ॥

যেমন ঘটাদির মধ্যেও সূর্য্য প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়, সেইরূপ সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সকলই সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। সুখ দুঃখাদির কোন নিয়ত একটি স্থান নাই। এক সময়ে যে বিষয়ে সুখ থাকে, সময়ান্তরে তাহাতে দুঃখ হয় ॥ ৬৬ ॥

জাগ্রত্যপি মৃষা স্বপ্ন ইব জন্মাদিকং মম।
দৃশ্যযোগবিয়োগাভ্যাং চিত্তো জন্মবিনাশধীঃ ॥ ৬৭ ॥
অভিব্যক্ত্যনভিব্যক্তিদোষাভ্যাং শশিনো যথা।
মহাসুষুপ্তৌ ভবজন্মমৃত্যু-
দুঃস্বপ্নধারাঃ ক্ষণভঙ্গুরা ধিয়ঃ।
পশ্যাম্যহং তাভিরলিপ্তরূপো
ঘনৈরূপেতৈর্ব্বিগতৈরবেঃ কিম্ ॥ ৬৮ ॥
ইত্যেবং সততং ধ্যায়ন্নেকাগ্রমনসা সুধীঃ।
সাক্ষাৎকরোত্যাত্মতত্ত্বং বাগগোচররূপতঃ ॥ ৬৯ ॥

যেমন জাগ্রৎকালে স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আমার জন্ম মৃত্যু এই কথাই অসম্ভব; কেবল দৃশ্য পদার্থের যোগ ও বিয়োগবশতঃই জন্ম ও বিনাশ বুদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন চন্দ্রের অভিব্যক্তিকালে চন্দ্রের উদয় বলে এবং যখন ঐ চন্দ্র অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন, তখনই চন্দ্রের অস্ত এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, সেইরূপ জন্ম ও মৃত্যু ইহা ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থা মাত্র ॥ ৬৭ ॥

সুষুপ্তিতে এই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ ইত্যাদি দুঃস্বপ্নধারার ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু ঐ সকল বুদ্ধি ক্ষণ ভঙ্গুর। আমি জন্মমৃত্যুদ্বারা আত্মাকে অলিপ্ত দেখিতেছি, অর্থাৎ আত্মার জন্ম মৃত্যু কিছুই নাই। যেমন মেঘ উদয় হইলেও সূর্য্যের কিছু বিকৃতি হয় না এবং সেই মেঘ অপগত হইলেও সূর্য্যে কোন বৈশিষ্ট্যভাব উপস্থিত হয় না। সেইরূপ জন্ম মৃত্যুদ্বারা আত্মার কোন ইতর বিশেষ হয়না ॥ ৬৮ ॥

সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া বাক্যের অগোচর আত্মার সাক্ষাৎ কারলাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি আত্মাকে সর্ব্বময় বলিয়া চিন্তাকরে, সেই ব্যক্তির অনায়াসেই আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

স্বরূপং নির্ম্মলং শান্তং মনস্ত্যজতি চেৎ ক্ষণম্।
তদৈব দৃশ্যসংস্কারশেষাৎ সংক্ষুভ্যতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৭০ ॥
উত্থিতানুত্থিতাংস্তত্র ইন্দ্রিয়ারীন্ পুনঃ পুনঃ।
বিবেকেনৈব বজ্রেণ হন্যাদিন্দ্রো গিরীনিব ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতে সাংখ্যসারে রাজ-
যোগপ্রকারপরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

যদি মনঃ আত্মস্বরূপ, শান্ত ও নির্ম্মল হইয়া ক্ষণকালও এই সংসার বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলেই দৃশ্য পদার্থেতে যে আত্ম-সংস্কার আছে, তাহার শেষ হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়গণও ক্ষুভিত হয়। তখন দৃশ্যপদার্থের অসারত্ব বোধ হইয়া আর সেই পদার্থে ইন্দ্রিয়ের গতি হয় না ॥ ৭০ ॥

যেমন দেবেন্দ্র বজ্রদ্বারা পর্ব্বতসকল বিদীর্ণ করেন, সেইরূপ বিবেকীব্যক্তি বিবেকরূপ বজ্রদ্বারা উত্থিত এবং অনুত্থিত ইন্দ্রিয়স্বরূপ রিপুগণকে বিনাশ করিতে পারেন। যখনই ইন্দ্রিয়শত্রু প্রবল হইয়া মনকে বিষয়ে নিয়োজিত করিতে উদ্যত হইবে, তখনই তাহাদিগের মস্তকে বিবেকরূপ বজ্রনিক্ষেপ করিয়া সেই শত্রুদমন করিবে ॥ ৭১ ॥

ইতি সাংখ্যসারে উত্তরভাগে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

এবমাত্মানুভবিনো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্।
স্পষ্টং বক্ষ্যে ভবেদ্ যেন জ্ঞানাজ্ঞানপরীক্ষণম্ ॥ ১ ॥
শ্রবণান্মননাদ্বাপি অন্যথাত্মজ্ঞতাভ্রমাৎ।
কুর্য্যাদ্ গুরুমবিদ্বাংসং স্যাচ্চাজ্ঞো জ্ঞাভিমান্যপি ॥ ২ ॥
নৈশ্বর্য্যানাগতজ্ঞত্বাদিকং জ্ঞানস্য লক্ষণম্।
তদৃতেঽপি হি কৈবল্যং যোগভাষ্যকৃতেরিতম্ ॥ ৩ ॥

এই সাংখ্যসারের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের বিবিধ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে. এইক্ষণ যাঁহারা আত্মতত্ত্বানুভবদ্বারা জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, সেই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ স্পষ্টরূপে বলিব। এই সকল লক্ষণ-দ্বারা জ্ঞান ও অজ্ঞানের পরীক্ষা হইয়া থাকে। কোন্ ব্যক্তির জ্ঞানের পরি-পাক হইয়াছে এবং কোন্ ব্যক্তি অজ্ঞানী, তাহা অনায়াসেই বক্ষ্যমাণ লক্ষণ-দ্বারা জানা যাইবে ॥ ১ ॥

সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণ না করিয়া কেবল শ্রবণমনাদি হইতে প্রকৃতরূপে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হয় না, বরং আত্মজ্ঞত্বের ভ্রম হইয়া থাকে এবং আত্ম-তত্ত্ব পরিজ্ঞানের অপারদর্শী গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিলে অজ্ঞ ব্যক্তিরাও আত্মজ্ঞানী বলিয়া বৃথা অভিমান করিয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞ, অথচ অসৎ গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারা বৃথা আত্মজ্ঞানের অভিমান করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

অলৌকিক ঐশ্বর্য্য ও অনাগত বিষয়ের পরিজ্ঞান, ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ। যে ব্যক্তি অসাধারণ ক্ষমতাশালী এবং ভবিষ্যৎ বিষয় সকল বর্ত্ত-মানবৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহাকেই প্রকৃতজ্ঞানী বলা যায়। সাংখ্যোক্ত

শ্রৌতস্মার্ত্তানি বাক্যানি জ্ঞানিনো মোক্ষভাগিনঃ।
লক্ষকাণ্যেব লিখ্যন্তে বিশ্বাসাতিশয়ায় বৈ ॥ ৪ ॥
যত্র সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৫ ॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬ ॥

যোগসূত্রের ভাষ্যকার এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুপ্রকার কৈবল্যমুক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন। (যোগসূত্রের ভাষ্যদর্শন করিলেই সেই সকল কৈবল্যমুক্তির লক্ষণ পরিজ্ঞাত হইবে) ॥ ৩ ॥

মোক্ষভোগী তত্ত্বজ্ঞানিদিগের বিশ্বাসোৎপাদনার্থ শ্রুতি ও স্মৃতিতে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ বিষয়ে যে সকল বাক্য লিখিত আছে, ঐ সকল বাক্যই মোক্ষভোগী তত্ত্বজ্ঞানীদিগের ব্রহ্মবিষয়ে বিশ্বাসের আতিশয্য উৎপাদন করে। (তত্ত্বজ্ঞানীরা শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিলে ব্রহ্মবিষয়ে তাহাদিগের যে বিশ্বাস আছে, তাহাও বদ্ধমূল হইতে থাকে। সেই বিশ্বাসই তাহাদিগের আত্মবিজ্ঞানের অদ্বিতীয় কারণ) ॥ ৪ ॥

যাঁহাতে সর্ব্বভূত বিদ্যমান আছে, তিনিই আত্মা; যাঁহারা সেই আত্মাকে জানিয়া সর্ব্বভূতে একত্ব জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মোহই বা কি এবং শোকই বা কি? (সর্ব্বভূতকে আত্মস্বরূপে জানিলে তাহাদিগের শোক ও মোহ হইতে পারে না; সমদর্শী আত্মজ্ঞানীরা সর্ব্বদাই সকল পদার্থ দর্শন করিতে পারেন; অতএব কোন বিষয়েই তাঁহাদিগের শোক অথবা মোহ থাকিতে পারে না) ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে স্নেহশূন্য এবং শুভাশুভ বস্তু পাইলে তাহাতে অভিমান অথবা দ্বেষ করেন না, তাঁহারই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জ্ঞানের পরিপাক হইলে সেই ব্যক্তি কোন বিষয়ে অধিক স্নেহ বা দ্বেষ করে না অর্থাৎ আপন অভিলষিত বস্তু পাইলেও সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দপ্রকাশ করেন না এবং কোন অপ্রিয় পদার্থ নিকটে আসিলেও তাহা দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া

ন বিস্মরতি সর্ব্বত্র যথা সততগো গতিম্।
ন বিস্মরতি নিশ্চেত্যং চিন্মাত্রং প্রাজ্ঞধীস্তথা॥ ৭॥
নোদেতি নাস্তমায়াতি সুখে দুঃখে সুখপ্রভা।
যথাপূর্ব্বস্থিতির্যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৮॥
যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।
যস্য নির্ব্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯॥
রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।

সেই উপস্থিত অপ্রিয় বিষয়ে দ্বেষ করেন না, তাঁহারা সকল বিষয়কে সমান জ্ঞান করেন॥ ৬॥

যাঁহাদিগের জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে, তাঁহারা কোন বিষয়ে বিস্মৃত হন না। যেমন বায়ু কখনও গতি পরিত্যাগ করে না, অনবরতই গমন করিতে থাকে; সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানিদিগের কখনও কোন বিষয়ের বিস্মরণ হয় না, সকল বিষয়েই সর্ব্বদা তাহাদিগের জ্ঞান অপ্রতিহত থাকে এবং সেই চিন্ময় আত্মাতে যে দৃঢ় নিশ্চয় আছে, তাহাও বিস্মৃত হয় না। সর্ব্বদাই সেই চিন্ময় পরমাত্মাতে অনুরক্ত থাকে॥ ৭॥

সুখসম্ভোগকালেও যাঁহাদিগের মুখ সুপ্রসন্ন হয় না এবং দুঃখভোগ কালেও যাঁহাদিগের মুখ মলিন হয় না, সুখে কি দুঃখে সকল সময়ে একরূপই থাকে, তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলাযায়। (জীবন্মুক্ত পুরুষ কোন কারণে হর্ষিত হন না, এবং বিষাদ উপস্থিত হইলেও বিষণ্ণ হন না॥ ৮॥

যিনি সুষুপ্তিকালে জাগ্রত থাকেন, অথচ যাঁহার জাগরণ অবস্থাও নাই এবং যাঁহার চিত্তে কোন বাসনাও নাই, সেই ব্যক্তিই যথার্থ জীবন্মুক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য। আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনাদ্বারা জীবন্মুক্তিলাভ হইলে সুষুপ্তি ও জাগরণকালে কোন ইতরবিশেষ হয় না, তাহার সকল অবস্থাই সমান থাকে॥ ৯॥

রাগদ্বেষভয়াদির অনুরূপ আচরণ করিলেও যাঁহাদিগের অন্তর আকাশের ন্যায় নির্ম্মল থাকে, তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। সাধারণ পুরুষের

যোঽন্তর্ব্যোমবদত্যচ্ছঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১০ ॥
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতো বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১১ ॥
অপি শীতরুচাবর্কে অত্যুষ্ণেপীন্দুমণ্ডলে।
অপ্যধঃপ্রসবত্যগ্নৌ জীবন্মুক্তো ন চান্যধীঃ ॥ ১২ ॥
চিদাত্মন ইমা নিত্যং প্রস্ফুরন্তীহ শক্তয়ঃ।
ইত্যস্যাশ্চর্য্যজালেষু নাভ্যুদেতি কুতূহলম্ ॥ ১৩ ॥

রাগ, দ্বেষ ও ভয় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণকে যেরূপ আবরণ করে, জীবন্মুক্ত পুরুষকেও সেইরূপ আবরণ করে বটে, কিন্তু তাহাদিগের অন্তঃকরণে কোন বিকার হয় না। যেমন আকাশ স্বচ্ছ, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের অন্তঃকরণে রাগাদি হইলেও তাহা স্বচ্ছ থাকে ॥ ১০ ॥

যাঁহাদিগের অহঙ্কারভাব লক্ষিত হয় না এবং বুদ্ধি কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকে না। কোন কার্য্য করুক, আর নাই করুক, সকল অবস্থাতেই যাঁহাদিগের চিত্ত একরূপ থাকে, অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন, তাঁহাদিগকে মুনিগণ জীবন্মুক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

বরং রবিকিরণ শীতল হইতে পারে, চন্দ্ররশ্মি উষ্ণ হইতে পারে এবং অগ্নি অধঃশিখ হইতে পারে, তথাপি জীবন্মুক্ত পুরুষের বুদ্ধি বিচলিত হয় না। (সূর্য্যের শীতলতা, চন্দ্রের উষ্ণতা, অগ্নির অধোজ্বলন যেমন অসম্ভব। সেইরূপ জীবন্মুক্তদিগের বুদ্ধির চাঞ্চল্যও অসম্ভব। তাহাদিগের বুদ্ধি পরব্রহ্মেতে যেরূপে একবার স্থির হইয়াছে, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না; সর্ব্বদা সেই পরমাত্মাতে আসক্তচিত্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

জীবন্মুক্ত পুরুষের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইল, এই সকল চিদাত্মার শক্তি। চিদাত্মার এই সকল শক্তি সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইয়া থাকে, কদাচ উহার অন্যথা হয় না। জীবন্মুক্ত পুরুষ যে সকল আশ্চর্য্য শক্তিপ্রকাশ করেন, উহা চিদাত্মার মাহাত্ম্য এবং যে সকল আশ্চর্য্য শক্তিপ্রকাশ পায়, তাহাতে

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ১৪ ॥
এবং তত্ত্বে পরে শুদ্ধে ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ব্বহির্ব্ব্যবহরন্নপি ॥ ১৫ ॥
যো নিত্যমধ্যাত্মময়ো নিত্যমন্তর্ম্মুখঃ সুখী।
গম্ভীরশ্চ প্রসন্নশ্চ গিরাবিব মহাহ্রদঃ ॥ ১৬ ॥
পরানন্দরসাক্ষুব্ধো রমতে স্বাত্মনাত্মনি।
সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগী নিত্যহৃষ্টো নিরাময়ঃ ॥ ১৭ ॥

কুতূহলের বিষয় কিছু নাই। চিৎস্বরূপের মহিমাতে সকলই সম্ভব, কিছুই অসম্ভব নহে ॥ ১৩ ॥

যেমন পরপুরুষাসঙ্গাভিলাষিণী কামিনী স্বকর্ত্তব্য গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেও মনে মনে সেই পুরুষাসঙ্গজনিত রসাস্বাদ অনুভব করে। সেইরূপ যে সকল সুধীর ব্যক্তিরা সেই পরমাত্মাতে অনুরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বাহ্য ব্যাপারে নিযুক্ত হইলেও সেই আত্মজ্ঞান-রসাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকেন। (পরপুরুষাসঙ্গিনী নারীগণ হস্তপদাদিদ্বারা গৃহকার্য্য করে বটে, কিন্তু সেই সকল কামিনীদিগের মনঃ সেই পুরুষেই আশক্ত থাকে। এবং আত্মতত্ত্বানুরাগী ব্যক্তিরাও বাহ্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করে বটে, কিন্তু তাহাদিগের চিত্ত সেই চিন্ময় পরমাত্মা হইতে অপসারিত হয় না, সর্ব্বদাই সেই পরমাত্মাতে অনুরক্ত থাকে) ॥ ১৪ ১৫ ॥

যেমন পর্ব্বত মধ্যে গম্ভীর ও প্রসন্নজলপূর্ণ হ্রদ বিদ্যমান থাকে। সেইরূপ যাহারা সর্ব্বদা আত্মানুরাগী তাঁহাদিগের অন্তরে সর্ব্বদা নির্ম্মল আত্মজ্ঞান জন্য সুখ বিদ্যমান থাকে। আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইয়া যাহাদিগের অন্তরে একবার নির্ম্মল অতুল সুখ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাদিগের অন্তর হইতে কখনও সেই সুখ অন্তর্হিত হয় না। ॥ ১৬ ॥

যাঁহারা অক্ষুব্ধচিত্তে পরমাত্মজ্ঞান রসের আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে ও নীরোগশরীরে সেই পর-

ন পুণ্যেন ন পাপেন নেতরেণাপি লিপ্যতে।
যেন কেন চিহ্নাচ্ছন্নো যেন কেন চিদাশিতঃ ॥ ১৮ ॥
যত্র ক্বচন শায়ী চ স সম্রাড়িব রাজতে।
বর্ণধর্ম্মাশ্রমাচারশাস্ত্রমন্ত্রনয়েপ্সিতঃ ॥ ১৯ ॥
নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পঞ্জরাদিব কেসরী।
বাচামতীতবিষমো, বিষয়াশাদৃশেক্ষিতঃ ॥ ২০ ॥

মাস্বাতে রমণ করিতে থাকেন এবং কথনও আত্মজ্ঞানীরা সেই রসাস্বাদে পরিতৃপ্ত হয়েন না, তাঁহারা যতই সেই আত্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন, ততই তাঁহাদিগের আত্মরস পিপাসা বলবতী হইতে থাকে ॥ ১৭ ॥

যে কোনরূপেই হউক, চিন্ময়ানুরাগীব্যক্তি যদি কোনরূপেও একবার সেই পরমাত্মানন্দ ভোগ করিয়া তাহাতে অনুরক্ত হইতে পারে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি কথন পাপে, পুণ্যে অথবা অন্য কোন বিষয়ে লিপ্ত হয় না। আত্ম-জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তির চিত্ত আর কোন বিষয়ে বাধ্য হয় না। তিনি পুণ্য কর্ম্ম করিলে সেই পুণ্যফলে তাঁহার স্বর্গাদি ভোগ হয় না এবং পাপাচরণ করিলেও নরকে পতিত হয়েন না ॥ ১৮ ॥

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি যে কোনস্থানেই থাকুন্ না কেন, সকলস্থানেই বর্ণধর্ম্ম আশ্রম ধর্ম্ম, আচারশাস্ত্র, মন্ত্র এবং নীতি এই সকল বিষয়ে অন্বিত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তীর ন্যায় বিরাজমান থাকেন। কোনস্থানেও তত্ত্বজ্ঞানীর পদের অথবা সুখের হানি হয় না, বরং ক্রমশঃ তাহার অতুল আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥ ১৯ ॥

যেমন কেসরী পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া বহির্গত হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বদর্শী-ব্যক্তি জগজ্জাল ছেদন করিয়া নির্গত হন। তখন তাঁহাকে কোন বাক্যদ্বারা নিবারণ করা যায় না এবং বিষয়াশার প্রলোভনদ্বারাও বারণ করা যায় না। তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া যান এবং আর সংসারকারা-বাসে আবদ্ধ হন না ॥ ২০ ॥

কামপ্যপগীতঃ শোভাং শরদীব নভস্তলম্।
নিঃস্তোত্রো নির্নমস্কারঃ পূজ্যপূজাবিবর্জ্জিতঃ।
সংযুক্তো বানিযুক্তো বা সদাচারনয়ক্রমৈঃ॥ ২১॥
এতাবদেব খলু লিঙ্গমলিঙ্গমূর্ত্তেঃ
সংশান্তসংসৃতিচিরভ্রমনির্বৃতস্য।
তদ্দ্বস্য যন্মদনকোপবিষাদলোভ-
মোহাপদামনুদিনং নিপুণং তনুত্বম্॥ ২২॥
তুর্য্যবিশ্রান্তিযুক্তস্য প্রতীপস্য ভবার্ণবাৎ।

যেমন শরৎকালে আকাশমণ্ডল নির্ম্মেঘ হইয়া অনুপম শোভা প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান রূপ অসিদ্বারা সংসার মায়াপাশচ্ছেদন করিয়া বহির্গত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিও সেইরূপ অতুল শোভা ধারণ করেন। তখন সেই ব্যক্তি কোনরূপ স্তবের বাধ্য হন না, নমস্কারাদি প্রণিপাত করিলেও বশীভূত হইয়া সংসারে পুনর্গমন করেন না, কাহার পূজা ইচ্ছাকরেন না এবং কাহা-কেও পূজা করিতে চাহেন না। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সদাচার ও নীতিশাস্ত্রদ্বারা সংযুক্তই হউন, অথবা অনিযুক্তই থাকুন, কোনরূপেও তাঁহার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। সেই ব্যক্তি সদাচার ও নীতিশাস্ত্র পালন করিলেও তাঁহার কোন মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় না এবং উহার অনাদর করিলেও তাঁহার তেজের হানি হয় না॥ ২১॥

যাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংসার শান্ত হইয়া চিরকাল-জনিত ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং তাহাদিগের কোনরূপ লিঙ্গশরীর প্রাপ্তি হয় না। এই পর্য্যন্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কথিত হইল। যাহার উক্তরূপ মুক্তিলক্ষণ আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার মদনকোপজনিত বিষাদ, লোভ ও মোহস্বরূপ আপদ প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে থাকে। কখনও মুক্তব্যক্তি লোভ মোহরূপ আপদে পতিত হয় না॥ ২২॥

যাঁহারা পরমাত্মাতে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া ভবার্ণবের পারে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রুতিস্মৃতিবিহিত ক্রিয়া করুন, আর নাই করুন, তাহাতে

ন কৃতেনাকৃতেনার্থো ন শ্রুতিস্মৃতিবিভ্রমৈঃ ॥ ২৩ ॥
তনুং ত্যজতু বা তীর্থে স্বপচস্য গৃহেঽথবা।
জ্ঞানসম্প্রাপ্তিসময়ে মুক্ত এবামলাশয়ঃ ॥ ২৪ ॥
ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে।
সর্ব্বাশাসঙ্ক্ষয়ে চেতঃক্ষয়ো মোক্ষ ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৫ ॥
জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে।

কোন উপকার বা অপকার হয় না। আত্মতত্ত্বজ্ঞানীরা কোন ক্রিয়া করিলেও তাহাতে কোন বিশেষ পুণ্যসঞ্চয় হয় না এবং তাঁহারা কোন কার্য্য না করিলেও তাহাদিগকে পাপ স্পর্শ করিতেও পারে না। মুক্ত পুরুষেরা ভবসাগরের পার হইয়া যান ॥ ২৩ ॥

যাঁহারা মুক্ত হইয়া অন্তঃকরণ হইতে অহঙ্কারাদি সর্ব্বপ্রকার দোষ বিদূরিত করিয়াছেন, তাঁহারা তীর্থস্থানেই তনুত্যাগ করুন্ অথবা চণ্ডালগৃহেই দেহত্যাগ করুন্, তাহাতে তাঁহাদিগের সেই মুক্তির অন্যথা হয় না। মুক্ত-ব্যক্তি চণ্ডালগৃহে দেহত্যাগ করিলেও তাঁহার নরকভোগক্লেশ হয় না এবং পুণ্যক্ষেত্রে তনুত্যাগ করিলেও স্বর্গভোগাদি জন্য সুখের বৃদ্ধি হয় না। তাঁহাদিগের পুণ্যাপুণ্য সকলই সমান ॥ ২৪ ॥

সংসারবাসনা পরিক্ষয় না হইলে, আকাশে গমন করিলেও তাহার মোক্ষ হয় না, পাতালে গেলেও মুক্তি পায় না এবং পৃথিবীতেও তাহারা কৈবল্যলাভ করিতে পারে না। যখন সর্ব্বপ্রকার আশার সংক্ষয় হইয়া বিষয় হইতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়, তখন সর্ব্বত্রই মুক্তিলাভ হইতে পারে। আর যাহারা সংসার মায়াতে আশক্ত হইয়া নিরন্তর সেই সাংসারিক বিষয়ের চিন্তায় তৎপর থাকে, জ্ঞানোৎপাদনের উপায় অন্বেষণ করে না; তাহাদিগের কোনরূপেও মুক্তিলাভ হইতে পারে না ॥২৫॥

যেমন পবন নিস্পন্দতা লাভ করিয়া স্থিরভাব আশ্রয় করে, সেইরূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জীবন্মুক্তিপদ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় দেহ কালহস্তে সমর্পণ-পূর্ব্বক কৈবল্য পদ পাইয়া নিশ্চল হইয়া থাকেন। জীবন্মুক্তির অবসরকালে

বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনোঽস্পন্দতামিব ॥ ২৬ ॥
অনাপ্তাখিলশৈলাদিপ্রতিবিম্বে হি যাদৃশী।
স্যাদ্ দর্পণে দর্পণতা কেবলাত্মস্বরূপিণী ॥ ২৭ ॥
অহং ত্বং জগদিত্যাদৌ প্রশান্তে দৃশ্যসম্ভ্রমে।
স্যাত্তাদৃশী কেবলতা স্থিতে দ্রষ্টর্য্যবীক্ষণে ॥ ২৮ ॥
চিন্মাত্রং চেত্যরহিতমনন্তমজরং শিবম্।
অনাদিমধ্যনিলয়ং যদনাধি নিরাময়ম্ ॥ ২৯ ॥

যখন এই দেহের পতন হয়, তখনই তিনি কৈবল্যপদপ্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মাতে লীন হন। কখনও সেই মুক্তির অন্যথা হয় না, চিরকাল সেই মুক্তপুরুষ অতুল আনন্দ ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২৬ ॥

যেমন যে দর্পণে শৈলাদিপদার্থ সকলের প্রতিবিম্ব পতিত না হইলেও সেই দর্পণের দর্পণতা সিদ্ধ আছে, সেইরূপ আত্মরূপ দর্পণেও সকল পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত না হইলেও সেই আত্মস্বরূপ দর্পণের দর্পণতা সিদ্ধ আছে। (যেমন নির্ম্মল দর্পণে কোন বিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত না হইলেও সেই দর্পণের প্রতিবিম্ব গ্রহণশক্তি থাকে এবং আত্মার মালিন্য নিবারণ হইলেই সেই আত্মাতেও দৃশ্যাদৃশ্য সকল পদার্থই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সেইরূপ মুক্তব্যক্তির আত্মাতে কোনরূপ দোষ না থাকিলেও সকল বস্তু সেই নির্ম্মল আত্মাতে প্রতিফলিত হইতে থাকে। কিন্তু কখনও তাঁহার মনের শান্তিভঙ্গ হইতে পারে না) ॥২৭॥

"আমি, তুমি" ইত্যাদি বুদ্ধির শান্তি হইলেই আত্মা হইতে জগতের সত্যত্ব বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যায়, তখন বুদ্ধি দৃশ্যপদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সেই দ্রষ্টা আত্মাকেই সত্য বলিয়া জ্ঞানকরিবে এবং আর কিছুই প্রকাশ পায় না, কেবল সেই পরমাত্মাই প্রকাশ পাইতে থাকেন। যাহার এইরূপ অবস্থা হয়, তাহাদিগকেই নিত্যমুক্ত অর্থাৎ পরমামুক্তির ভাজন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরমমুক্তি লাভ হইলে সেই ব্যক্তি চিন্ময়, চিত্তধর্ম্ম রহিত, অনন্ত, অজর এবং সর্ব্বমঙ্গলময় হইয়া থাকেন। তাঁহার আদি অবস্থা

ন শূন্যং নাপি চাকারং ন দৃশ্যং ন চ দর্শনম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং তৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতে সাংখ্যসারে জীবন্মুক্তি-
পরমমুক্ত্যোঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

ইতি সাংখ্যসারস্যোত্তরভাগপ্রকরণং সমাপ্তম্।

॥ ওঁ ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

অর্থাৎ সাংসারিক ভাব থাকে না। কোনরূপ জরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যেরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হন, সেই অবস্থার শেষ হয় না, সর্ব্বদাই মধ্য-ভাব প্রাপ্ত হইয়া একরূপে চিরকাল অপরিসীম আনন্দভোগ করিতে থাকেন, তাঁহার কোন আধিব্যাধি হয় না। ২৯।

কৈবল্যমুক্তিলাভ হইলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা শূন্য নহে, কোন প্রকার আকারবিশিষ্ট নহে, দৃশ্য নহে, দর্শন নহে। তাহার কোন আখ্যা নাই, তিনি অভিব্যক্ত নহেন, অর্থাৎ কোনরূপ ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; ইহাই পরমমুক্তির প্রকৃত লক্ষণ। ৩০।

ইতি সাংখ্যসারে উত্তরভাগে সপ্তম পরিচ্ছেদ। ৭।

সাংখ্যসার সমাপ্ত ॥
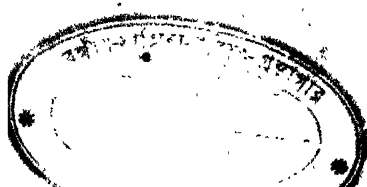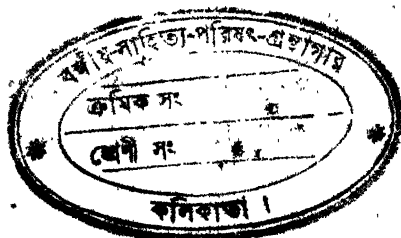
OPINION.

FITZ-EDWARD HALL, D. C. L., Oxon. represents the book as follows :—"The *Sankhya-sara*, by vijnana Bhikshu, (বিজ্ঞানভিক্ষু) laysout the whole of the Sankhya system within a small compass, and yet perspicuou sly. * * * In the *Sankhya-sara* we have the best known existing treatise in which to study the system ascribed to Kapila."

Colebrooke represents the *Sankhya-sara* as being a "treatise on the attainment of beatitude in this life." *Miscellaneous essay*. Vol. I., p. 131.